ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 29 June, 2021 ■ আগরতলা ২৯ জুন, ২০২১ ইং ■ ১৪ আষাঢ় ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

## ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব রুখতে বিশেষ শিবিরে নমুনা পরীক্ষা, ১১ জনের দেহে মিলল জীবাণু

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।।** বর্ষা মরশুমে ত্রিপুরা ম্যালেরিয়ার ভয়ংকর প্রাদুর্ভাবের সাক্ষী রয়েছে। তাই, আগাম প্রস্তুতি হিসেবে ধলাই জেলায় বিভিন্ন স্থানে ম্যালেরিয়া সনাক্তকরণ কর্মসূচি চলছে। তাতে, ১১ জনের দেহে ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাওয়া গেছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সদস্য সচিব জানিয়েছেন, ধলাই জেলার গঙ্গানগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অন্তর্গত সিদ্ধাপাড়া উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের আওতাধীন উধাসিং পাড়ায় সম্প্রতি ম্যালেরিয়া সনাক্তকরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক আলোচনা করা ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য সবাইকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, এই ম্যালেরিয়া সনাক্তকরণে ৮১ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়। তাদের মধ্যে ৭ জনের রক্তে ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাওয়া গেছে। তাদের বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়েছে।

এদিন তিনি আরো জানান, ধলাই জেলার পূর্ণমোহন স্মৃতি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অন্তর্গত পশ্চিম গোবিন্দবাড়ি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের আওতাধীন টাংকারাইকারবারী পাড়া এবং বুদ্ধিজয়কারবারী পাড়ায় সম্প্রতি ম্যালেরিয়া সনাক্তকরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই ম্যালেরিয়া সনাক্তকরণে ২৪২ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ২ জনের রক্তে ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাওয়া গেছে। তাদেরকেও বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, ধলাই জেলার পূর্ণমোহন স্মৃতি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অন্তর্গত পূর্ব গোবিন্দবাড়ি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের আওতাধীন শচীন্দ্র রোয়াজা পাড়াতে ম্যালেরিয়া সনাক্তকরণ কর্মসূচির অধীন ৬৮ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ২ জনের রক্তে ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাওয়া যাওয়ায় তাদের বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া হয়েছে, জানিয়েছেন তিনি।

## রাজ্যে আরও তিনজনের মৃত্যু করোনায়, নতুন আক্রান্ত ২১৯

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।।** রাজ্যে আরও তিনজনের মৃত্যু হল করোনায়। গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে নমুনা পরীক্ষা হয় ৪৫৩৪ জনের। করোনা শনাক্ত হয় ২১৯ জনের। মৃত্যু হয় ৩ জনের। পশ্চিম জেলায় সংক্রমিত হয় ৭৭ জন, সিপাহীজলা জেলায় সংক্রমিত হয় ১৩ জন, গোমতী জেলায় সংক্রমিত হয় ১৮ জন, দক্ষিণ জেলায় সংক্রমিত হয় ১৮ জন, খোয়াই জেলায় সংক্রমিত হয় ১৬ জন, ধলাই জেলায় ৩১ জন, উত্তর জেলায় সংক্রমিত হয় ১৬ জন এবং ঊনকোটি জেলায় সংক্রমিত হয় ৩০ জন। সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৩০৫৫ জন। সুস্থতা হার ৯৪.২৪ শতাংশ। এবং সুস্থ হয় ৪৩৯৪৬৬ জন।

## ৫০-হাজারের নীচে দৈনিক সংক্রমণ, ভারতে কোভিডে মৃত্যু কমে ৯৭৯

**নয়াদিল্লি, ২৮ জুন (হি.স.)।।** কমতে কমতে ভারতে ফের ৫০-হাজারের নীচে নেমে এল দৈনিক কোভিড-সংক্রমণ, মৃত্যুর সংখ্যাও ১-হাজারের কম। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৪৬, ১৪৮ জন, এই সময়ে ভারতে প্রাণ হারিয়েছেন ৯৭৯ জন করোনা-রোগী। রবিবার সারাদিনে ভারতে করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ৫৮ হাজার ৫৭৮ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমেছে ১৩,৪০৯ জন, ফলে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৫,৭২,৯৯৪ জন (১.৮৯ শতাংশ)।

কোভিড টিকাকরণ দ্রুততার সঙ্গে চলছে ভারতে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৩২,৩৬, ৬৩,২৯৭ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ১৭,২১,২৬৮ জনকে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৯৭৯ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৩,৯৬, ৭৩০ জন (১.৩১ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে কোভিড টেস্টের সংখ্যা ১৫,৭০,৫১৫। নতুন করে ৪৬,১৪৮ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩,০২,৭৯,৩৩১।

সুস্থতা প্রতিদিনই স্বস্তি দিচ্ছে দেশবাসীকে, রবিবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৫৮ হাজার ৫৭৮ জন। ফলে সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ২,৯৩,০৯,৬০৭ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৬.৮০ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

# বুথস্তরের সংগঠন চাঙ্গা করতে 'ট্রিপল স' ফর্মুলা বিপ্লব দেবের

### ১৮-র সরকার গঠনকে বললেন ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।।** সোমবার বিজেপি রাজ্য দফতরে ত্রিপুরা প্রদেশ কার্য্যকারিণী বৈঠক ছিল। সেখানে যোগ দিয়ে বুথ স্তরের সংগঠন মজবুত করতে সমস্ত কার্যকর্তাদের উদ্দেশে ''ট্রিপল স'' ফর্মুলার কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব।তিনি বলেন, 'সংগঠনকে আরও বিকশিত করতে 'ট্রিপল স' মন্ত্র নিয়ে আমাদের চলতে হবে।'

কী এই ''ট্রিপল স''? ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এই 'ট্রিপল স' হলসংবাদ, স্বভাব এবং সদাচার।' এরপর তিনটি শব্দের ব্যাখ্যা করে সাংগঠনিক তাতপর্য বোঝান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, একজন আদর্শ সংগঠককে আগে ভাল শ্রোতা হতে হবে। অনেকে অনেক কিছু বলবেন। কিন্তু সংগঠককে যাচাই করে নিতে হবে কোন সংবাদটা ঠিক, কোনটা ভুল। সংগঠনে অনেক রকম আলোচনা হয়। কিন্তু আমাদের ইতিবাচকতার দিকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। যেমন প্রধানমন্ত্রীর কার্য শৈলীর চর্চা আমাদের নিয়মিত চালাতে হবে। তার মধ্যে ইতিবাচকতা নিহিত রয়েছে। এই সংবাদে আমাদের মনোনিবেশ করতে হবে।

অন্যের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার মানদণ্ডে নিজেকে প্রস্তুত করার নামই স্বভাব। ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিটি কার্যকর্তাকে সেই ভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে মানুষের কাছে নিজেকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে। এই গোটা প্রক্রিয়াই আত্ম অনুশীলন।

আর সদাচার হলো, একজন সংগঠকের কথাবার্তা, আচারব্যবহার, চালচলন, ভাষার শৈলী। এই সমস্ত দিক একজন সংগঠককে উৎকৃষ্ট করে তোলে।'

তাঁর কথায়, 'এই তিনটি 'স'কে যদি আমরা আত্মস্থ করে বুথ স্তরে নিবিড় ভাবে সংগঠনের কাজকে পৌঁছে দিতে পারি, তাহলে আমি বলতে পারি ত্রিপুরার মাটিতে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং তার সরকার দীর্ঘ সময় ধরে চলবে। কোনও শক্তি তাকে প্রতিহত করতে পারবে না।'

বিজেপি জমানায় কৃষকদের মানোন্নয়নের পরিসংখ্যানের কথাও বক্তৃতায় তুলে ধরেন বিপ্লব দেব। তিনি বলেন, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির মার্গ দর্শনে ত্রিপুরা সরকার কাজ করে চলেছে। আগে ত্রিপুরায় কৃষকদের মাসিক গড় আয় ছিল ৬,০৮০ টাকা। আমাদের লক্ষ্য ২০২২ সালের মধ্যে সেই অঙ্ককে ১৩,৫৯০ টাকায় নিয়ে যাওয়া। সরকারের নিরলস প্রয়াসে এখন ত্রিপুরার কৃষকদের মাসিক গড় আয় ১১,০৯৬ টাকায় পৌঁছে গিয়েছে।'

তা ছাড়া পিএম কিষান সম্মান নিধি প্রকল্পে ত্রিপুরার প্রাপ্ত অর্থ রাশির ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## বিজেপি ও তিপ্রা মথার কর্মীদের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে তীব্র উত্তেজনা পেঁচারথলে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।।** ভিলেজ কমিটির ক্ষমতা দখলকে কেন্দ্র করে বিজেপি এবং তিপরা মাথা দলের নেতাকর্মী সমর্থকদের মধ্যে মতভেদ চরম আকার ধারণ করেছে। উত্তর জেলার পেচাররথলে ভিলেজ কমিটি দখলকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে কুমারঘাট মহকুমার পেঁচারথল এলাকা।জানাগেছে, তিপ্রামথা এবং বিজেপি কর্মীদের মধ্যে হয় এই সংঘর্ষের ঘটনা।

মূলত বিজেপি এবং তিপ্রামথার কর্মীদের মধ্যে ভিলেজ কমিটি গঠনের বিষয় নিয়ে চা চক্রে আলোচনার মধ্য থেকেই এই ঝামেলার সূত্রপাত।জানাগেছে বিজেপি কর্মী মন্দিরাম রিয়াং এবং তিপ্রামথার কর্মী হরেনজয় রিয়াংএর মধ্যে ভিলেজ কমিটি গঠনের ইস্যু নিয়ে আলোচনা থেকে বাকযুদ্ধ বাধে।খবর পেয়ে সেখানে ছুটে যায় তিপ্রা মথার অন্যান্য কর্মী সমর্থকেরা।তারা এলাকার বিএসি চেয়ারম্যান সজল চাকমার বাড়িতে ঢুকে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। মারধোর করে চেয়ারম্যানকেও।

খবর পেয়ে বিজেপি কর্মীরা সেখানে ছুটে গিয়ে তিপ্রা মথার কর্মীদের উপর পাল্টা আক্রমন করে বলে অভিযোগ। এই ঘটনার পর পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে হয়ে উঠে।দু দলের সংঘর্ষে আহত তিপ্রা মথার কর্মী প্রানেশ দেওয়ানকে পুলিশ বাহিনী হাসাপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেও বিজেপি কর্মীরা হামলা চালায় বলে অভিযোগ তিপ্রা মথার। ভাংচুর করা হয় মথার বুথ সভাপতি সুধির চাকমার গাড়িও।দুই রাজনৈতিক দলের ঝামেলা সামলাতে রক্তাক্ত হতে হয় সঞ্জিব চাকমা নামে এক পুলিশ কনস্টেবলকেও।

ঘটনায় বিজেপি কর্মীদের হাতে তিপ্রা মথার চারজন আহত হন।ভাংচুর এবং অগ্নিসংযোগ করা হয় তিপ্রামথা দলের বাইক স্কুটিতেও। এর পরই বিভিন্ন দিক থেকে ধারালো অস্ত্র লাঠিসোটা নিয়ে তিপ্রা মথার কর্মী সমর্থকেরা জড়ো হতে থাকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## রাজ্যের ৭৩টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সম্পূর্ণ টিকাকরণ সম্পন্ন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।।** ত্রিপুরায় ঝড়ের গতিতে করোনার টিকাকরণে এখন পর্যন্ত ৭৩টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সম্পুর্ন টিকাকরণ হয়ে গেছে। তাতে, সবচেয়ে বেশি উত্তর ত্রিপুরা এবং দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে দক্ষিন ত্রিপুরা।

আজ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এক ফেইসবুক বার্তায় বলেন, আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, রাজ্যের বিভিন্ন জেলার ৭৩টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সম্পূর্ণ টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। এই কাজের জন্য সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মী, সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। পাশাপাশি রাজ্যের জনগণকেও এই অভিযানে উৎসাহের সহিত অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তাঁর দাবি, আমাদের লক্ষ্য অতিসত্বর সমগ্র ত্রিপুরায় কোভিড টিকাকরণ সম্পন্ন করে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধ করা। তাঁর পরামর্শ, সুস্থ থাকুন, সতর্ক থাকুন, কোভিড বিধি মেনে চলুন।

স্বাস্থ্য দফতরের রিপোর্টে দেখা গেছে, উত্তর ত্রিপুরায় ৩৯টি, দক্ষিণ ত্রিপুরায় ২১টি, সিপাহীজলা জেলায় ৯টি, ধলাই জেলায় ৩টি এবং গোমতি জেলায় ১টি গ্রাম পঞ্চায়েতে সম্পুর্ন টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। কিন্ত, পশ্চিম ত্রিপুরা, ঊনকোটি এবং খোয়াই জেলায় ১০০ শতাংশ টিকাকরণ হয়েছে এমন কোন গ্রাম পঞ্চায়েত নেই।

অন্যান্য রাজ্যের মতো ত্রিপুরাতেও সংযুক্ত মোর্চার উদ্যোগে সোমবার রাজ্যপাল মারফত রাষ্ট্রপতির কাছে দাবি সনদ পাঠানো হয়েছে।

## দলীয় কার্য্যালয় দখলমুক্ত করতে রাজ্যপালের দ্বারস্থ হবে কংগ্রেস

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।।** রাজ্যে দখল করা কংগ্রেস কার্যালয় দখলমুক্ত করার জন্য হুঁশিয়ারি প্রদেশ কংগ্রেসের। ২০১৮ সালে রাজ্যে বিজেপি ও আইপিএফটি জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রাজ্যে কংগ্রেসের বহু দলীয় কার্যালয় দখল করে নেয় শাসক দলের কর্মীরা।

কমলপুর সবচেয়ে বড় কংগ্রেস কার্যালয় পর্যন্ত দখল করে নেয়। এমনকি রাজ্যের আইনমন্ত্রীর বিধানসভা কেন্দ্র মোহনপুরের দীর্ঘ পুরনো কংগ্রেস কার্যালয়টি পর্যন্ত তারা দখল করে রেখেছে। এবং সোনামুড়া জোত জায়গায় থাকা কংগ্রেস কার্যালয়টি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় প্রশাসন। পাশাপাশি বহু দলীয় কার্যালয় রাজনৈতিক হিংসা মূলক অগ্নিসংযোগ করেছে শাসক দলের দুস্কৃতিকারীরা। এগুলি নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে অবগত করা হলে এখন পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি।

প্রদেশ কংগ্রেস সেসব দলীয় কার্যালয় দখলমুক্ত করতে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই রাজ্যপালের কাছে যাবেন এবং রাজ্যপালের কাছে দাবি জানানো হবে অবিলম্বে যাতে রাজ্যের সাড়ে চার শতাধিক দলীয় কার্যালয় শাসক দল বিজেপি থেকে দখলমুক্ত করে দিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আর যদি রাজ্যপাল কোন ভূমিকা গ্রহণ না করে তাহলে আগামী দিনে রাষ্ট্রপতির দ্বারস্থ হবে প্রদেশ কংগ্রেস।

সোমবার দুপুরে সাংবাদিক সম্মেলন করে এ কথা জানান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পীযূষ কান্তি বিশ্বাস। তিনি আরো বলেন, ২০১৮ সালে প্রদেশ কংগ্রেস সেসব দলীয় কার্যালয় থেকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## আগরতলায় একাধিক স্থানে সিপিএমের আন্দোলন কর্মসূচিতে হামলার প্রতিবাদে পূর্ব থানা ঘেরাও

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।।** রাজ্যে একের পর এক বিরোধীদল সিপিএমের আন্দোলন কর্মসূচির ওপর হামলার ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। সোমবার সকালে রাজধানী আগরতলা শহরের ধলেশ্বরে এবং রাম ঠাকুর সংঘ এলাকায় সিপিএমের আন্দোলন কর্মসূচির ওপর হামলা চালিয়ে বেশ কয়েক জনকে জখম করা হয়েছে।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের নির্বাচনী এলাকা বনমালীপুরে সিপিআইএমের পূর্ব অঞ্চল কমিটির অফিসের সামনে আন্দোলনরতদের ওপর শাসক দলের হামলা। আইনজীবী ভাস্কর দেববর্মার মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়য়েছে। ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হয়েছে প্রায় ২৫ টি বাইক। হামলার প্রতিবাদে পূর্ব থানায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে সিপিআইএম। এ ধরনের ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানানো হয়েছে। অবিলম্বে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ হয়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, পেট্রোল ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি, নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী মূল্যবৃদ্ধি অন্যান্য জনবিরোধী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে রাজ্য ব্যাপি আন্দোলন কর্মসূচির অংশ হিসেবে সিপিআইএম আগরতলা পূর্ব অঞ্চল কমিটির পক্ষ থেকে ধলেশ্বরে কোভিড বিধি মেনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ কর্মসূচি সংগঠিত করা হয়। গণতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন চলাকালে শাসকদল আশ্রিত দুর্বৃত্তরা আন্দোলনকারীদের উপর হামলা চালায়। রক্তাক্ত হয় এলাকার রাস্তাঘাট। গুরুতরভাবে আহত হন আইনজীবী ভাস্কর দেববর্মা সহ কয়েকজন। দুর্বৃত্তরা এলাকায় প্রায় ২৫ টি বাইক ভাঙচুর করেছে এবং রাস্তার পাশে ড্রেনেফেলে দিয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুহূর্তেই এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা দেখা দেয়। খবর পেয়ে পূর্ব থানা থেকে অতিরিক্ত পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মী ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। আহত আইনজীবী ভাস্কর দেববর্মাকে চিকিৎসার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## আগরতলা-দেওঘর ট্রেন থেকে উদ্ধার লক্ষাধিক টাকার গাঁজা আটক তিন মহিলা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।।** গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে বিপুল পরিমাণের গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছে রেল পুলিশ। গতকাল রবিবার রাতে আগরতলা থেকে দেওঘরগামী যাত্রীবাহী ট্রেনে তালাশি চালাতে গিয়ে ৮ কেজি ৪০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করেছেন রেলওয়ে পুলিশ ফোর্সের জওয়ানরা। এর সঙ্গে আটক করা হয়েছে তিন মহিলা নেশাদ্রব্য পাচারকারীকে। মহিলা তিনজনকে যথাক্রমে কিরণ দেবী, সুনীতা দেবী এবং অর্পিতা দেবী বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। সুনীতা দেবীর বাড়ি বিহারের বৈশালিতে এবং কিরণ দেবী ও অর্পিতা দেবী মুজফফরপুরে।

আজ রেলওয়ে পুলিশ ফোর্সের জনৈক আধিকারিক জানান, গতকাল রাতে রেলস্টশনে আগরতলা-দেওঘর ট্রেন আসার পর এতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## পাচার বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে পুটিয়া গ্রামে দুই পরিবারের সংঘর্ষে গুরুতর আহত আট

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৮ জুন।।** ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। ঘটনা কলমচৌড়া থানাধীন পুটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে দুই পক্ষের মোট আটজন আহত হয়। তার মধ্যে দুইজন গুরুতর ভাবে আহত হন। তারা বর্তমানে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় , ভোরবেলায় পুটিয়া এলাকার কিছু যুবক প্রতিদিনের ন্যায় বিএসএফকে ম্যানেজ করে সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া কেটে গরু পাচার করে বাংলাদেশে। এই গরু পাচারের লাইন নেওয়ার জন্য ভোরবেলায় সীমান্তের কাছাকাছি আবুল কাসেমের বাড়িতে পুটিয়া এলাকার গরু ব্যবসায়ী ফরিদ মিয়া নামে এক ব্যক্তি তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে গরু পাচার করার জন্য ওই বাড়িতে জড়ো হয়।বাড়ির মালিক আবুল কাসেম তার বাড়ির ওপর দিয়ে গরু পাচার করতে বাধা দিলে আবুল কাসেমের ছেলে সাইফুল ইসলামসহ তার অন্যান্য ভাইদের উপর লাঠি ও রট দিয়ে হামলা চালায়।অপরদিকে তাদের লাঠির আঘাতে বাদশা মিয়া নামে এক ব্যক্তির মাথায় লাঠির আঘাত লেগে তার মাথা ফেটে যায়।তার মাথায় মোট ১২ টি সেলাই লাগে।

এলাকার লোকজন দুপক্ষের সংঘর্ষ কোনরকমে থামিয়ে আহতদের প্রথমে বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা করে গুরুতর অবস্থায় দুজনকে জিবি হাসপাতাল রেফার করেন। এই রক্তক্ষয়ী ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ২৪৯ ▫ ২৯ জুন ২০২১ ইং ▫ ১৪ আষাঢ় ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

# সবার জন্য মহাকাশ

সবার জন্য মহাকাশ। দুনিয়াকে হাতের মুঠোয় আনা কিংবা মহাকাশে ভাসিয়া বেড়াইবার স্বপ্নও আর অবাস্তব রইল না বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের কাছে। এবার আর পাঁচজনের মতো বিশেষভাবে সক্ষমরাও মহাকাশে পাড়ি দিতে পারিবেন। এমনই সুযোগ করিয়া দিতেছে ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি। বিশ্বে প্রথম শারীরিকভাবে দুর্বল কোনও ব্যক্তিকে মহাকাশচারী হিসাবে অভিযানে পাঠানো হইবে। দুর্বল পা, শক্তিহীন হাত নিয়াই মহাকাশে যাইবেন বিশ্বের প্রথম বিশেষভাবে সক্ষম কোনও নভোশ্চর ।ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি প্রধান জোসেফ অ্যাসবাচারের কথায়, "বিশেষভাবে সক্ষম বা শারীরিকভাবে দুর্বল এমন অনেক ব্যক্তি মহাকাশে যাইতে ইচ্ছুক। তাঁহাদের সেই যোগ্যতাও রহিয়াছে। অনেকদিন ধরেই ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি বিশেষভাবে সক্ষম নভোশ্চরের খোঁজে ছিল। এরপর একটি শিবিরে প্রায় ২২ হাজার ইচ্ছুক বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তি মহাকাশ অভিযানে অংশ নেওয়ার জন্য আবেদনপত্র জমা দিয়াছিলেন। এর মধ্যে থেকে ২২ জন সদস্যকে বাছাই করিয়া নেওয়া হয়। প্রশিক্ষণের পর তাহাদের মধ্য থেকেই একজনকে পাঠানো হইবে মহাকাশে।" অনন্ত মহাকাশে একজন শারীরিকভাবে দুর্বল বা "দিব্যাঙ্গ" ব্যক্তিকে নভোশ্চর হিসাবে পাঠাইবার অভিযান যে ইতিহাস সৃষ্টি করিবে, তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। একইসঙ্গে সবচাইতে বেশি চ্যালেঞ্জেরও হইবে।

তবে অস্ট্রিয়ার নাগরিক জোসেফ সবচেয়ে খুশি এবার থেকে মহাকাশে যাওয়ার পথ সকলের জন্য খোলা হইতাছে বলিয়া। তিনি আরও বলিয়াছেন, "সুস্থ মানুষকে মহাকাশে পাঠানো অনেকবার হইয়াছে। কিন্তু বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিকে পাঠাইবার ঘটনা এই প্রথম ঘটিবে। শারীরিকভাবে দুর্বল ব্যক্তিকে নভশ্চর হিসাবে গড়িয়া তুলিয়া মহাকাশে পাঠাইবার অভিযানের প্রস্তুতি আমরা শীঘ্রই শুরু করিব। এটা যেমন আনন্দের তেমনই ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির জন্য গর্বিত। মহাকাশ যে সকলের জন্য সেটা এই সংস্থা প্রথম চিন্তাভাবনা করিয়াছে।"

মহাকাশ অভিযান সংক্রান্ত সমস্ত কর্মকাণ্ডে বিশ্বে চিরকালই গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়া থাকে ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি। তাহাদের আরিয়ান রকেট এক সময় বাণিজ্যিক স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের বাজারে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। এমনকী আমাজন কর্তা জেফ বেজোসের সংস্থা ব্লু অরিজিন ও এলন মাস্কের স্পেস এক্সের সঙ্গে জোর টক্কর দিত। অন্যদিকে, আগামী মাসেই নিজের রকেটে চাপিয়া মহাকাশে পাড়ি দেবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন বেজোস। জানা গিয়াছে, আগামী ২০ জুলাই তিনি 'নিউ শেপার্ড বুস্টার'-এর সাহায্যে মহাকাশে যাইবেন। বাণিজ্যিকভাবে মহাকাশ যাত্রাকে জনপ্রিয় করিবার লক্ষ্য নিয়াছেন এই ধনকুবের। শোনা যাইতেছে, কোটি কোটি টাকা খরচ করিলে মহাকাশে তাঁহার সফরসঙ্গীও হওয়া যাইবে।

তবে মহাকাশ অভিযান নিয়া ইএসএ-র সঙ্গে আমেরিকার যে জোর প্রতিযোগিতা চলিতেছে, তাহা অস্বীকার করেননি ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির প্রধান। আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার বাজেটের এক-তৃতীয়াংশ বাজেট ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির। সাত বিলিয়ন ইউরো বাজেট নিয়াও সংস্থাকে আরও উন্নত করিবার স্বপ্ন বুনিয়াছেন জোসেফ। আমাজন-কর্তা, টেক জায়েন্ট এলন মাস্কদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা প্রসঙ্গে জোসেফ বলিয়াছেন, "মহাকাশ গবেষণা ভীষণ দ্রুতগতিতে চলিতেছে। আমরা এখন নতুন কিছু না করিলে পিছাইয়া পড়িব।" সেই কারণেই হয়তো এবার শারীরিকভাবে দুর্বলদের মহাকাশে পাঠাইবার সিদ্ধান্ত নিয়া দুনিয়াকে চমকাইয়া দেওয়ার স্বপ্নে বুঁদ ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি।

# বিজেপি-র কার্যকারিণী সমিতির বৈঠকের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন নেতৃত্ব

কলকাতা, ২৮ জুন (হি. স.) : দলের কার্যকারিণী সমিতির বৈঠকের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন বিজেপি-র নেতৃত্ব। মঙ্গলবার দুপুর ১২টা নাগাদ বৈঠক শুরুর কথা।

বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্য নেতারা বসবেন হেস্টিংসে বিজেপি-র দফতরে। জেলার নেতারা থাকবেন ভার্চুয়াল মাধ্যমে। প্রথমেই বক্তৃতা করার কথা রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষেন। বৈঠকে শেষ হবে বিকেলে। শেষ বক্তা হওয়ার কথা সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডার। মাঝে বলার কথা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী থেকে রাজ্যের দায়িত্ব প্রাপ্ত কেন্দ্রীয় নেতা শিবপ্রকাশ-সহ রাজ্য নেতাদের।

সেই বৈঠকেই দলের নিয়ম অনুযায়ী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রস্তাব পেশ করা হবে ও দিনভর আলোচনার শেষে তা পাশ করানো হবে। অর্থনৈতিক প্রস্তাবে বাংলার শিল্প পরিস্থিতি, রাজ্যের মানুষকে অন্যত্র কাজ করতে যাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে মূলত রাজ্য সরকারের সমালোচনার কথা থাকবে বলেই জানা গিয়েছে। তবে এই প্রথম রাজ্য বিধানসভায় প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা পাওয়া বিজেপি জোর দিচ্ছে 'রাজনৈতিক প্রস্তাবে'।

স্বাধীনতার অব্যবহিত আগে ১৯৪৭ সালের ২০ জুন রাজ্য বিধানসভায় বাংলা ভাগের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। সেই দিনটিকে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' হিসেবে পালন করে থাকে বিজেপি। বিজেপি-র দাবি, ওই দিন মূলত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগেই হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের অন্তর্ভূক্ত রাখা সম্ভব হয়েছিল। ক'দিন আগেই 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' পালন করা রাজ্য বিজেপি এ বার সেই সময়ের পরিস্থিতিকে রাজনৈতিক বিষয় করতে চলেছে।

গেরুয়াশিবির সূত্রে খবর, খসড়া প্রস্তাবে এমনও বলা হয়েছে যে, দেশভাগের সময় হিন্দুদের উপরে যে ভাবে আক্রমণ হয়েছিল, তেমই চলছে এখনও। রাজ্যে ভোট পরবর্তী হিংসায় মৃত্যু হয়ছে কমপক্ষে ৪০ জন বিজেপি কর্মীরা। ঘরছাড়া ২০ হাজার। ইতিহাস বলছে, দেশভাগের পর একটা বড় সময় ধরে সঙ্ঘর্ষের পরিবেশ ছিল। এখন অল্প সময়ের মধ্যেই রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতিকে ছাপিয়ে যাচ্ছে প্রস্তাবে দাবি করতে চাইছে বিজেপি। সার্বিক ভাবে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির নিন্দা করা হলেও বিজেপি 'রাজনৈতিক প্রস্তাব'-এ বেশি গুরুত্ব দিতে চলেছে মহিলাদের উপরে অত্যাচারকে।প ধনকরের কাছেও দরবার করেছে বিজেপি মহিলা মোর্চা।

# ভ্যাকসিন সেন্টারে চালু সিক্রেট কোড

কলকাতা, ২৮ জুন (হি.স.) : করোনা আবহের মাঝেই কসবার ভুয়ো ভ্যাকসিন ক্যাম্প সকলের মধ্যেই তৈরি করে দিয়েছে আলোরন। যেখানে বর্তমানে করোনা আতঙ্কে ভুগছে শহর সেখানে খাস কলকাতার বুকে কলকাতা পুরসভার নাম করে জাল ভ্যাকসিন ক্যাম্প- এ হতবাক সকলে। আর এবার ভ্যাকসিন সেন্টারে চালু হল সিক্রেট কোড। এবার থেকে ভ্যাকসিন দেওয়ার ক্ষেত্রে নতুন সেন্টার চালু করতে গেলেই স্বাস্থ্য দফতরের কাছে সরাসরি আবেদন করতে হবে সোমবার এমনটাই জানালেন কলকাতা পুরসভার বর্তমান প্রশাসক মন্ডলীর চেয়ারম্যান ফিরহাদ হাকিম।এদিন ফিরহাদ হাকিম জানান, "এবার থেকে ভ্যাকসিন দেওয়ার ক্ষেত্রে নতুন সেন্টার চালু করতে গেলে স্বাস্থ্য দফতরের কাছে সরাসরি আবেদন করতে হবে। এই আবেদন পাওয়ার পরই রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে একটি সিক্রেট কোড জেনারেট করে দেওয়া হবে।

# তিনকন্যা

**অতনু বিশ্বাস**

অবশেষে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্ট বের করার ম্যাজিক ফরমুলা দুটো জানা গিয়েছে। আসলে যে-মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে পরীক্ষা হবে না, তখন থেকেই (বা তার আগে থেকেই) রেজাল্ট বের করাটাই তো বড় চ্যালেঞ্জ। সত্যি বলতে কী, বোর্ডের হাতে অপশনও খুব বেশি ছিল না। মাধ্যমিকের জন্য হাতে ছিল নবম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল আর দশম শ্রেণিতে প্রোজেক্টের দশ নম্বর। সমস্যা হচ্ছে, এসবই স্কুলের দেওয়া নম্বর, বোর্ডের পরীক্ষার মতো অজানা পরীক্ষকের অচেনা হাতে দেওয়া নম্বর নয়। কিন্তু করার তো কিছুই নেই। এ দুটো নম্বরকে কোনও না কোনও গুরুত্ব দিয়ে যোগ করতে হত। তাই করা হয়েছে, সহজ সমাধান -৫০০ গুরুত্বে এ দুটো নম্বরের সমাহার ঘটিয়ে মার্কশিট তৈরি করা হবে। কেন ৫০। ৫০। কেন অন্য কিছু নয়। —এসব প্রশ্নের বিশেষ অর্থ হয় না। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা যা ভাল মনে করেছেন, তাই করেছেন। অন্য অনুপাত নেওয়া হলেও প্রশ্ন উঠত। আবার নবম শ্রেণির নম্বর নেওয়া হলে, অষ্টম কিংবা সপ্তমের কেন নয়, সে প্রশ্নেও বিশেষ অর্থ নেই। অত পুরনো নম্বর পাওয়াও মুশকিল। তাছাড়া বিশেষজ্ঞদের বিচারবুদ্ধির উপর। আমাদের কিছু ভরসা তো রাখতেই হবে।

উচ্চমাধ্যমিকের জন্য হাতে ছিল তিনটে তাস। প্র্যাকটিক্যাল বিষয়গুলির ক্ষেত্রে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার ৩০ নম্বর, আর অন্য বিষয়ের জন্য প্রোজেক্টের ২০ নম্বর, যা স্কুলের দেওয়া। এই নম্বরগুলো পুরোধরা হবে। বাকি ৭০ বা ৮০ নম্বরকে ৪০:৬০ অনুপাতে ভাগ করা হবে মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষার সেরা চারটি বিষয়ের নম্বরের গড়ে, এবং একাদশের পরীক্ষার পাওয়া নম্বরের মধ্যে। একাদশের পরীক্ষা আবার বোর্ডের প্রশ্নে হলেও খাতা দেখার কথা সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষকদের। গত বছর মাঝপথে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সব বিষয়ের পরীক্ষা হতেও পারেনি, তাই গত বছরের উচ্চমাধ্যমিকের ফরমুলায় শূন্যস্থন পুরণ করতে হবে। এছাড়াও সব স্কুল সে সময়ে সেই নম্বর জমা দিয়েছিল কি না, সেটাও বিবেচ্য। কিছু স্কুল যদি তখন নম্বর জমা দেয়, আর কিছু জমা দেয় এখন, তা প্রশ্ন তোলার অবকাশ তৈরি করতে পারে।

যাই হোক,পরীক্ষা ছাড়াই রেজাল্ট বের হবে ২১ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর। এই নম্বর দেওয়ার ফরমুলাগুলোয় যে ভাল ছাত্রদের সঙ্গে মাঝারিদের পার্থক্য কমে যাবে---সেটা পরিষ্কার। এগারোতে স্কুলে ভর্তি এবং উচ্চমাধ্যমিকের পরে কলেজে ভর্তি কেমন হবে, তা নিয়েও নিশ্চয়ই চিন্তা থাকবে ছাত্রদের, তাদের অভিভাবকদের। এবং পরীক্ষা-না হওয়া ছাত্রদের পরবর্তী সময়ের গতিশীলতা নিশ্চয়ই অন্যান্য বছরের চেয়ে কিছু আলাদা হবে। এসবই কোভিড অতিমারীর অনিবার্য অথচ প্রবল ফলশ্রুতি। পরীক্ষা -না হওয়া এমনই তিন ছাত্রীর গল্প নিয়ে এই নিবন্ধ।

এক কন্যা- মেয়েটি আমার এক বন্ধুকন্যা। কলকাতার নামী ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে পড়েছে মাধ্যমিক পর্যন্ত। এগারোতে ইতিমধ্যেই ভর্তি হয়ে গিয়েছে এক নামী এবং দামি সিবিএসই স্কুলে। অনলাইনে ক্লাসও চলছে পুরোদস্তুর। ভাল ছাত্রী। মন দিয়ে পড়াশোনা করে ভালভাবেই তৈরি হয়েছিল মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য। পরীক্ষাটা হলে ওর রেজাল্ট যে বেশ ভাল হত, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মুশকিল হল, ক্লাস নাইনের পড়াটা অনেকেই অতটা গুরুত্ব দিয়ে পড়ে না। পরীক্ষাটাও অতটা গুরুত্ব দিয়ে পড়ে না। পরীক্ষাটাও অতটা ভাল দেওয়ার তাগিদ থাকে না। অনেক স্কুলও নাইনের বার্ষিক পরীক্ষার খাতা দেখে বেশ কৃপণতার সঙ্গে। একই কথা কিন্তু প্রযোজ্য একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষার নম্বরের ক্ষেত্রেও। এক্ষেত্রে মেয়েটির মা হিসাব করে দেখেছেন, এ বছরের ঘোষিত ফরমুলায় মাধ্যমিক মেয়েটির যা নম্বর হবে, পরীক্ষা হলে সে তার চেয়ে অনেক বেশি পেত হেসে-খেলে। অন্য ছাত্রদের সঙ্গে তুল্যমূল্য বিচারের বিষয়টা তো আছেই। অন্তত তিনি তাই মনে করেন। তাই তিনি বলে বসলেন, বোর্ড তো বলেইছে যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ছাত্ররা ইচ্ছে করলে পরীক্ষায় বসতে পারে---সে সময়ে তাঁর মেয়ে পরীক্ষাটা দিক। মেয়েটির বাবা তাঁর স্ত্রীকে বোঝান যে, পরিস্থিতি 'স্বাভাবিক' কখন হবে, সেটা একেবারেই অনিশ্চিত। আটমাস পরেও হতে পারে দু'বছর পরেও হতে পারে, হতে পারে, হতে পারে তারও পরে। সে সময়ে এই মাধ্যমিকের সিলেবাসের পড়া কি মনে থাকবে তাঁর মেয়ের? বা, তার কি আবার তা পড়তে ইচ্ছা করবে? আর সে সময়ে বেশি নম্বর পেলেও তা কোন কাজে লাগবে তাঁর মেয়ের? মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিকের নম্বরের প্রধান উপযোগিতা হল পরবর্তী স্কুলে-কলেজে ভর্তি। সেই ভর্তি। পরবর্তী পড়াশোনার কোনটা থেমে থাকবে ইত্যবসরে? এবং সেই সঙ্গে বোর্ড বলেই দিয়েছে, পরে পরীক্ষা দিলে সেই পরীক্ষায় যে নম্বর উঠবে। সেটাই চূড়ান্ত। তাই তখন এই ঝুঁকি নেবে কে? এবং কীসের জন্য নেবে? মেয়েটির মা তবুও বুঝতে চান না। তবে সে তো এখনকার মতো। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবই বুঝে যাবেন, এটুকু আশা করাই যায়। তবে এটা বোধহয় ঠিকই যে, এবারের ফরমুলায় অনেক ভাল ছাত্রের নম্বক কমেই যাবে। তা সে মাধ্যমিকে হোক বা উচ্চমাধ্যমিকে।

আর এক কন্যা- এই কন্যাটি থাকে সুন্দরবনের এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে। তার মা কলকাতায় আমার এক পরিচিতর বাড়িতে এক বৃদ্ধের দেখাশোনার কাজ করেন। মেয়েটির উচ্চমাধ্যমিক দেওয়ার কথা ছিল এ বছর। 'ছিল' বলছি, কারণ পরীক্ষা হলেও দেওয়া হত না মেয়েটির। এগারোর যে ক'টা পরীক্ষা হয়েছে দিয়েছিল সে। ঠিকঠাকই। তারপর থেকে তো স্কুল বন্ধ। না, ওদের অনলাইনে ক্লাসের কোনও ব্যাপার ছিল না। মাস্টারমশাইরা মোবাইলে যোগাযোগ করে পড়ায় কিছু সাহায্য করেছেন। আঠারো বছর পেরিয়েছে মেয়েটির। বাড়ির লোকেরা সামনেই বিয়ে ঠিক করেছে ওর। পরীক্ষা দেওয়ার আর কী দরকার? সাইকেল, কন্যাশ্রীর পর রূপশ্রীর টাকাও পাওয়া যাবে। কিন্তু ঘটনা হল, পরীক্ষা না হওয়ার ফলে মেয়েটি কিন্তু বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চমাধ্যমিক পাসও করে ফেলবে। খারাপ কিছু নয়। কেবল সেই সঙ্গে যদি ওর কলেজ ভর্তির ব্যবস্থাটাও হত কোনওভাবে। আপাতত তার কোনও সম্ভাবনা অবশ্য আমি দেখছি না। কলেজের জন্য কন্যাশ্রীর ব্যবস্থা থাকলেও।

তৃতীয় কন্যা- কলকাতার নামজাদা স্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিল এই কন্যা। একে আমি চিনি ওর খুব ছোটবেলা থেকেই। বাবা-মা সুচাকুরে, সচ্ছল পরিবার। অবশ্য কন্যাটির পড়াশোনার গতিপ্রকৃতি আশানুরূপ নয়। মোটামুটি পাস করতই, তবে খুব ভাল রেজাল্টের কথা সে বা তার পরিবারের কেউই ভাবেনি। মেয়েটি বা তার অভিভাবকরা একেবারেই চায়নি উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাটা হোক। তার মধ্যে অতিমারীর দুশ্চিন্তা আর রেজাল্টের দুশ্চিন্তার অনুপাত কী, সেটা অবশ্য বলা কঠিন। পরীক্ষা হওয়া উচিত কি না—সে নিয়ে ইমেলে যে মতামত চাওয়া হয় তাতে ওর অবিভাবকরা অবশ্যই ইমেল করেন। কী মতামত দেন, তা অনুমান করার খুব একটা প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। এবং করোনাহীন অন্য কোনও বছরে এই ইমেল মতামতের ব্যবস্থা থাকলে এদের মতামত অন্য কিছু হওয়ার সম্ভাবনা ছিল বলেও আমার ধারণা নয়। যাই হোক, পরীক্ষা বাতিল হওয়ায় সম্ভাবনা ছিল বলেও আমার ধারণা নয়। যাই হোক, পরীক্ষা বাতিল হওয়ায় মেয়েটি যে বেশ খুশি, সে নিয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। একটা চিন্তা অবশ্য ছিল ওর---প্রোজেক্ট বা অন্য কিছু করতে দেওয়া হয় কি না। যেদিন ঘোষণা হল নম্বরের ফরমুলা, শুনলাম মেয়েটি তার পরিবারের লোকেদের সঙ্গে রেস্তোরাঁয় গিয়েছিল সেলিব্রেটি করতে। ভাগ্যিস রেস্তোরাঁগুলিখুলে গিয়েছিল তার আগেই । পুনশ্চ ২১ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর নানাজনের কত গল্প রয়েছে। এই তিন ছাত্রী কিছুতেই ২১ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর সব গল্পের প্রতিভূ হতে পারে না। এটা তাই কেবলমাত্র তিনজনেরই গল্প আর কিছু নয়।

(সৌজন্যে-সংবাদ প্রতিদিন)

# 'ইন্টারভিউ' এক রাগী যুবকের আত্মকথা

**সুব্রত রায়**

কত বড় মিথ্যে, ফাঁকি, ভয়ো ব্যবস্থার মধ্যে আমাদের থাকতে হচ্ছে। আর সেটা আমাদের মেনে নিতে হচ্ছে। এর প্রতিবাদ করা উচিত। ওদের জানানো উচিত এটা মিথ্যে, ফাঁকি, অন্যায়।

নাটকীয়ভাবে এই সংলাপ বলতে বলতে পদ্মপুকুর রোডে মৃণাল সেনের বাড়ির ডাইনিং স্পেসের চেয়ার টেনে বসে পড়লেন। রঞ্জিত মল্লিক। তারপর মৃণালবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, মনে আছে মৃণালবাবু ডায়লগটা। মৃণাল সেনের বয়স তখন ৯৩। প্রায় চলৎশক্তিহীন। জরা ঘিরে ধরেছে তাঁকে। কিন্তু মখের হাসিতে ছুঁয়ে আছে যুবকের রসিকতা। প্রাণশক্তি। মুহূর্তে ফিরে যান ৪৩ বছর আগে। পৃথিবীর গভীর থেকে চকচক করে ওঠে দুটো চোখ। হাসতে হাসতে বলেন, 'ইন্টারভিউ' ছবিতে তোমার ডায়লগ ছিল ওটা। সেই ছবির এ বছর ৫০ বছর পূর্তি হল।

একটু অন্য প্রসঙ্গে আসা যাক। হাজার ১৯৮২ সালের কান চলচ্চিত্র উৎসবে মৃণাল সেনের সঙ্গে পরিয় হলো গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের। এর বছর ২৩ পরে হাভানায় ফের দেখা হয়। দু'জনের। সেখানে প্রচুর আড্ডা হয় তাঁদের মধ্যে। তৎকালীন আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, দেশ-বিদেশের ছবি, সাহিত্য থেকে কীভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয় এসব নিয়ে প্রচুর কতা হয় দু'বন্ধুর। মৃণাল সেনকে মার্কেজ তার এটিএম অফ দা পেট্রিয়ার্কি নিয়ে ছবি বানানোর প্রস্তাব করেছিলেন, বলা যায় অনুরোধই করেছিলেন। কিন্তু মৃণাল সেন তাঁর অপরাগতার কথা সরাসরি মার্কেজকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। মৃণাল সেন মার্কেজকে বলে দিলেন ওই গল্পের সমাজ, চরিত্র শুধু নয়, গল্পের মেজাজটাও এত বেশি ল্যাটিন আমেরিকান যে তার আদল বদলে ভারতীয় প্রেক্ষাপট নিয়ে আসা দুরূহ কাজ। আমরাও জানলাম মৃণাল সেন ঠিক কোন জায়গায় চলচ্চিত্র নির্মাতা। অনেক সময় ভাঙ্গনটায় বড় হয়ে ওঠে। তার মধ্যে যদি কিছু অসাম্য থাকে, কিছু অসংগতি থাকে তবুও। একদা নজরুলের অপরিকল্পিত বিদ্রোহ, শব্দ নিয়ে যথেচ্ছাচার, যার মূল খুব গভীরে প্রসারিত নয়, আমাদের যার মূল খুব গভীরে প্রসারিত নয় আমাদের কাব্যে আড়ষ্ঠতার মায়াবী সম্মোহন ছিন্ন

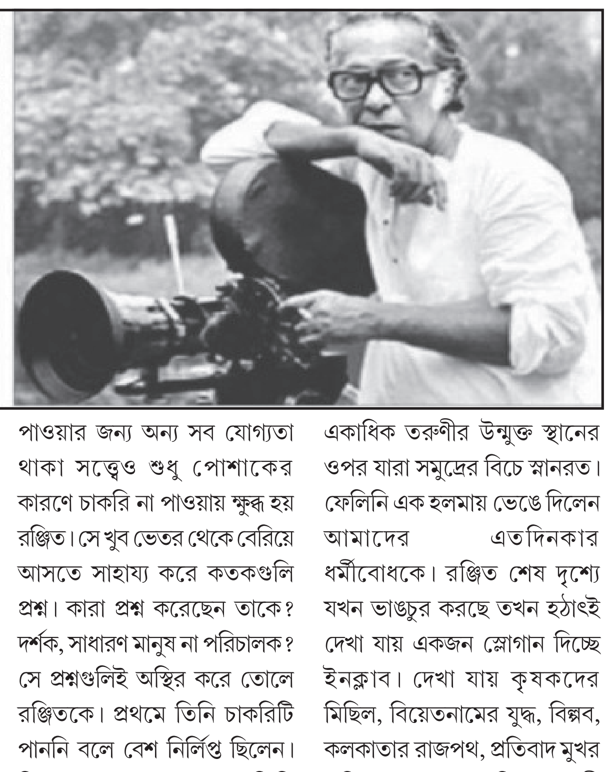

করে দিল। এরকমই সত্তর দশকের শুরুতে মনে হয়েছিল আমাদের মৃণাল সেন প্রসঙ্গে। মনে পড়ে আমাদের মনে হয়েছিল যেন বাংলা চলচ্চিত্রের চলমান ও আপাত নির্দিষ্ট পরিকাঠামোয় প্রথম স্মরণীয় প্রতিকুল আচার। তখন আমাদের মানচিত্রের আগুন আর রং। আমাদের গীতবিতান তছনছ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের ঘুম, আমাদের জাগরণ, আমাদের সমাধিফলক ঘিরে তৈরি হচ্ছে নতুন নতুন গেরিলা সমাবেশ। এইরকম এক ঝড়ের রাতে অভিসারে আমরা দেখলাম মৃণাল সেনের কর্কশ তর্জনী। আমরা জানলাম ওই পুতুল, ব্যর্থ বন্ধা, জননাঙ্গ বিরহিত। রাজনীতি আমাদের বলে দিচ্ছিল, সিনেমা আমাদের জানালো নব্য উপনিবেশবাদ আপাত সজ্জিত কিন্তু অন্তরে নপুংসক। আমার মনে হয় এই ছবির পরতে পরতে যে পরিহাস মদিরতা অস্থির দামিনী তা জুলুক গদ্দারের সবচেয়ে অন্তর্যামী শিষ্যের মতোই মৃণাল ব্যবহার করেছেন।

মৃণাল সেন তাঁর কলকাতা ট্রিলজি অর্থা? 'ইন্টারভিও', 'কলকাতা ৭১' এবং 'পদাতিক' নির্মাণ করেন সত্তরের দশকে। তিনটি ছবিতেই তিনি কলকাতার সে অস্থির সময়কে ধরতে চেয়েছেন, মৃণাল? তিনি কি কলকাতার রাজনৈতিক মনস্তত্ত্ব প্রবেশ করতে চাইলেন? নাকি সেকালের তারুণ্যের চোখ দিয়ে কলকাতা রাজনৈতিক পরিস্থিতি তুলে ধরতে চাইলেন? কিন্তু ইন্টারভিউ ছবিতেও তো আমরা পথের পাঁচালীর সর্বজয়া, অপু ও দুর্গাকে পেলাম। পেলাম রঞ্জিত, তার মা ও বোনকে। যদিও মৃণালের কথা অনুযায়ী কলোনিয়াল লিগাসি থেকেই গিয়েছে। এবং সেটা কেবল পোশাকের স্তরে নয়, সর্বস্তরে কাজ করছে। আর সেটা দেখাতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত একটা কোলাজের মতো করে নানা ধরনের মন্তব্য, একটা ক্ষীণ গল্পের বাইরে গিয়ে ফের দরকার মতো গভীরে একটা গল্প বলারও চেষ্টা, মন্তব্য,গভীর বক্তব্য রেখেছেন।

ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকারকে ঘিরেই এগিয়েছে ছবিটি। আমাদের ঔপনিবেশিক মানসিকতা পুষে রাখার যে প্রবণতা চার তীব্র সমালোচনা ছবিটিতে। সাহেবি পোশাক সুট জোগাড় করতে পারেনি বলে চাকরি হয়নি রঞ্জিত মল্লিকের। ছবিতে একটা স্যুট জোগাড়ের জন্য অর্ধেক কলকাতা চষে ফেলেন রঞ্জিত। একটা প্রেসে কাজ করেন তিনি কিন্তু আরেকটু ভালো থাকার আশায় প্রাণপণে তিনি সুট জোগাড় করার চেষ্টা করেন। চাকরিপ্রার্থী ও চাকরিদাতা উভয়ের মগজ এই সদ্যবিদায় নেওয়া ব্রিটিশ প্রভুদের আত্ম ভর করে আছে যে, তাই চাকরি পাওয়ার জন্য অন্য সব যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও শুধু পোশাকের কারণে চাকরি না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ হয় রঞ্জিত। সে খুব ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করে কতকগুলি প্রশ্ন। কারা প্রশ্ন করেছেন তাকে? দর্শক, সাধারণ মানুষ না পরিচালক? সে প্রশ্নগুলিই অস্থির করে তোলে রঞ্জিতকে। প্রথমে তিনি চাকরিটি পাননি বলে বেশ নির্লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু ভেতরে ভেতরে যে তিনি আফসোস আর ক্ষোভের আগুনে পড়ছিলেন সেটা বেরিয়ে আসে ওই সব প্রশ্ন বা উস্কানিতেই। তাই কাঁচঘেরা স্যুট-টাই টুপি পরা এক ম্যানিকিনি বা পুতুলের ওফর হামলা করেন রঞ্জিত। ভেঙে চুরমানর করেন, কাচ, টেনে ছিরে ফেলেন পুতুলের গায়ের জামাকাপড়। তার আগে সে পুতুলের জায়গায় নিজেকে কল্পনা করে স্যুট-টাইয়ে। পরে পুতুলকে নগ্ন করার মধ্য দিয়ে রঞ্জিত নিজের ভেতরের সাহেব প্রভুর প্রতি যে অবনত ভাব, সেটাকে দূর করে ঔপনিবেশিক মানসিকতার অবসান ঘটাতে চায়। ছবির সুর দৃশ্যগুলিতে আমরাদেখি কলকাতার রাস্তা থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে ব্রিটিশরাজেরক বড়লাটের মূর্তি। গলায় দড়ি বেঁধে নামানো হয় বড়লাটকে। মনে পড়ে যায় ফেলিনির লা চলছে ভিতা ছবির প্রথম দিকের একটি দৃশ্য। যেখানে হেলিকপ্টারে করে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে প্রভু যিশুকে এবং তারা ছায়া পড়ছে একাধিক তরুণীর উন্মুক্ত স্থানের ওপর যারা সমুদ্রের বিচে স্নানরত। ফেলিনি এক হলমায় ভেঙে দিলেন আমাদের এতদিনকার ধর্মীবোধকে। রঞ্জিত শেষ দৃশ্যে যখন ভাঙচুর করছে তখন হঠাৎই দেখা যায় একজন স্লোগান দিচ্ছে ইনক্লাব। দেখা যায় কৃষকদের মিছিল, বিয়েতনামের যুদ্ধ, বিপ্লব, কলকাতার রাজপথ, প্রতিবাদ মুখর শ্রমিক কৃষক জনতার ভিড় মারমুখী তাঁরা রঞ্জিতের মতোই । তারাও প্রচলিত সবকিছুকে ভেঙে ফেলতে চান। সমাজের মানে গেড়ে বসা ঔপনিবেশিকত প্রতিমাকে খান খান করে দিতে চান রঞ্জিত। কিন্তু রঞ্জিত দ্বিধাদ্বন্দ্বময় মাঝারি বুর্জোয়া চরিত্র। ছবির শুরুতেই তিনি মাকে বলছেন, নতুন চাকরিতে অনেক বেশি বেতন পাবেন। মানে বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন দেখেন রঞ্জিত। প্রেমিকাকে বিয়ে করে আর দশটা বড়লোক যেমন ঠিক, তেমনই হওয়ার ইচ্ছে তারও আছে। ইন্টারভিউর দিন সকালে এসে গুন গুন করে গান গায় আমার সোনার হরিণ চাই। সেই রঞ্জিতের ভেতরকার প্রতিবাদী মানুষটিকে টেনে হিঁচড়ে বের করে আনা হয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে উপনিবেশিক শৃশংখলের বিরুদ্ধে বিপ্লবের মন্ত্রযেন বুক থেকে টেনে মুখে, তারপর ক্রোধে পরিণত করা হয়। সেই ক্রোধ শামিল হয় বিশ্বের আরও সংগ্রামী মানুষের সাথে।

কে এই রঞ্জিত? যিনি বা যারা নিজেকে অসহায় বোধ করে উপভোগ করেন বিদেশি পুঁজির আঘাতে নিদারুণ। কিন্তু বিদেশি কোম্পানির মোটা মাইনের চাকরি পেতে চান। কিন্তু কোম্পানির ঔপনিবেশিক মানসিকতার কারণেই তিনি বঞ্চিত হন। এটা তো উৎপীড়নই। উৎপীড়িত হলে এই মাঝারি বুর্জোয়ারা বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী আন্দোলনকে সমর্থন করেন। এই মাঝারি বুজেতায়া আবার বিপ্লবের শত্রু হয়ে উঠতে পারে, নিজেদের সুযোগ সুবিধা পেলে। শত্রু হওয়া মানে অসহযোগিতা করা নিজেদের অর্থনৈতিক নিশ্চয় থাকে যে কোনও মূল্যে রক্ষা করা। আর সেটা করতে গেলে অবধারিতভাবেই বিরোধিতা করতে হবে তাদের , যারা এই উপনিবেশিক শাসনের পুরোপুরি অবসান চায়। সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে রঞ্জিত বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন বটে, কিন্তু একটা পর্যায়ে রঞ্জিত বার বারই নিজেকে কল্পনা করছিলেন সাহেবি পোশাকে। তখন কিন্তু তার দোদুল্যমানতায় ফুটে ওঠে, যা মাঝারি বুর্জোয়া শ্রেণি চরিত্র। আমরা দেখি বিদ্রোহের সময় মৃণাল সেন বিস্ফোরণের দৃশ্য দেখালেন, ঠিক যেন সেই মিকেলাঞ্জোলো আন্তোনিওনির পয়েন্টের শেষ দৃশ্য, যেকানে বুর্জোয়া স্থাপত্য বিস্ফোরণের মাধ্যমে উড়িয়ে দেওয়া হয়, সেরকমই এক মূর্তি ভাঙার দৃশ্য আমার রচিত হতে দেখি ইন্টারভিউতে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বিভিন্ন দাবীতে এসইউসিআই এর উদ্যোগে সোমবার আগরতলায় ধরণা আন্দোলন সংগঠিত করা হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

# উত্তেজনা তৈরী করতেই মমতা এই ধরনের মন্তব্য করেছেন, অভিযোগ ক্ষুব্ধ রাজ্যপালের

কলকাতা, ২৮ জুন (হি. স.) : "উত্তেজনা তৈরী করতেই এই ধরনের মন্তব্য করা হয়েছে।" সোমবার সন্ধ্যায় রাজভবনে সাংবাদিক বৈঠকে এই মন্তব্য করলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর।

এদিন নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "রাজ্যপাল এক জন আদ্যোপান্ত দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষ। হাওড়ার জৈন হাওয়ালা-কাণ্ডের চার্জশিটেও ওঁর নাম ছিল।" এই মন্তব্যের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তোপ দাগলেন রাজ্যপাল ।সোমবার নবান্ন-র সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেন, "উনি নিজে বড় দুর্নীতিগ্রস্ত। হাওয়ালা জৈন কাণ্ডের চার্জশিটে কার নাম উল্লেখ ছিল?" সাংবাদিক সম্মেলনে রাজভবনে রাজ্যপাল বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী ভুল তথ্য দিচ্ছেন। এখনও জৈন হাওয়ালা-কাণ্ডে কেউ দোষী সাব্যস্ত হননি। হাওয়ালা চার্জশিটে আমার নাম ছিল না। আমার বিরুদ্ধে কোনও তথ্য প্রমাণ নেই। মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে এই ধরনের মন্তব্য করা উচিত নয়। মুখ্যমন্ত্রী যা মন্তব্য করেছেন তার কোনও সত্যতা নেই।"

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, "উনি কত বড় দুর্নীতিগ্রস্ত, তা দেখা হোক আগে। ওঁরই তদন্ত প্রয়োজন আগে। আমি এমন রাজ্যপাল দেখিনি আগে কখনও।" অভিযোগের পাল্টা জবাব দিতে রাজ্যপাল এ দিন বলেন, "হাওয়ালা-কাণ্ডের চার্জশিটে অজিত পাঁজা, যশবন্ত সিনহাদের মত নেতাদের নাম ছিল। পরে তাঁরা অভিযোগ থেকে মুক্ত হন।" এমনকি সাংবাদিকদের উদ্দেশে ধনকর বলেন, "আপনারা তো কোনও প্রশ্ন করলেন না। আপনারা তো জানেন, জৈন হাওয়ালা-কাণ্ডে চার্জশিটে কাদের নাম ছিল।"

ধনকর অভিযোগ করেন, করোনা অতিমারি নিয়ে ২ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। সেই দুর্নীতির বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী চুপ কেন, তদন্তের রিপোর্ট কেন সামনে আসছে না, প্রশ্ন তাঁর। সব জেনেও তৎকালীন মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় কেন চুপ করে ছিলেন, কেন প্রশ্ন তোলেননি, সেই অভিযোগও করেছেন রাজ্যপাল।

উত্তরবঙ্গ সফর থেকে ফিরে উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি নিয়েও এদিন রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করেন রাজ্যপাল। তিনি জানান, উত্তরবঙ্গে যে পরিস্থিতি দেখে এসেছেন তা কল্পনাও করা যায় না। রাজনৈতিক সন্ত্রাস চলছে সেখানে। গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছে। গণতন্ত্রে সন্ত্রাসের কোনও জায়গা নেই। জিটিএ-র বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগও তুলেছেন ধনখড়। জিটিএ-র অডিট ক্যাগ-কে দিয়ে করানোর দাবি জানিয়েছেন তিনি।

# বিধানসভায় উপস্থিত থেকেও সর্বদল বৈঠকে যোগ দিলেন না বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী

কলকাতা, ২৮ জুন (হি.স.) : নতুন সরকার গঠনের পর রাজ্য বিধানসভার প্রথম অধিবেশনের আগে সোমবার সর্বদল বৈঠকের ডাক দিয়েছেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। বিরোধী বলতে শুধুই ৭৫ জন বিজেপি বিধায়ক এবং এক আইএসএফ বিধায়ক। বিজেপি বিধায়করা সকলেই সর্বদল বৈঠকে অংশ নিয়েছেন। কিন্তু তাতপর্যপূর্ণভাবে বিধানসভায় উপস্থিত থাকলেও সর্বদল বৈঠক এড়ালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আর তা নিয়েই নতুন করে উসকে উঠছে একাধিক জল্পনা।

সোমবারের সর্বদল বৈঠকে শুভেন্দুর উপস্থিতি নিয়ে আগেই জলঘোলা হচ্ছিল। তিনি অংশ নিতে নাও পারেন, এমন গুঞ্জন উঠেছিল। তবে সোমবার সকালে দেখা গেল, বিধানসভায় এসেছেন শুভেন্দু অধিকারী। সর্বদলের আগে বিজেপি পরিষদীয় দল তাঁর নেতৃত্বেই নিজেদের মধ্যে আলোচনায় বসে। সূত্রের খবর, আসন্ন অধিবেশনে ভুয়ো ভ্যাকসিন কাণ্ড নিয়ে বিজেপি সরব হবে রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে, তেমনই স্ট্র্যাটেজি ঠিক করা হয়েছে। বিধানসভায় হাজির রয়েছেন মনোজ টিগ্গা, সুদীপ মুখোপাধ্যায়-সহ একাধিক বিধায়ক।

কিন্তু পরিষদীয় দলের বৈঠকের পর আর দেখা যায়নি শুভেন্দুকে। তিনি সর্বদল বৈঠকেও থাকছেন না। সর্বদলের পর অধিবেশনের চূড়ান্ত কার্যপদ্ধতি স্থির করতে এদিন দ্বিতীয়ার্ধে যে বিএ কমিটির বৈঠক রয়েছে, তাতেও থাকবেন না বিরোধী দলনেতা।

প্রসঙ্গত, রাজ্য বিধানসভার অধিবেশন শুরু হচ্ছে আগামী ২ জুলাই। ওইদিন রাজ্যপালের ভাষণ দিয়ে শুরু হচ্ছে অধিবেশন। পরের দু দিন ৩ এবং ৪ জুলাই ছুটি। ৫ ও ৬ তারিখ রাজ্যপালের ভাষণের উপর বিতর্ক। ৭ তারিখ বাজেট পেশ। অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র অসুস্থ থাকায় বাজেট পেশ করবেন পরিষদীয় মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। ৮ ও ৯ তারিখ বাজেট নিয়ে আলোচনা চলবে। আপাতত এই কর্মসূচিই স্থির রয়েছে বলে বিধানসভা সূত্রে খবর।

# অনাস্থা ভোটে পরাজয়, ইস্তফা দিলেন সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী স্টিফেন লোফভেন

স্টকহোম, ২৮ জুন (হি.স.): অনাস্থা ভোটে আগেই পরাজিত হয়েছেন, এবার সুইডেনের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন স্টিফেন লোফভেন। উত্তর ইউরোপের দেশ সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী স্টিফেন লোফভেন কিছু দিন আগেই অনাস্থা ভোটে হেরে ক্ষমতাচ্যুত হন। সুইডেনের ইতিহাসে তিনিই প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি এমপিদের ভোটে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন। গত সপ্তাহে (২১ জুন) অনাস্থা ভোটে হেরে যান সোশ্যাল ডেমোক্রেট নেতা স্টিফেন লোফভেন, সোমবার পার্লামেন্টের স্পিকার আন্দ্রেয়াস নরলেনের কাছে ইস্তফাপত্র দিয়েছেন তিনি। তাৎক্ষণিকভাবে ডাকা সাংবাদিক সম্মেলনে লোফভেন বলেছেন, 'আমাকে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে বরখাস্ত করার অনুরোধ করছি। এখনও পর্যন্ত নেওয়া আমার সবথেকে কঠিন সিদ্ধান্ত।' নতুন করে নির্বাচন এড়ানো সম্ভব হবে বলে আশাপ্রকাশ করে লোফভেন এদিন আরও জানিয়েছেন, 'নির্বাচনের প্রায় এক বছর বাকি এবং মহামারী পরিস্থিতিতে সুইডেনের জন্য নির্বাচন ঠিক হবে না।'

সাতদিনের উত্তরবঙ্গ সফর শেষে জিটিএ-তে দুর্নীতির অভিযোগে সরব হলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর।

২০১৭ সালে পাহাড়ের তৎকালীন প্রতাপশালী নেতা মোর্চার বিমল গুরুংয়ের আবেদন মেনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিটিএ তৈরির অনুমোদন করেন। মূলত পাহাড়বাসীর উন্নয়নের লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত। জিটিএ-তে কে কোন দায়িত্ব পালন করবেন, তাও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শক্রমেই ঠিক হয়। এটি একটি স্বশাসিত সংস্থা।

# ডিমা হাসাওয়ের সন্তোষ হোজাই অপহরণ ও হত্যা মামলার চার্জশিট শীঘ্রই গুয়াহাটি উচ্চ আদালতে দাখিল করবে সিআইডি, সূত্রের খবর

হাফলং (অসম), ২৮ জুন (হি.স.) : ডিমা হাসাওয়ের ঠিকাদার সন্তোষ হোজাই অপহরণ ও হত্যা মামলার তদন্তের কাজ গুটিয়ে এনেছে সিআইডি। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই এই অপহরণ ও হত্যা মামলার চার্জশিট গুয়াহাটি উচ্চ আদালতে দাখিল করার কথা সিআইডির।

গুয়াহাটি উচ্চ আদালতের আইনজীবী দেসরিংডাও থাওসেন জানিয়েছেন, সন্তোষ হোজাই অপহরণ ও হত্যা মামলার তদন্তের কাজ শেষ করে ফেলেছে সিআইডি। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে সিআইডি এ সংক্রান্ত চার্জশিট দাখিল করবে। ইতিমধ্যে এই মামলায় সিআইডি কয়েকজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। এছাড়া সন্তোষ হোজাই অপহরণ ও হত্যা মামলার ঘটনায় সন্দেহজনক বেশ কয়েকজন অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়েছে সিআইডি, জানিয়েছেন আইনজীবী দেসরিংডাও থাওসেন।

উল্লেখ্য, ২০২০ সালের ২৪ জুলাই যখন সমগ্র দেশে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের জন্য লকডাউন ছিল, সে দিন সন্ধ্যায় ঠিকাদার সন্তোষ হোজাইকে হারাঙ্গাজাওয়ের বাড়ি থেকে পাঁচ জনের এক দুষ্কৃতকারীর দল অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার ছয় দিন পর ৩০ এপ্রিল লাংটিং থানার অন্তর্গত লাইলিং ফরেস্ট রিজার্ভে মাটির নীচে পুঁতে রাখা অবস্থায় উদ্ধার করেছিল পুলিশ।

এদিকে গত বছর ২৪ এপ্রিল অপহরণের ঘটনা সংগঠিত হওয়ার পরের দিন ২৫ এপ্রিল সন্তোষ হোজাইয়ের স্ত্রী জয়ন্তা হোজাই হারাঙ্গাজাও থানায় অপহরণ সংক্রান্ত এজাহার জমা দিতে গেলে হারাঙ্গাজাও থানার তৎকালীন ওসি অংশু রাজকুমার এজাহার নিতে চাননি। যার দরুন পরবর্তীতে কর্তব্যে গাফিলতির দায়ে অংশু রাজকুমারকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। তার মধ্যে সন্তোষ হোজাইয়ের অপহরণের পর পুলিশের কাছ থেকে কোনও সাহায্য না পেয়ে জয়ন্তা হোজাই ২৮ এপ্রিল গৌহাটি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। এর পর ২০২০ সালের জুন মাসে ওই মামলার তদন্তে এসআইটি গঠন করতে রাজ্যের পুলিশপ্রধানকে নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। পরবর্তীতে তদন্তের ঢিলেমি দেখে গৌহাটি হাইকোর্ট এই অপহরণ ও হত্যা মামলা সিআইডিকে দিয়ে করানোর নির্দেশ দিয়েছিল। ওই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে সিআইডি তদন্তে নেমে সন্তোষ হোজাইর অপহরণ ও হত্যার সঙ্গে জড়িত অভিযোগে পুলিশের চার কনস্টেবলকে গ্রেফতার করে।

এদিকে গত বছরের এই অপহরন হত্যা মামলায় ডিমা হাসাও জেলার তৎকালীন ডিএসপি সূর্যকান্ত মরানের নাম জড়িয়ে পড়েছিল। তার পরই ডিএসপি সূর্যকান্ত মরান ও তৎকালীন পুলিশ সুপার বীরবিক্রম গগৈকে তাৎক্ষণিক ভাবে ডিমা হাসাও জেলা থেকে অন্যত্র বদলি করা হয়। এক বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে, সন্তোষ হোজাই অপহরণ ও হত্যা মামলার যে চার্জশিট সিআইডি তৈরি করেছে এতে এই দুই পুলিশ অফিসারের নাম রয়েছে।

# এসপিও, তাঁর স্ত্রী ও মেয়ে হত্যায় জড়িত জইশ জঙ্গি সংগঠন : আইজিপি কাশ্মীর

শ্রীনগর, ২৮ জুন (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার অবন্তীপোরার হরিপরিগাম গ্রামে জঙ্গিদের গুলিতে পুলিশ অফিসার, তাঁর স্ত্রী ও মেয়ের মৃত্যুতে দুঃখপ্রকাশ করলেন কাশ্মীরের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (আইজিপি) বিজয় কুমার।

কাশ্মীরের আইজিপি জানিয়েছেন, এই হামলার নেপথ্যে সম্ভবত জৈইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গিদের হাত রয়েছে। একইসঙ্গে সন্ত্রাসীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বিজয় কুমার বলেছেন, 'সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করে শীঘ্রই নিকেশ করা হবে।'

রবিবার রাত ১০.৩০ থেকে এগারোটার মধ্যে অবন্তীপোরার হরিপরিগাম গ্রামে স্পেশাল পুলিশ অফিসার ফায়াজ আহমেদের বাড়িতে ঢুকে এলোপাথারি গুলি চালাতে শুরু করে জঙ্গিরা। স্ত্রী ও মেয়ে বাঁচাতে এলে তাঁদেরও জঙ্গিরা গুলি করে। সেই গুলিতেই গুরুতর জখম হন ফায়াজ, তাঁর স্ত্রী রাজা বেগম ও মেয়ে রাফিয়া।

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত্যু হয় ফায়াজ এবং তাঁর স্ত্রীর। তাঁদের মেয়ে রাফিয়াও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন। সোমবার ফায়াজ আহমেদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন আইজিপি কাশ্মীর বিজয় কুমার। সন্ত্রাসীদের শীঘ্রই নিকেশ করা হবে বলেও আশ্বস্ত করেছেন আইজিপি। আইজিপি কাশ্মীর বিজয় কুমার এদিন জানিয়েছেন, 'সন্ত্রাস-দমন অভিযানে সর্বদা কাজ করে চলেছে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ। রবিবার রাতে, সম্ভবত দু'জন বিদেশী জঙ্গি আমাদের এসপিও-কে লক্ষ্য করে গুলি চালায়, তাঁর স্ত্রী ও মেয়ে বাঁচাতে এলে তাঁদেরও জঙ্গিরা গুলি করে। তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত্যু হয়। আমরা ব্যথিত। সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করে শীঘ্রই নিকেশ করা হবে। ওই এলাকায় জৈইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গিদের গতিবিধি রয়েছে, এই হামলার নেপথ্যে সম্ভবত জৈইশ জঙ্গিদের হাত রয়েছে।'

# অসমে এখনও হানা দেয়নি করোনার তৃতীয় ঢেউ, স্পষ্ট করলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত

নগাঁও (অসম), ২৮ জুন (হি.স.) : অসমে এখনও করোনা ভাইরাসের তৃতীয় ঢেউ হানা দেয়নি। আজ সোমবার এখানে সংবাদিকদের কাছে স্পষ্ট করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত। সঙ্গে তিনি বলেন, রাজ্যের সব জেলা সদরে স্থাপন করা হবে আরটি-পিসিআর টেস্টের লেবরেটরি। তবে নগাঁও এবং ধুবড়ি জেলায় আগামী সপ্তাহখানেক পর আরটি-পিসিআর টেস্টের লেবরেটরিতে কোভিড পরীক্ষা শুরু হয়ে যাবে।

আজ সোমবার নগাঁও জেলাশাসকের সভাকক্ষে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের সর্বশেষ কোভিড পরিস্থিতির তথ্য তুলে ধরছিলেন মন্ত্রী। সাম্প্রতিককালে রাজ্যের একাংশ সংবাদ মাধ্যমে সম্প্রচারিত হচ্ছিল, অসমে করোনার তৃতীয় ঢেউ আছড়ে পড়েছে, এ সম্পর্কে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চাইলে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, অসমে এখন পর্যন্ত কোভিডের তৃতীয় ঢেউ-এর কোনও তথ্য ধরা পড়েনি। তাই এ ব্যাপারে রাজ্যবাসীকে শংকিত না হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত। তিনি বলেন, কোভিডের প্রথম ঢেউয়ে অসমে ৮ শতাংশ শিশুর শরীরে সংক্রমণ ধরা পড়েছিল। দ্বিতীয় ঢেউয়ে ১২ শতাংশ শিশু আক্রান্ত হয়েছে। নগাঁওও এই পরিসংখ্যানে পড়ে। এই জেলায়ও একই ভাবে শিশু আক্রান্ত হচ্ছে। তাই তৃতীয় ঢেউয়ের খবর সত্য নয়, কাল্পনিক, দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

উল্লেখ্য, আজ বেলা ১১টায় নগাঁওয়ে এসে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত প্রথমে মহখুলিতে নির্মীয়মাণ নগাঁও মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যে ৬৮ শতাংশ কাজা সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই নগাঁও মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পঠন-পাঠন শুরু হয়ে যাবে, ঘোষণা করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহন্ত। সেখান থেকে নগাঁওয়ের জেলাশাসকের কার্যালয়ে জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, যুগ্ম স্বাস্থ্য অধিকর্তা এবং জেলা প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে এক বৈঠকে মিলিত হন স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

# "জিটিএ নিয়ে গুরুতর অভিযোগের জবাব দিন", মুখ্যমন্ত্রী মমতাকে নিশানা জয়প্রকাশের

কলকাতা, ২৮ জুন (হি.স.) : জিটিএ নিয়ে গুরুতর অভিযোগের জবাব দিন" ।সোমবার এভাবেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাল্টা নিশানা ক্রলেন বিজেপি নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার। এদিন নবান্ন থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে "জিটিএ নিয়ে তদন্তের আগে আগে রাজ্যপালের সফরের তদন্ত হওয়া উচিত" এমনটাই মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এরপরেই সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে পাল্টা আক্রমন করেন জয়প্রকাশ মজুমদার ।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তোপ দাগিয়ে জয়প্রকাশ মজুমদার আরও বলেন, " জিটিএ নিয়ে যে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে, তার জবাব দিন। দুর্নীতি হলে কারা জড়িত, তার কেন তদন্ত হচ্ছে না। রাজ্যপালের সফরের খরচ তদন্তসাপেক্ষ হলে, জিটিএ-তেও দুর্নীতি হয়েছে। জৈন হাওয়ালা মামলায় কী আছে, জিটিএ-র অভিযোগের তার কি উত্তর। জৈন হাওয়ালা মামলায় নাম জড়িয়ে একটা অন্যায়কে আড়াল করা যায় না। রাজ্যপাল যে অভিযোগ করেছেন তা রাজ্যবাসীর অভিযোগ। রাজ্যপাল দুর্নীতিগ্রস্ত কিনা তার জবাব রাজ্যপাল দেবেন"।

উল্লেখ্য, এ দিন নবান্নে থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "রাজ্যপাল এখন কেনও উত্তরবঙ্গে গেলেন। আমি এরকম রাজ্যপাল আগে কখনও দেখিনি। রাজ্যপালের অপসারণ চেয়ে ৩টি চিঠি লিখেছি। জিটিএ নিয়ে তদন্তের আগে আগে রাজ্যপালের সফরের তদন্ত হওয়া উচিত। কাদের নিয়ে গেছে, কত টাকা খরচ হয়েছে, সব তদন্ত হওয়া উচিত। দার্জিলিঙের উপর এত রাগ কেন। যা ইচ্ছে তাই করবেন মেনে নেব না"।

# ভুয়ো জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মুখ্যসচিব পরিচয়ে প্রতারণার অভিযোগ

কলকাতা, ২৮ জুন (হি.স.) : সম্প্রতি পুরসভার যুগ্ম কমিশনারের পরিচয়ে ভুয়ো ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প চালানোর অভিযোগ ওঠে কসবার এক যুবকের বিরুদ্ধে। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই এবার ভুয়ো জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের মুখ্যসচিব পরিচয়ে প্রতারণার অভিযোগ।

কসবার পর এবার গড়িয়া মানবাধিকার কমিশনের সচিব পরিচয়ে প্রতারণার অভিযোগ উঠল। সোমবার ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ করোনা হানায় নাস্তানাবুদ শহরবাসী। প্রতিনিয়ত শহর জুড়ে বাড়ছে আতঙ্ক। সেই আতঙ্কের মাঝেই এবার খাস কলকাতার গড়িয়ায় মানবাধিকার কমিশনের সচিব পরিচয়ে প্রতারণার অভিযোগ উঠল। অভিযোগ উঠেছে, গড়িয়ার বাসিন্দা বাপ্পাদিত্য সাহা নদিয়ার রানাঘাটের বাসিন্দা সৌভিক দেবনাথে থেকে ধাপে ধাপে ২ লক্ষ ৯ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। সন্দেহ হওয়ায় রবিবার গড়িয়ায় ওই ব্যক্তির কাছে টাকা চাইতে এলে বাপ্পাদিত্য ও তাঁর স্ত্রী সৌভিক দেবনাথের উপর চড়াও হয় বলে অভিযোগ। অভিযোগ বাপ্পাদিত্য নিজেকে মানবাধিকার কমিশনের সচিব বলে পরিচয় দেন এমনকি প্রতিশ্রুতি দেয় বিবাহ বিচ্ছেদ করিয়ে দেওয়ার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসব কিছু না হওয়ায় সন্দেহ হওয়াতে টাকা চাইতে আসলে সৌভিক দেবনাথকে উল্টে বের করে দেওয়া হয় বাড়ি থেকে। এই ঘটনায় সোমবার বাঁশদ্রোনী থানায় অভিযোগ দায়ের করেন সৌভিক দেবনাথ। ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

# "কাউকে রেয়াত নয়, দায় এড়াতে পারে না পুলিশ- পুরসভা", ভ্যাকসিন কাণ্ডে কঠোর মমতা

কলকাতা, ২৮ জুন (হি.স.) : ভুয়ো ভ্যাকসিন কাণ্ডে জড়িত কাউকেই রেয়াত করা হবে না। সোমবার নবান্নে এমনই কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রথম ভুয়ো ভ্যাকসিন কাণ্ড প্রসঙ্গে মুখ খোলেন মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে তিনি স্বীকার করেছেন, ভুয়ো ভ্যাকসিন কাণ্ডে পুলিশ, পুরসভা নিজদের দায় এড়াতে পারে না। রাজ্য সরকারের তরফে কলকাতা পুলিশ এবং পুরসভাকে সতর্কও করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "যাঁরা এরকম কাজ করে তারা মানুষ নয়। এদের নাম আমি মুখে আনতে চাই না। নাম ধরে না ডেকে এদের প্রতারক বলুন। এর সঙ্গে যারা যারা জড়িত তাদের কাউকেই রেয়াত করা হবে না।" এর সঙ্গে সরকারকে জড়িয়ে যে অভিযোগ উঠছে তা ঠিক নয় বলে অবশ্য তিনি দাবি করেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এর সঙ্গে সরকার তো কোনও ভাবে যুক্ত নয়। সরকার জানতে পেরেই কড়া পদক্ষেপ করেছে। সিট গঠন করা হয়েছে। আমি নিজে পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে বেশ কয়েকবার কথা বলেছি। যারা প্রতারক হয় তারা সব দলের নেতাদের সঙ্গেই এ ভাবে ছবি তুলে রাখে। যাতে মানুষকে ঠকাতে সুবিধে হয়। সংসদে হামলার সময়ও তো লাল বাতি লাগানো গাড়ি নিয়েই জঙ্গিরা এসেছিল।"

তবে সাধারণ মানুষকেও সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিষয়টি প্রকাশ্যে আনার জন্য সাংসদ মিমি চক্রবর্তীকেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। তবে গোটা ঘটনায় সিবিআই তদন্তের যে দাবি বিজেপি তুলেছে, তা নস্যাত করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি পাল্টা বলেন, "সিবিআই আগে তদন্ত করে দেখুক উত্তর প্রদেশে কারা করোনা রোগীদের দেহ গঙ্গায় ভাসিয়ে দিল।"

সোমবার আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ভারতীয় জনতা মজদুর সেল এর কর্মকর্তারা। ছবি নিজস্ব।

# হরেকরকম   হরেকরকম   হরেকরকম

## উচ্চ রক্তচাপ ও কিডনির পাথর প্রতিরোধ করে এর রস

সবুজ শাক সবজি মতোই উপকারী একটি সবজি হলো বিট। শরীরের নানান রকম রোগ প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে এই বিটের জুস। কিডনিতে পাথর জমতে দেয় না এবং রক্তচাপও নিয়ন্ত্রণে রাখে বিটের রস।

বিটে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ, আয়রন, ক্যালশিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, কপার যা বিভিন্ন রকম শারীরিক সমস্যা থেকে মুক্তি দেয়। নিয়মিত বিটের জুস খেতে পারলে ত্বক, লিভার, কিডনি-সহ একাধিক সমস্যায় উপকার মিলবে। শুধু যে বিট জুস হিসেবে খেতে হবে তা নয়। কাঁচা বা সালাড হিসেবেও খেতে পারেন বিট। তাহলে এবার জেনে নেওয়া যাক বিটের জুস খেলে কী কী উপকারিতা পাওয়া যাবে.

* আপনি যদি নিয়মিত বিটের জুস খান তাহলে ভাল থাকবে চোখ।
* ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে ও চুলের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে বিটের জুস।
* গর্ভাবস্থায় বিটের জুস খেলে প্রসবের সময় কোন রকম সমস্যা হয় না।
* আপনার যদি অ্যানিমিয়ার সমস্যা থাকে তাহলে নিয়মিত বিটের জুস খান। কারণ এতে আয়রন ও অ্যান্টি অক্সিডেন্ট থাকে। যা রক্তশূন্যতা রোধ করে
* লিভার সঠির রাখার জন্য খান বিটের জুস।
* কিডনিতে পাথর জমা থেকে প্রতিরোধে সাহায্য করে এই জুস।
* বিটের জুস খেলে হাই ব্লাড প্রেসারের সমস্যা দূর হবে।

## সবজি ও ফল কমায় উদ্বেগ-অবসাদ

শাকসবজি আর ফলমূল যে শরীর ভালো রাখে, তা নতুন নয়। শরীরের পাশাপাশি মনেও গভীর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে সবজি-ফল। যাদের খাবারে এগুলো থাকে না তারা উদ্বেগ-অবসাদের শিকার হন। সাম্প্রতিক একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা তেমনটাই বলছে।

গত বৃহস্পতিবার ''ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ অ্যান্ড পাবলিক হেলথ'' নামের বিখ্যাত বিজ্ঞানপত্রিকায় প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে বলা হয়, উদ্বেগ-অবসাদের মতো মনোবিকারের আশঙ্কা তাঁদের ঢের বেশি যাদের খাদ্যতালিকায় অনুপস্থিত থাকে ফল-সবজি।

নর্থ আমেরিকান প্রাইমারি কেয়ার রিসার্চ গ্রুপের করা সেই গবেষণা বলা হয়, যারা প্রতিদিন অন্তত তিন ধরনের ফল-সবজি খান না, মধ্যবয়স কিংবা প্রৌঢ়ত্বে তাদের অ্যাংজাইটি ডিজঅর্ডার ও ডিপ্রেশনের আশঙ্কা প্রায় ২৪ু বেশি। গত নয় বছর ধরে ২০৬৯ জনের উপর সমীক্ষা ও গবেষণা চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন গবেষকরা।

যত দিন যাচ্ছে ততই টাটকা সবজি কিংবা তাজা ফলের চেয়ে দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় বেশি করে ঢুকে পড়ছে জাঙ্কফুড। এর ফলে বাড়ছে উদ্বেগ-অবসাদের মতো মনোবিকারও। ২০১৩-র গ্লোবাল বার্ডেন অফ ডিজিজের রিপোর্ট বলছে, প্রাণঘাতী অসুখগুলোর মধ্যে মনের এই সমস্যা সারা দুনিয়ায় দ্বিতীয় স্থানে অর্থাত হার্ট অ্যাটাকের পরেই রয়েছে।

ডায়েটিশিয়ানদের মতে, সেই কারণেই ফল ও সবজি নির্দিষ্ট পরিমাণে প্রত্যেকের খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয়। এর ফলে শুধুমাত্র শারীরিক উন্নতি নয়, মানসিক স্বাস্থ্যও ভালো হয়। ফল কিংবা সবজি সব সময়েই শক্তিবর্ধক বা এনার্জাইজার এবং তা মানসিক ও শারীরিক দুই ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। উপমহাদেশের মানুষ ফল ও সবজি বেশি খায় বলেই ইউরোপ-আমেরিকার চেয়ে মানসিক চাপ ও উদ্বেগে কম ভোগেন। কিন্তু মিষ্টি জাতীয় খাবার, জাঙ্কফুড, পশ্চিমা সংস্কৃতির খাবার যে হারে আমাদের সমাজে ঢুকে যাচ্ছে, তাতে ইউরোপ-আমেরিকানদের মতো অবসাদে ভুগতে বেশি দিন লাগবে না। অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ ফল ও সবজি সামগ্রিকভাবে স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। তা সে শারীরিক স্বাস্থ্যই হোক বা মানসিক স্বাস্থ্য। তাই আমাদের প্রচুর সালাদ, সবুজ শাকসবজি ও ফল খেতে অভ্যস্ত হতে হবে। তাহলেই উদ্বেগ-অবসাদ কমানো যাবে।

মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, ''অন্ত্রে যে বন্ধু-ব্যাকটেরিয়া থাকে, তার সঙ্গে অ্যাংজাইটির সম্পর্ক বহু পুরোনো। এই ব্যাকটিরিয়ার উপস্থিতি ও অ্যাংজাইটির সম্পর্ক ব্যস্তানুপাতিক। প্রোবায়োটিক ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সব সময়েই ওই ব্যাকটেরিয়াকে ভালো রাখে। তাই উদ্বেগ-অবসাদও পাল্লা দিয়ে কমে।

## দীর্ঘক্ষণ প্রস্রাব চেপে রাখলে গুরুতর এই ৪টি বিপদ হবেই

প্রস্রাবের চাপ রয়েছে তবুও হাতের কাজটি শেষ না করে অনেকেই টয়লেটে যান না। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ বোর্ডমিটিং-এ ব্যস্ত, এমন কি পাবলিক ট্রান্সপোর্টে যাতায়াতে দীর্ঘক্ষশ প্রস্রাব চেপে রাখেন কেউ কেউ। কিন্তু নিয়মিতভাবে ইউরিন চেপে রাখলে তা কিন্তু গুরুতর সমস্যা তৈরি করতে পারে। আমাদের ব্লাডারের ৪০০-৫০০ মিলিমিটার পর্যন্ত প্রস্রাব ধরে রাখার ক্ষমতা আছে। ব্ল্যাডারে বেশি প্রস্রাব জমা হলে তা ক্রমাগত ফুলে যেতে থাকে। প্রথম প্রথম সমস্যা বুঝতে না পারলেও এই অভ্যাসের ফলে একসময় আপনি গুরুতর শারীরিক সমস্যা টের পাবেন। এবার জেনে নিন বিস্তারিত * বেশিক্ষশ প্রস্রাব চেপে থাকতে থাকতে ব্লাডারের মাসল দুর্বল হয়ে যায়। এর ফলে একটা সময় আপনার অজান্তেই প্রস্রাব বেরিয়ে আসবে। * নিয়মিতভাবে দীর্ঘক্ষশ প্রস্রাব চেপে থাকলে ইউটিআই বা ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনে আক্রান্তহবেন। কারণ ইউরিন ধরে রাখার ফলে ব্লাডারে ব্যাকটেরিয়ার জন্ম নেবে। এর কারণে সহজেই নানা অসুখে আক্রান্তহয়েপড়তে পারেন আপনি। * অনেকক্ষশ প্রস্রাব চেপে রাখলে ব্লাডার বড়হয়ে যেতেপারে। এর ফলে ইউরিন একটু সময়ও ধরে রাখতে পারবেন না। প্রস্রাব করতেও সমস্যা হবে।

* বেশিক্ষশ ইউরিন চেপে রাখলে পরে প্রস্রাব করার সময় আপনার ব্লাডার পুরোপুরি খালি হবে না। কিছুটা ইউরিন ব্লাডারে থেকে যাবে। আর এতে ব্যাকটেরিয়া জন্ম নেবে। একজন মানুষ কতবার টয়লেটে যাবেন, তা ব্যক্তি বিশেষে নির্ভর করে। তবে একজন সুস্থ-সবল মানুষের দিনে ছয় থেকে আটবার টয়লেট যাওয়া উচিত।

## কিডনিতে পাথর জমছে জানুন এসব লক্ষণে বুঝে নিন

আমাদের শরীরের গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ কিডনি। শরীরে জমে থাকা বর্জ্য পরিশোধিত হয় কিডনির মাধ্যমে। সার্বিক সুস্থতা বজায় রাখতে কিডনির যত্ন নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু এই কাজটিকেই আমারা অবহেলা করে থাকি! তাই আমাদের দেশে কিডনির সমস্যায় আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

চিকিতসকরা এই রোগটি বলে থাকেন নিরব ঘাতক। কেননা কিডনি রোগটি একেবারে শেষ মুহূর্তে গিয়ে ধরা পড়ে। যখন আর বিশেষ কিছু করার থাকে না। আবার এই রোগটির চিকিতসা খরচও বেশ ব্যয়বহুল।

এবার জেনে নিন কিডনিতে পাথর হওয়ার লক্ষণ বা উপসর্গ সম্পর্কে.

কিডনিতে পাথর জমলে রক্তবর্ণের প্রসাব হবে। বমি বমি ভাব থাকবে। অনেক সময় বমিও হতে পারে।

কোমরের পেছন দিকে ব্যথা হবে। এই ব্যথা হবে তীব্র, তবে খুব বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। ব্যথা কিডনির অবস্থান থেকে তলপেটে ছড়িয়ে পড়তে পারে। কিডনিতে পাথর জমার কারণ কিডনিতে পাথর জমা বা তৈরি হওয়ার প্রকৃত কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে কিছু কিছু বিষয় কিডনিতে পাথর তৈরির কারণ বলে বিবেচিত হয়। যেমন.

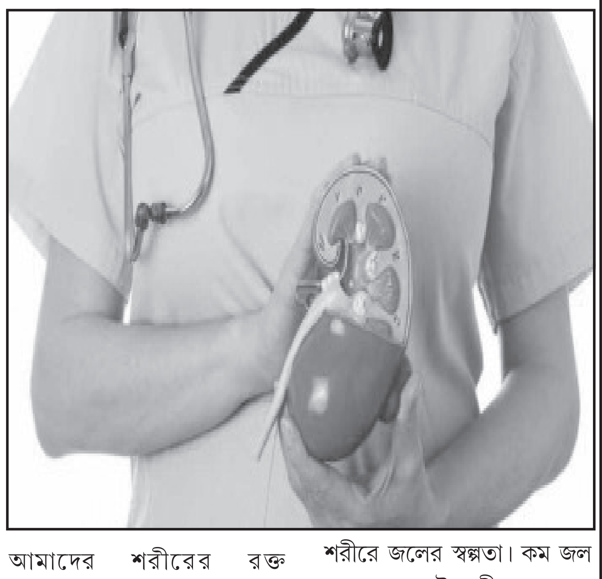

আমাদের শরীরের রক্ত পরিশোধনের অঙ্গ হলো কিডনি। কিডনির নানা সমস্যার মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে কিডনিতে পাথর হওয়া। এর প্রাথমিক লক্ষণগুলো নির্ভর করে পাথর কিডনির কোথায় এবং কী ভাবে রয়েছে। কিডনিতে পাথরের আকার-আকৃতিও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পাথর খুব ছোট হলে সেটি কোন ব্যথা-বেদনা ছাড়াই দীর্ঘদিন পর্যন্ত শরীরে থাকতে পারে! ফলে টেরও পাওয়া যায় না।

শরীরে জলের স্বল্পতা। কম জল খাওয়ার জন্যই শরীরে জলের ঘাটতি থেকে যায়।

বার বার কিডনিতে ইনফেকশন হওয়া এবং এর জন্য যথাযথ চিকিতসার ব্যবস্থা না করা।

অত্যধিক পরিমাণে দুধ, পনির বা দুগ্ধজাত খাবার খাওয়ার অভ্যাস।

শরীরে ক্যালসিয়ামের মাত্রাতিরিক্ত আধিক্য।

চিকিতসা

কিডনির অবস্থানে ব্যথা এবং রক্তবর্ণের প্রসাব হলে চিকিতসকরা সাধারণত দুটো সম্ভাবনার কথা চিন্তা করেন। একটি হল কিডনির ইনফেকশন, অন্যটি কিডনিতে পাথর। তাই কিডনির এক্সরে, আলট্রা সনোগ্রাম এবং প্রসাবের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরই উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কখনও পর্যাপ্ত পরিমাণে জল আর যথাযথ ওষুধ খেলেই এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে অস্ত্রপচারই একমাত্র উপায়। সতর্কতা কিডনি স্টোনের ঝুঁকি এড়াতে হলে অবশ্যই প্রচুর পরিমাণে জল খেতে হবে। কখনও প্রসাব আটকে বা চেপে রাখবেন না। প্রসাবের বেগ আসলে চেষ্টা করবেন সঙ্গে সঙ্গে প্রসাব করার। প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি যুক্ত খাবার খাবেন। দুধ, পনির বা দুগ্ধজাত খাবার অতিরিক্ত মাত্রায় না খাওয়াই ভাল। বার বার ইউরিন ইনফেকশন দেখা দিলে দ্রুত চিকিতসকের পরামর্শ নিবেন

## বাসি রুটি ফেলে না দিয়ে খেয়ে দেখুন কত উপকারী

আমরা সাধারণত বাসি খাবার-দাবার ফেলে দেই, নয়তো পশু-পাখিদের দেই। এর মধ্যে মাছ, মাংস, ভাত, তরিতরকারি যেমন থাকে তেমনি থাকে বাসি রুটিও। কিন্তু বাসি রুটি স্বাস্থ্যের জন্য যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা হয়তো আমরা অনেকেই জানি না।

অনেক রকমের দানাশস্য থেকে ময়দা হয় এবং সেই ময়দা দিয়ে তৈরি হয় রুটি। যা শরীর সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। তবে গমের আটার তৈরি বাসি রুটিতে পুষ্টি সবথেকে বেশি। এতে রয়েছে হাই ফাইবার, কম গ্লাইসেমিক এবং কম সোডিয়াম। ফলে, সকালে উঠে নির্ভয়ে সবজির সঙ্গে বাসি রুটি খেতে পারেন।

বাসি খাবার খেলে সাধারণত ডায়রিয়া, পেটের সমস্যা বা হজমের সমস্যা দেখা গিতে পারে। কিন্তু বাসি রুটি খেলে এই সমস্যা হয় না, উপরন্তু নিয়মিত এই রুটি খেলে বশে থাকে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ। কমে যায় হজমের সমস্যাও এবার জেনে নিন বিস্তারিত. ব্লাডপ্রেসার রাখে নিয়ন্ত্রণে

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে বাসি রুটির জুড়ি মেলা ভার। ঠাণ্ডা দুধের সঙ্গে বাসি রুটি নিয়মিত খেলে উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে। এর জন্য বাসি রুটি আধা ঘণ্টা দুধে ভিজিয়ে রাখুন। তারপরে খান।

ডায়াবেটিস বশে থাকে

রাতের বাসি রুটি নিয়মিত সকালে খেলে রক্তে চিনির মাত্রা নিয়ন্ত্রিত হবে। তাই ডায়াবেটিস রোগীরা রোজ সকালে দুধের সঙ্গে বাসি রুটি খেয়ে দেখতে পারেন।

পেটের পক্ষেও ভালো

বাসি রুটি পেটের স্বাস্থ্যের জন্যেও উপকারি। অনেকে পেটে ব্যথা বা বদহজম সমস্যায় ভোগেন। এমন পরিস্থিতিতে কোষ্ঠকাঠিন্য বা অ্যাসিডিটির সমস্যা বাড়তে থাকে। তাই এরা রাতে ঘুমানোর আগে দুধের সঙ্গে বাসি রুটি খেতে পারেন।

## এসব খাবার জ্বর কিম্বা ভাইরাল ফ্লুতে খেতে পারেন

জ্বর.. সামান্য এই অসুখটা কখনো আতংকের নাম। আসছে নানা রূপ ধরে। সেসব রোগ আর ওষুধ নিয়ে উপদেশ, নিয়ম কানুন জানতে-শুনতে ক্লান্ত আমরা। কোনটা মানবো, কোনটা শুনবো, কোনটা করবো না- বুঝে উঠতে পারি না। একবার মনে হয় সবাই সব জানি, আবার মনে হয় আরো জানা দরকার, আরো ভালো থাকা দরকার।

রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে সুষম খাবার ও নিয়ন্ত্রিত জীবন। তাই শুধু ওষুধ নির্ভর না হয়ে আগে থেকেই রোগ প্রতিরোধকারী খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। পাশাপাশি অসুখে পড়ে গেলেই দরকার উপযুক্ত পথ্য, যা রোগ সারাতে সহায়ক।

বিজ্ঞান বলে, রোগ ও খাদ্যের মধ্যে সম্পর্কটাকে ভালো করে চিনে নিলেই সুস্থ থাকা সম্ভব। বেশ কিছু খাবার শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে, রোগের ঝুঁকি কমায়। এছাড়া কেউ আক্রান্ত হলে আরোগ্য লাভে সহায়তা করে পথ্য রূপে। তেমন কিছু কথাই আজ আমাদের আলোচনার বিষয়।

জ্বর বা ভাইরাল ফ্লুতে স্যুপ জাতীয় খাবার খান। যা আপনার প্রোটিন ও জলের চাহিদা পূরণ করবে। পাশাপাশি সবজি- মাশরুম, বিট এসব স্যুপ্যে যোগ করা গেলে খাদ্যের এন্টিঅক্সিডেন্ট রোগ সারাতে এবং রোগ প্রতিরোধে সহায়ক হবে। ভাইরাসজনিত জ্বরের সংক্রমণ থেকে শরীরকে বাঁচাতে এই পথ্যের ভূমিকা বেশি। জ্বরে মুখের স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়, তাই বড়রা আমলকী, চালতা কিম্বা করলার স্বাদ নিতে পারেন। শিশুদের দেয়া যেতে পারে নরম খিচুরী, সাগু, পুডিং, ফলের জুস, দই এমন খাবার। এসব খাবার বড়রাও খেতে পারেন যা পর্যাপ্ত ক্যলরির যোগান দেবে। বেশির ভাগ জ্বর, সর্দি-কাশি দিয়ে শুরু হলেও শেষ হয় রোগিয়ে দূর্বল করে। তাই এসময় প্রচুর ক্যালরি বহুল খাবার প্রয়োজন।

সর্দি-কাশি/ গলাব্যাথা, ঠান্ডা জনিত সমস্যা থাকলে খেতে পারেন গরম জলে লেবুর রস ও মধুর মিশ্রণ। হাঁচি-কাশির জন্য গলা শুকিয়ে যায় বলে এসময় প্রচুর জল খাওয়া দরকার। আদা, লং, এলাচ দেয়া লাল চা বেশ উপকারী। খেতে পারেন তুলসী চা, গ্রিন টির মত পানীয়। এছাড়াও ভিটামিন -ডি''র অভাব থাকলে সহজেই হানা দেয় সর্দি-কাশি। তাই চিকিতসকের পরামর্শ অনুযায়ী ভিটামিন ডি গ্রহণ করা উচিত। থাকতে হবে সূর্যালোকের সংস্পর্শেও।

অ্যাজমা কিম্বা শ্বাসকষ্ট ধূলির শহরে স্বাভাবিক ঘটনা। সেই সাথে যদি থাকে রোগের শংকা তাহলেই বিপদ। দেহে ভিটামিন-ডি কমে গেলে শ্বাসকষ্ট বাড়ে। জ্বরের সময় শ্বাসকষ্ট থাকলে ফর্টিফাইড দুধ, সামুদ্রিক মাছ, কমলার রস, ডিম দেয়া যেতে পারে রোগীকে। খাদ্য তালিকায় থাকতে হবে ভিটামিন ই জাতীয় খাবারও। সরিষা শাক, খেজুর-আখরোট, কুমড়ার বিচি, বিটা ক্যারেটিনসমৃদ্ধ গাজর, সবুজ শাক, পালংশাক এসব খাবার শ্বাসকষ্ট প্রতিরোধে সহায়তা করে। অন্যদিকে, সালফাইট আছে এমন খাবার যেমন পুঁইশাক, চিংড়ি, আচার, বোতলজাত জুস, এসবে বাড়তে পারে শ্বাসকষ্ট।

মূলত খাবারের নিয়ম-কানুন আমরা প্রায় সবাই জানি, তবে তা মানা না হলেই দেখা দেয় বিপত্তি। যেমন - ধূমপায়ীরা জ্বরে আক্রান্ত হলে, তাদের শ্বাসকষ্ট হওয়াটাই স্বাভাবিক। শুধু তাই নয় একজন ধূমপায়ীর নিজের যেমন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে, তার সন্তানরাও জন্ম নেয় কম রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ে। তাই নিজের জন্য তো বটেই সন্তানের স্বার্থে আজই ছেড়ে দিন ধুমপান। আবার সন্দেহ নেই যে সুষম খাবার আমাদের দেহ-মনকে সুস্থ-সবল রাখতে পারে। কিন্তু খেতে গেলে নিজেরাই ঝুঁকে পড়ছি ফাস্ট ফুড, মিষ্টি, তৈলাক্ত খাবারে। রোগ সারাতে বাধা দেয় এসব গুরুপাক খাবার।

এবার তাই জানা জ্ঞান গুলোকে কাজে লাগাতে নজর দিন নিজের দিকে, পরিবারের দিকে। রোগের সঙ্গে লড়াই করার শক্তিটাও জমা করুন শরীরে।

## ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণে এই ৬ ধরনের খাবারই খান

আমাদের শরীরের কাঠামো তৈরি হয় হাড়ের মাধ্যমে। অথচ হাড়ের যত্নের বিষয়ে আমরা বেশির ভাগ মানুষই খুব উদাসীন বা তেমনভাবে কিছুই জানি না। প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় যেগুলো থাকে তাও যে হাড়ের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর তাও জানি না। লবণ অর্থাত সোডিয়াম ক্লোরাইড, সফট ড্রিংকস, চা ও কফির মধ্যে থাকা ক্যাফেইন, অতিরিক্ত প্রোটিন বা প্রাণীজ প্রোটিন ইত্যাদি হাড়ের জন্য ক্ষতিকর। তবে এমন অনেক খাবার বা খাদ্য উপাদান রয়েছে যেগুলো নিয়মিত খেতে পারলে শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি দূর হবে, হাড় হয়ে উঠবে মজবুত! আর হাঁটতে-বসতে হাঁটুর ব্যথাও কমবে। আসুন এ বিষয়ে সবিস্তারে জেনে নেওয়া যাক.

১. কমলালেবু, পাতিলেবুর মতো যে কোন লেবুতেই থাকে সাইট্রিক অ্যাসিড আর ভিটামিন সি। যা শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি দ্রুত মেটাতে সাহায্য করে।

২. কাঠ বাদামে প্রচুর পরিমাণে থাকে ক্যালসিয়াম। পুষ্টিবিদরা জানাচ্ছেন, ১০০ গ্রাম কাঠ বাদামে প্রায় ২৬৬ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে। তাই শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি মেটাতে প্রতিদিন খেতে পারেন এক মুঠো কাঠ বাদাম।

৩. ব্রোকলিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম। ক্যালসিয়ামে ভরপুর এই সবজি শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি দ্রুত মেটাতে সাহায্য করে।

৪. ৫০ গ্রাম ঢ্যাড়স বা ভেন্ডিতে প্রায় ১৭২ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে। তাই শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি মেটাতে প্রতিদিন খেতে পারেন ঢ্যাড়স। উপকার পাবেন।

৫. শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি মেটাতে সয়াবিন অত্যন্ত কার্যকর। এক কাপ সয়াবিনে প্রায় ১৭৫ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে। তাই নিয়মিত খাবারে রাখতে পারেন সয়া।

৬. তিলের বীজে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম রয়েছে। পুষ্টিবিদরা জানাচ্ছেন, ১০০ গ্রাম কাঁচা তিলের বীজে ১,০০০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে। তিলের বীজ ভেজে নিয়মিত খান। উপকার পাবেন।

এছাড়া সবুজ শাক-সবজি খেলেও উপকার পাবেন। শরীর-স্বাস্থ্যও ভাল থাকবে।

বিভিন্ন দাবীতে আগরতলায় আমরা বাঙালীর ধরণা আন্দোলন। ছবি নিজস্ব।

# নেতাজীর টুপি-বিতর্কে ফের সরব চন্দ্র কুমার বসু

কলকাতা, ২৮ জুন (হি স.) : নেতাজীর টুপি-বিতর্কে ফের সরব হলেন চন্দ্র কুমার বসু। সোমবার তিনি এই টুপি নিয়ে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটনমন্ত্রী প্রহ্লাদ সিং প্যাটেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

বসু পরিবারের তরফে কয়েক বছর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাতে বেশ কিছু অমূল্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। এর মধ্যে নেতাজির কালো রংয়ের ত্রকটি টুপি এবং তাঁকে দেওয়া জাপানিদের একটি তলোয়ারও ছিল। ২০১৯ সালে টুপিটি নিজে হাতে লালকেল্লার সংগ্রহশালায় কাঁচের বাক্সে সাজিয়ে রাখেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু এ বছর প্রজাতন্ত্র দিবসে রাজধানীর রাস্তায় কৃষক আন্দোলন এবং লকডাউন কাটিয়ে যখন সংগ্রহশালা ফের খোলে, সেই সময় নেতাজির টুপি, তলোয়ার কোনওটারই দেখা মেলেনি। বরং কাঁচের বাক্সগুলি খালি অবস্থায় দেখতে পান তাঁরা।

বিষয়টি চাউর হয়। কেন্দ্রের তরফে এ নিয়ে কোনও বিবৃতি না আসায়, জল্পনা আরও জোরালো হয়। জিনিসগুলি চুরি গিয়েছে কি না, নেটমাধ্যমে এমন আশঙ্কাও প্রকাশ করেন অনেকে। তা নিয়ে মুখ খোলেন বসু পরিবারের সদস্য তথা ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে দক্ষিণ কলকাতার বিজেপি প্রার্থী চন্দ্রকুমার বসুও।

চন্দ্রবাবু নেতাজির টুপি হাতে প্রধানমন্ত্রীর একটি ছবি পোস্ট করে টুইটারে লেখেন, 'লালকেল্লা ছাড়া এ দিক ও দিক কোথাও যাতে সরানো না হয় সেই শর্তেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির হাতে নেতাজির ঐতিহাসিক টুপি তুলে দিয়েছিল বসু পরিবার। টুপিটিকে তার জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিতে অনুরোধ করছি নরেন্দ্র মোদীজিকে।' নিজের টুইটে '‍‍নেতাজিজক্যাপমিসিং'-ও লেখেন চন্দ্র বসু।

কয়েকদিন আগে চন্দ্রবাবু প্রকাশ্যে প্রশ্ন তোলেন, কোথায় গেল ওই টুপি? লালকেল্লার সংগ্রহশালা থেকে নেতাজির মূল্যবান সামগ্রী চুরি যাওয়ার অভিযোগ নিয়ে গত কয়েক দিনে জল অনেকটাই গড়ায়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক মন্ত্রকের একটি সূত্র জানায়, খোয়া যায়নি। নিরাপদেই রাখা আছে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অমূল্য সামগ্রী। দিল্লি নয়, কলকাতার ভিক্টোরিয়াল মেমোরিয়ালের সংগ্রহশালায় সেটি রাখা আছে। ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নেতাজিকে নিয়ে যে প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, সেখানে রয়েছে নেতাজির টুপি ও জাপানি তলোয়ার।

সোমবার চন্দ্রবাবু কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রীকে লেখেন, নেতাজির ঐতিহাসিক টুপি লালকেল্লার বাইরে স্থানান্তরিত হওয়া উচিত হয়নি। এটি বসু পরিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে ২০১৮-র ২৩ জানুয়ারী লালকেল্লার যাদুঘরে রাখার জন্য হস্তান্তর করেছিল। শিফট সম্পর্কে কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি!

চন্দ্র বসু বলেছেন, বসু পরিবার ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধকে নেতাজির সঙ্গে সংযুক্ত কোনও জিনিস রাখার জন্য সঠিক জায়গা হিসাবে মনে করে না। "ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হ"ল ব্রিটিশ রাজের প্রতীক। যার বিরুদ্ধে নেতাজি সব কিছু দিয়েছিলেন। লাল কেল্লা হল সেই জায়গা যা মূলত বসুর দিল্লী চলো শ্লোগানের সাথে সংযুক্ত।"

চন্দ্র বসুর বক্তব্য, "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আইএনএ-র জওয়ানদের বিচার হয়েছিল লাল কেল্লায়। আমি আমার পরিবারের একাংশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর কাছে ঐতিহাসিক টুপি হস্তান্তর করেছিলাম। এটি প্রধানমন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করার ব্যাপারে আমাদের পরিবারের অনেকেই চায়নি। কিন্তু আমি তা ভেবেছিলাম। সরকারের অবশ্যই এটি লাল কেল্লায় রাখা উচিত। সংস্কৃতি মন্ত্রক আমাদের না জানিয়ে এটিকে সরিয়ে নিয়েছে বলে আমি দুঃখিত। আমি প্রধানমন্ত্রী এবং সংস্কৃতিমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।এদিকে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল জানিয়েছে, তাদের কাছে সুরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে এই সব জিনিস।

# দিল্লি এইমস-এর স্টোর রুমে আগুন, সমস্ত রোগী সুরক্ষিত

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন (হি.স.): ফের আগুন-আতঙ্ক দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস (এইমস)-এ। সোমবার সকালে আগুন লাগে এইমস-এর জরুরি বিভাগে অপারেশন থিয়েটার সংলগ্ন একটি স্টোর রুমে। দমকলের সাতটি ইঞ্জিনের চেষ্টায় খুব দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে, এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। দমকলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সকাল ৫.০৪ মিনিট নাগাদ ফোন করে জানানো হয়, এইমস-এর জরুরি বিভাগে অপারেশন থিয়েটার সংলগ্ন একটি স্টোর রুমে আগুন লেগেছে। তৎক্ষণাৎ আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের মোট সাতটি ইঞ্জিন। দিল্লি দমকলের ডিরেক্টর অতুল গর্গ জানিয়েছেন, আগুন দ্রুত নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, সকাল ৫.১৫ মিনিট নাগাদ হৌজ খাস থানায় ফোন করে অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে জানানো হয়, এইমস-এ পৌঁছনোর পর দেখা যায় একটি রুম থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ (দক্ষিণ) অতুল কুমার ঠাকুর জানিয়েছেন, 'সমস্ত রোগীদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়, দমকলের সাতটি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। আগুন নিভে যাওয়ার পর জরুরি বিভাগ ফের খুলে দেওয়া হয়। কী কারণে অগ্নিকাণ্ড, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

# প্রয়াত বিশ্ববরেণ্য নৃত্যগুরু, প্রখ্যাত মৃদঙ্গবাদক পাথারকান্দির লক্ষণ সিনহা

পাথারকান্দি (অসম), ২৭ জুন (হি.স.) : সর্বজন পরিচিত বিশ্ববরেণ্য পাথারকান্দির মণিপুরি মৃদঙ্গবাদক তথা নৃত্যগুরু লক্ষণ সিনহার জীবনাবসান ঘটেছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। আজ রবিবার সন্ধ্যায় স্থানীয় নয়াডহরে তাঁর নিজস্ব বাসভবনে অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। বেশ কিছুদিন থেকে বিশ্ববরেণ্য এই নৃত্যগুরু তথা প্রখ্যাত মৃদঙ্গবাদক লক্ষণ সিনহা বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। তাঁর মৃত্যু সংবাদে পাথারকান্দি সহ গোটা বরাক উপত্যকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। প্রয়াত নৃত্য গুরুকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে নয়াডহরে তাঁর বাড়িতে কোভিড প্রটোকল মেনে বহুজন উপস্থিত হয়েছিলেন।

প্রতিভাবান এই শিল্পী একসময় ভারত থেকে বিভিন্ন নৃত্যের কলা নিয়ে দেশ-বিদেশে প্রতিনিধিত্ব করে বেশ সুনাম অর্জন করেন। তাঁর বহুমুখী নৃত্যকলার জন্য তৎকালীন দিল্লি বোম্বাইয়ের অনেক চিত্র পরিচালক তাঁদের ছায়াছবিতে নৃত্যকলার জন্য পরামর্শ নিতেন। দিল্লির সঙস অ্যান্ড ড্রামা ডিভিশনের আমন্ত্রণে বেশ কিছুদিন নৃত্য পরিচালকের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন বিশিষ্ট শিল্পী লক্ষণ সিনহা। সম্পূর্ণ মণিপুরি আঙ্গিকে 'ময়ূর' নৃত্যের প্রবর্তক ছিলেন নৃত্যগুরু লক্ষণ সিনহা।

জানা গেছে, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর সঙ্গে এই নৃত্যশিল্পী লক্ষণ সিনহার ঘরোয়া সু-সম্পর্ক ছিল। এমন-কি লালবাহাদুর শাস্ত্রীর আমন্ত্রণে সে সময় দিল্লিতে সরকারি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ডাক পেতেন তিনি। লালবাহাদুর শাস্ত্রী যখন ভারতের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী, তখন পাথারকান্দির এই মণিপুরি মৃদঙ্গ বাদক তথা নৃত্যগুরু লক্ষণ সিনহা সারা ভারতবর্ষে তাঁর শিল্পকলা প্রদর্শন করে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। ওই সময় তিনি বিদেশেও মৃদঙ্গ বাজিয়ে এবং মণিপুরি নৃত্য পরিবেশন করে সুনাম কেড়েছিলেন। ভারতের বিশিষ্ট ভারতরত্ন গায়িকা লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গেও বহুবার একই মঞ্চে তাঁর কলা প্রদর্শন করেছেন লক্ষণ সিনহা।

# জম্মুর সেনাঘাঁটিতে ঢুকল দু''টি ড্রোন গুলি চলতেই পালাল

জম্মু, ২৮ জুন (হি.স.): রাতের অন্ধকারে জম্মুর সেনাঘাঁটিতে ঢুকে পড়ল দু'টি ড্রোন। তবে, আগেই বিষয়টি নজরে পড়ে সেনাকর্মীদের। ড্রোনদু'টিকে নিস্ক্রিয় করতে গুলি চালান তাঁরা। তবে ড্রোনদু'টির নাগাল মেলেনি। সেনার তরফে গুলিবৃষ্টি শুরু হতেই ড্রোন দু''টি অন্ধকারে গা ঢাকা দেয়। সেগুলির খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের পিআরও জানিয়েছেন, '২৭-২৮ জুন মধ্যরাতে রতনুচক-কালুচক মিলিটারি এলাকায় দু''টি ড্রোন দেখতে পান জওয়ানরা। লেফটেন্যান্ট কর্নেল দেবেন্দ্র আনন্দ জানিয়েছেন, 'উচ্চ সতর্কতা জারি করা হয় এবং গুলি চালিয়ে জবাব দেওয়া হয়। দু''টি ড্রোন পালিয়ে যায়। সেনাবাহিনীর সতর্কতায় মারাত্মক কিছু ঘটে যাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া গিয়েছে।'

জম্মু-পাঠানকোট জাতীয় সড়ক সংলগ্ন কালুচক পুরমণ্ডল রোডে সেনাঘাঁটি রয়েছে। রবিবার মধ্যরাতে দু''টি ড্রোন সেনাঘাঁটির উপরে চক্কর কাটতে দেখা যায়। সেদিকে নজর পড়তেই টহলরত সেনাকর্মীরা সতর্ক হয়ে যান। ড্রোনটিকে নিস্ক্রিয় করতে গুলি চালান। তাতেই অন্ধকারে মিশে যায় ড্রোনটি। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আরও সতর্ক হয়েছে সেনাবাহিনী।

# মোরাদাবাদে বাস ও পিকআপ ভ্যানের সংঘর্ষে মৃত ৫, আহত ১৭ জন

মোরাদাবাদ (উত্তর প্রদেশ), ২৮ জুন (হি.স.): উত্তর প্রদেশের মোরাদাবাদ জেলায় বাসের সঙ্গে সংঘর্ষের জেরে উল্টে গেল একটি পিকআপ ভ্যান। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের, এছাড়াও আহত হয়েছেন ১৭ জন। সোমবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মোরাদাবাদের পাকবারা এলাকায় জাতীয় সড়কের উপর। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ৪ জনের অবস্থা সঙ্কটজনক। এসপি (শহর) অমিত আনন্দ জানিয়েছেন, 'দিল্লি ও রামপুরকে সংযোগকারী হাইওয়েতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। এদিন সকালে বাসের সঙ্গে সংঘর্ষের জেরে উল্টে যায় একটি পিকআপ ভ্যান। মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের এবং ১৭ জন আহত হয়েছেন।' শ্রমিকদের নিয়ে পঞ্জাব থেকে পিলিভিটে আসছিল বাসটি, তখনই পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। মৃতরা সকলেই শ্রমিক।

# অগ্নি-প্রাইম মিসাইলের সফল পরীক্ষা, প্রচুর প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত এই ক্ষেপণাস্ত্রে

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন (হি.স.): ডিফেন্স রিসার্চ ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডিআরডিও)-র মুকুটে নতুন পালক। অগ্নি সিরিজের নতুন ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষায় সাফল্য পেল ভারত। সোমবার সকাল ১০.৫৫ মিনিট নাগাদ ওড়িশা উপকূল থেকে অগ্নি সিরিজের নতুন ক্ষেপণাস্ত্র অগ্নি-প্রাইম মিসাইলের সফল পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপণ করা হয়। এই নতুন পারমাণবিক ক্ষেপনাস্ত্রটি সম্পূর্ণরূপে যৌগিক উপাদান দিয়ে তৈরি করা হয়েছে।

ডিআরডিও জানিয়েছে, অগ্নি-প্রাইম মিসাইল অগ্নি সিরিজের নতুন প্রজন্মের উন্নত রূপ। লক্ষ্যে নিখুঁতভাবে আঘাত হানতে সক্ষম অগ্নি-প্রাইম। পাল্লা ১০০০-২০০০ কিলোমিটার। অর্থাৎ ২০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত লক্ষ্যবস্তুকে নিখুঁতভাবে আঘাত হানতে সক্ষম অগ্নি-প্রাইম। অগ্নি সিরিজের অন্যান্য মিসাইলের তুলনায় অগ্নি-প্রাইম ছোট ও হালকা। অগ্নি-প্রাইম মিসাইল প্রচুর নতুন প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

# রাজস্থানে খুলল ধর্মীয় স্থান, মন্দির উন্মুক্ত উজ্জয়িনী ও চেন্নাইতেও

জয়পুর, ২৮ জুন (হি.স.): করোনার প্রকোপ অনেকটাই কমেছে মরুরাজ্য রাজস্থানে, রাজস্থানের পাশাপাশি মধ্যপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতেও করোনা-সংক্রমণ নিম্নমুখী। করোনার আগ্রাসন কমতেই রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে খুলে দেওয়া হল বিভিন্ন ধর্মীয় স্থান। সোমবার থেকেই খুলে দেওয়া হয়েছে রাজস্থানের পুষ্করের ব্রহ্মা মন্দির, খুলেছে আজমের শরীফ দরগাও। এছাড়াও অন্যান্য ধর্মীয় স্থানও সোমবার থেকে ভক্তদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে রাজস্থানে। মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীতে সোমবার খুলে দেওয়া হয়েছে মহাকালেশ্বর মন্দির।

রাজস্থান : রাজস্থানে মন্দির, দরগা অথবা অন্যান্য ধর্মীয় স্থান খুললেও, কঠোর করোনা-বিধি মেনে চলতে হচ্ছে ভক্তদের। ৭৫ দিন বন্ধ থাকার পর সোমবার থেকেই খুলেছে পুষ্করের ব্রহ্মা মন্দির। এদিন ব্রহ্মা মন্দিরে পূজার্চনা করার পর উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজের বাসিন্দা একজন ভক্ত জানিয়েছেন, 'আমরা প্রয়াগরাজ থেকে এসেছি, রবিবার পর্যন্ত মন্দির বন্ধ থাকায় হতাশ হয়েছিলাম। সরকারের ঘোষণার পর, আমরা মন্দির দর্শন করতে পেরেছি এবং আমরা ভীষণ খুশি।' কোভিড বিধি মেনে আজমের শরীফ দরগাও খুলে দেওয়া হয়েছে। ভক্তদের জন্য মাস্ক বাধ্যতামূলক, মানতে হবে সামাজিক দূরত্ববিধি।

মধ্যপ্রদেশ : মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীতে সোমবার খুলে দেওয়া হয়েছে মহাকালেশ্বর মন্দির। প্রতিদিন সকাল ছ''টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত খোলা থাকবে মন্দির। রেজিস্ট্রেশন করতে হবে অনলাইনে, মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করার জন্য টিকার শংসাপত্র আবশ্যিক। ৪৮ ঘন্টা পুরানো নয়, এমন নেগেটিভ আরটি-পিসিআর রিপোর্ট দেখালেও মন্দিরে ঢোকা যাবে।

তামিলনাড়ু : কিছু কিছু ক্ষেত্রে ছাড় দিয়ে ৫ জুলাই পর্যন্ত লকডাউন বাড়ানো হয়েছে তামিলনাড়ুতে। চেন্নাই-সহ তামিলনাড়ুর সর্বত্র সোমবার থেকেই খুলে দেওয়া হয়েছে ধর্মীয় স্থান।

# ফ্লোরিডায় আবাসন ভেঙে মৃত বেড়ে ৯, খোঁজ নেই কমপক্ষে ১৫০ জনের

ফ্লোরিডা, ২৮ জুন (হি.স.): ফ্লোরিডায় আবাসন ভেঙে পড়ার ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৯। স্থানীয় সময় অনুযায়ী রবিবার উদ্ধারকারী দল ও আধিকারিকরা জানিয়েছেন, এখনও খোঁজ পাওয়া যায়নি কমপক্ষে ১৫০ জনের। বিগত ৪ দিন ধরে তাঁদের পরিজনরা অপেক্ষা করেই চলেছেন। মিয়ামি-ডাডে কাউন্টির মেয়র ড্যানিয়েল লেভিন-কাভা জানিয়েছেন, 'লাগাতার উদ্ধারকাজ চলার পর উদ্ধার হয়েছে ৪টি নতুন দেহ এবং মানুষের শরীরে দেহাবশেষও মিলেছে। এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের।' রবিবার সন্ধ্যার সাংবাদিক সম্মেলনে মেয়র জানিয়েছেন, 'ইতিমধ্যেই ৮টি দেহ শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। মৃতদের পরিজনকে জানানো হয়েছে। এখনও খোঁজ পাওয়া যায়নি কমপক্ষে ১৫০ জনকে।' নিখোঁজদের মধ্যে রয়েছেন ল্যাটিন আমেরিকার ১৮ জন, নিখোঁজ রয়েছেন উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা, প্যারাগুয়ে ও কানাডার নাগরিকরা। উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে ফ্লোরিডায় মিয়ামি সৈকতের কাছে আচমকাই ভেঙে পড়ে সমুদ্রমুখী ১২-তলা আবাসন। তখন আবাসনের সমস্ত বাসিন্দা ঘুমিয়ে ছিলেন।

# কাশ্মীরে জঙ্গিদের গুলিতে নিহত সস্ত্রীক প্রাক্তন পুলিশকর্মী, মৃত্যু মেয়েরও

শ্রীনগর, ২৮ জুন (হি.স.): কাশ্মীরে এবার প্রাক্তন পুলিশ অফিসারের বাড়িতে ঢুকে তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে গুলি করে হত্যা করল জঙ্গিরা। গুলি লেগে মৃত্যু হয়েছে তাঁদের মেয়েরও। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার অবন্তীপোরার হরিপরিগাম গ্রামে। হরিপরিগাম গ্রামের বাসিন্দা প্রাক্তন স্পেশ্যাল পুলিশ অফিসার (এসপিও) ফায়াজ আহমেদ এবং তাঁর স্ত্রী রাজা বেগম।

রবিবার রাত ১০.৩০ থেকে এগারোটার মধ্যে প্রাক্তন পুলিশ অফিসারের বাড়িতে ঢুকে এলোপাথারি গুলি চালাতে শুরু করে জঙ্গিরা। সেই গুলিতেই গুরুতর জখম হন ফায়াজ ও স্ত্রী ও মেয়ে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত্যু হয় ফায়াজ এবং তাঁর স্ত্রীর। তাঁদের মেয়ে রাফিয়াও গুরুতর জখম হয়। পরে রাফিয়াও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন। জঙ্গিদের গুলিতে প্রাক্তন পুলিশ অফিসার, তাঁর স্ত্রী ও মেয়ের মৃত্যুতে স্তব্ধ অবন্তীপোরার হরিপরিগাম গ্রাম। শোকে ভেঙে পড়েছেন গ্রামবাসীরা। সোমবার সকালে গ্রামেই তাঁদের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে।

# গাজিয়াবাদে দুষ্কৃতীদের গুলিতে মৃত ৩, মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন মহিলা

গাজিয়াবাদ, ২৮ জুন (হি.স.): উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদে দুষ্কৃতীদের গুলিতে প্রাণ হারালেন একই পরিবারের ৩ জন সদস্য। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন ওই পরিবারের একজন মহিলা। রবিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে গাজিয়াবাদ জেলার লোনি চক থানার অন্তর্গত টোলি এলাকায়। পুলিশ সূত্রের খবর, রবিবার গভীর রাতে টোলি এলাকার বাসিন্দা পেশায় কাপড়ের ব্যবসায়ী রাইসুদ্দিনের বাড়িতে ঢুকে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা।

কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই রইসুদ্দিন ও তাঁর পরিবারের ৩ জন সদস্যকে (দুই ছেলে ও স্ত্রী) লক্ষ্য করে গুলি চালায় আততায়ীরা। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় রইসুদ্দিন ও তাঁর দুই ছেলের। গুরুতর জখম হন রইসুদ্দিনের স্ত্রী। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন তিনি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, ব্যক্তিগত শত্রুতার কারণেই সম্ভবত এই হামলা।

# আগামী বছর থেকেই চালু হতে চলেছে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ

ঝাড়্গ্রাম, ২৮ জুন ( হি. স.) : আগামী বছর থেকেই চালু হয়ে যাবে ঝাড়্গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ। প্রথমে একশোজন পড়ুয়াকে নিয়ে পঠন পাঠান শুরু হবে মেডিক্যাল কলেজে। আগামী বছর থেকেই যাতে মেডিক্যাল কলেজ চালু করা যায় তার জন্য সোমবার ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল সর্ভিসেস কর্পোরেশন লিমিটেডের এক প্রতিনিধি দল ঘুরে গেলেন।

ঝাড়গ্রামে মেডিক্যাল কলেজের পঠন পাঠন,পড়ুয়াদের থাকার জায়গা সহ বিভিন্ন পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেন ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল সার্ভিসেস কর্পোরেশন লিমিটেডের এক প্রতিনিধি দল।কর্পোরেশনের জেনারেল ম্যানেজার অভিরুপ বসুর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল এদিন প্রথমে ঝাড়গ্রাম জেলা শাসাকের দফতরের মিটিং হলে জেলা স্বাস্থ্য দফতর,প্রশাসনিক আধিকারিকদের সাথে একটি বৈঠক করেন। জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে এই বৈঠকে মূলত আগামী ২২—২৩ শিক্ষা বর্ষে ঝাড়গ্রামে মেডিক্যাল কলেজ চালু করতে গেলে কিকি সুবিধা, অসুবিধা রয়েছে তা নিয়ে আলোচনা হয়।অ্যাকাডেমিক ক্লাস কোথায় হতে পারে,পড়ুয়াদের থাকার ব্যবস্থা কোথায় হতে পারে সেই বিষয় গুলি নিয়ে আলোচনা হয়।জেলা স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।এদিন বৈঠকের পর প্রতিনিধি দলটি ঝাড়গ্রাম জেলা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল পরিদর্শন করেন।তারা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের চারতলায় অ্যাকডেমিক ক্লাস করানো যায় কিনা সেটার পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেন।জেলা স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে পড়ুয়াদের থাকার জন্য পুরাতন ঝাড়গ্রাম এলাকায় ওমেন ওয়ার্কিং হোস্টেলের প্রস্তাব দেওয়া হয়।বর্তমানে সেখানে করোনার দ্বিতীয় ইউনিট রয়েছে।সেখানে যাতে অস্থায়ী ভাবে পড়ুয়াদের থাকার ব্যবস্থা করা যায় কিনা সেই জায়গাটিও পরিদর্শন করেন প্রতিনিধি দলটি।এছাড়াও হাসপাতাল ক্যাম্পাসে বেশ কিছু কোয়ার্টার রয়েছে সেগুলিতও ব্যবহার করা যায় কিনা তা দেখা হয়েছে।

উল্লেখ্য ঝাড়গ্রাম জেলা হাসপাতালকে কেন্দ্র করে ঝাড়গ্রাম শহরের নুননুনগেড়িয়া সংলগ্ন এলাকায় ত্রিশ একর জমির উপর গড়ে ওঠার কথা ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজের।২০১৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি সেখানে মেডিক্যাল কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন তৎকালিন শিক্ষা মন্ত্রী পার্থ চট্টপাধ্যায়।কিন্তু ভবন তৈরির কাজ শুরু হয় নি।জেলা স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে আগামী বছর থেকেই মেডিক্যাল কলজের পঠন পাঠন শুরু হয়ে যাবে। আর সেই জন্যই এদিন পরিকাঠামো পরিদর্শন বলে জানা গিয়েছে।

এই বিষয়ে ঝাড়গ্রাম জেলা স্বাস্থ দফতরের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রকাশ মৃধা বলেন " আমাগী বছর থেকে মেডিক্যাল কলেজের পঠন পাঠন শুরু হওয়ার কথা।তাই পরিকাঠামো খতিয়ে দেখতে ওয়স্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল সার্ভিসেস কর্পোরেশন লিমিটেডের পক্ষ থেকে পরিদর্শনে এসেছিলেন এক প্রতিনিধি দল।বৈঠকে তাদের আমরা বিভিন্ন বিষয় গুলি জানিয়েছি।তারা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল,ওমেন ওয়ার্কিং হোস্টেল পরিদর্শন করেছেন।"এদিন পরিদর্শনে তাদের সাথে ছিলেন গোপীবল্লভপুরের চিকিৎসক বিধায়ক খগেন্দ্রনাথ মাহতো।বিধায়ক বলেন " ঝাড়গ্রামে মেডিক্যাল কলেজ মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প।মেডিক্যাল কলেজের জন্য কি পরিকাঠামো রয়েছে দেখতে এসেছিলেন ডাব্লুবিএমএসসিএলের প্রিতিনিধিরা।ঝাড়গ্রামে মেডিক্যাল কলজে চালু হলে জঙ্গলমহলের মানুষ আরো বেশি করে স্বাস্থ্য পরিষেবা পবেন।এটা আমাদেরও স্বপ্ন।'

সিপিএম পশ্চিম জেলা কমিটির নেতৃত্ব বিভিন্ন ইস্যুতে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। ছবি নিজস্ব।

সোমবার সকাল আনুমানিক দশটায় উদয়পুর টেপানিয়া ব্লকের শালগড়া স্থিত পাগল হরি আশ্রমের সামনে বৃষ্টির সময় গাছটি একটি বাইকের উপর ভেঙে পড়ে। ছবি-নিজস্ব।

# লোকাল ট্রেন চালুর দাবিতে এবার দমদম ক্যান্টনমেন্টে যাত্রীদের বিক্ষোভ

কলকাতা, ২৮ জুন (হি. স.) : শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার পর এবার লোকাল ট্রেন চালুর দাবিতে এবার বনগাঁ শাখায় রেল অবরোধ হল। সোমবার সকালে দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে স্টাফ স্পেশ্যাল ট্রেনে সকলের চড়ার দাবিতে অবরোধ করেন নিত্যযাত্রীরা। গত সপ্তাহে পরপর দু'দিন লোকাল ট্রেন চালুর দাবিতে যাত্রী বিক্ষোভের উত্তাল হয়ে উঠেছিল শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার সোনারপুর, মল্লিকপুর স্টেশন।

দমদমে বিক্ষোভকারীদের দাবি, রোজকার কাজকর্ম করার জন্য বেরতেই হচ্ছে। এই স্টাফ স্পেশ্যাল ট্রেনে শুধু জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্তদেরই নয়, উঠতে দেওয়া হোক সকলকেই। নয়ত পুরোদমে লোকাল ট্রেন চালু করে দেওয়া হোক। সপ্তাহের প্রথম কাজের দিন তাঁদের অবরোধের জেরে আটকে পড়ে বেশ কয়েকটি স্টাফ স্পেশ্যাল ট্রেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রেলপুলিশ ও স্থানীয় থানার পুলিশ। বিক্ষোভ থামাতে গিয়ে আক্রান্ত হন আরপিএফ জওয়ানরা।

দমদম ক্যান্টনমেন্টে সকাল সাড়ে ৯ টা থেকে অবরোধ শুরু করেন যাত্রীরা। স্টাফ স্পেশ্যাল ট্রেনে সবাইকে ওঠার অনুমতি দিতে হবে, এই দাবি তোলেন তাঁরা। ঘটনাস্থলে গিয়ে আরপিএফ, জিআরপি ও পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তারা তাঁদের সঙ্গে কথা বলে বোঝানোর চেষ্টা করেন। এ বিষয়ে সরকারের অনুমোদন ছাড়া কোনও সিদ্ধান্ত রেল নিতে পারবে না বলে জানানো হয়। শেষে ঘন্টাখানেক পর ওঠে অবরোধ। বিশেষ ট্রেন চালানোয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কায় গত সপ্তাহে রেলের তরফে ফের রাজ্যের কাছে আবেদন জানানো হয়। বাড়তি ভিড় সামাল দিতে আজ থেকে শিয়ালদহ শাখায় আরও বাড়তি স্টাফ স্পেশ্যাল চালানো হচ্ছে।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

## জরুরী পরিষেবা

**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৮৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

# হাওয়াইবাড়িতে পানীয় জলের তীব্র সংকট

**নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া,২৮ জুন।।** পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পাওয়া যায় না। তাই পশ্চিম হাওয়াই বাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২নং ওয়ার্ডে জল সংকট। জল সংকট নিরসনে স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে উদ্যোগ নিলেও বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় পাথর। মাটির গভীরে পাথর থাকার কারণে জল স্তর পাওয়া যাচ্ছে না।পশ্চিম হাওয়াই বাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২নং ওয়ার্ডে ৩০/৩৫টি পরিবার জল সংকটে ভোগছিল। এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে পশ্চিম হাওয়াই বাড়ী পঞ্চায়েতের উদ্যোগে ২নং ওয়ার্ডে সাবমার্জিবল মিনি ডিপ টিউবওয়েল বসানোর জন্য কাজে হাত দিয়েছিল।২৪০ ফুট ড্রাইভিং এর পরই পাওয়া যায় পাথর। জল স্তর পাওয়া যায়নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে সাবমার্জিবল মিনি ডিপ টিউবওয়েল বসানোর কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। পঞ্চায়েত থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় আগামী কিছুদিন পর আরও উন্নত মানের মেশিন ব্যবহার করে সাবমার্জিবল মিনি ডিপ টিউবওয়েল বসানো কাজ পুনরায় চেষ্টা চালানো হবে। মূলত মাটির গভীরে পাথর থাকার কারণে জল স্তর পাওয়া যাচ্ছে না। অপরদিকে সাবমার্জিবল মিনি ডিপ টিউবওয়েলটি বসাতে না পারায় পঞ্চায়েতের ২নং ওয়ার্ড বাসীদের জল সংকট একই তিমিরে।

# ভারতে ৪০.৬৩-কোটির উর্ধে কোভিড-টেস্ট সুস্থতা ক্রমেই উর্ধমুখী

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন (হি.স.): ভারতে ৪০.৬৩-কোটির উর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। সোমবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৭ জুন সারা দিনে ভারতে ১৫,৭০,৫১৫ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৪০,৬৩,৭১,২৭৯-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৫,৭০,৫১৫ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৬ হাজার ১৪৮ জন।

বিগত ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমেছে ১৩,৪০৯ জন, ফলে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৫,৭২,৯৯৪ জন (১.৮৯ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৫৮ হাজার ৫৭৮ জন। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ৩,৯৬,৭৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৩১ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৯৭৯ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২,৯৩,০৯,৬০৭ জন (৯৬.৮০ শতাংশ)।

# পাথারকান্দিতে গত আটদিনে অনাদায়ী বিদ্যুৎ মাশুল আদায় সোয়া কোটি টাকার বেশি, অনিয়মিত প্রায় ৭৫০ গ্রাহকেটর সংযোগ ছিন্ন

পাথারকান্দি (অসম), ২৮ জুন (হি.স.) : অসমে নতুন সরকারের মুখ্যেমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার কড়া অবস্থানে এবার অনাদায়ী কোটি কোটি উদ্ধার করছেন বিভাগীয় আধিকারিকরা। রাজ্যের বিদ্যু ৎ মন্ত্রী বিমল বরার নির্দেশে গোটা রাজ্যের সাথে সংগতি রেখে গত ২০ জুন থেকে অনাদায়ী বিদ্যুসৎ বিল আদায়ে তৎপর হয়ে উঠেছেন বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানির (এপিডিসিএল) আধিকারিকবর্গ। জানা গেছে, গত আট দিনে প্রায় সোয়া কোটি টাকার বেশি বকেয়া বিল আদায় হয়েছে পাথারকান্দিতে। পাশাপাশি প্রায় ৭৫০ জন অনিয়মিত বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সংযোগ ছিন্ন করা হয়েছে। বিদ্যুিৎ কোম্পানির এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল এবং এলাকার সচেতন নাগরিকরা। এ ব্যাপারে পাথারকান্দি এপিডিসিএল-এর দায়িত্বপ্রাপ্ত এসডিই বিশ্বরূপ দাস জানান, পাথারকান্দিতে প্রায় ৪০ হাজারের মতো নিয়মিত বিদ্যাৎ গ্রাহক রয়েছেন। এ ছাড়া আরও প্রায় ১৫ হাজার গ্রাহক রয়েছেন যাঁদের নাম আজও এপিডিসিএল-এর খাতায় লিপিবদ্ধ হয়নি। এই সব গ্রাহকদের সরকারি ভাবে বিনামূল্যে দীনদয়াল উপাধ্যাপয় সৌভাগ্যর যোজনার মাধ্য মে বিদ্যু সংযোগ স্থাপন করে দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া তালিকাভুক্ত গ্রাহকদের সিংহভাগই দীর্ঘদিন ধরে নানা অজুহাতে তাঁদের প্রদেয় বিদ্যুগৎ বিল আটকে রেখেছিলেন। এতে মোটা অঙ্কের সরকারি রাজস্ব বকেয়া ছিল। ফলে সরকারকে অনাদায় বিদ্যু ৎ বিল নিয়ে বেকায়দায় পড়ার মতো উপক্রম দেখা দেয়।

এই পরিস্থিতিতে বিভাগীয় মন্ত্রীর কড়া পদক্ষেপে আদাজল খেয়ে প্রশাসনের লোকদের সঙ্গে নিয়ে মাঠে নামেন স্থানীয় বিদ্যাৎ কোম্পানির কর্মীরা। গত আট দিন ধরে বিদ্যুৎে বিভাগের কর্মীরা এলাকার চেরাগি, পাথারকান্দি, আটখলা, আসিমগঞ্জ, কানাইবাজার, বারইগ্রাম প্রভৃতি এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় ১.২৫ কোটি টাকার উপর বকেয়া বিল আদায় করার পাশাপাশি প্রায় সাড়ে সাতশো জন অনিয়মিত গ্রাহকদের বিদ্যাৎ সংযোগ ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে। অবশ্যক এর আগে গোটা এলাকায় মাইকযোগে প্রচার চালিয়ে সরকারের এই সিদ্ধান্তের কথা গ্রাহকদের জানিয়ে দিয়েছিল বিদ্যু ৎ কোম্পানি।

এসডিই বিশ্বরূপ দাস আরও জানান, যাঁদের বকেয়া বিদ্যুবৎ বিলের পরিমাণ পাঁচ হাজার টাকার উপর তাদেরকে এই প্রক্রিয়ায় এনে বিদ্যাৎ মাশুল আদায়ের প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। যাঁরা বিলের টাকা পরিশোধ করতে অনিচ্ছুক তাদের বিদ্যুমৎ সংযোগ ছিন্ন করা হচ্ছে। তবে যাঁদের বকেয়া মাশুল বেশি, তাঁদেরকে কিস্তিতে বিল পরিশোধ করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। তিনি জানান, পাথারকান্দি এলাকার প্রায় দশ শতাংশ গ্রাহকেদর বিদ্যুথৎ বিলের দেড় লক্ষাধিক টাকা করে আনাদায় হয়ে পড়ে রয়েছে। এই অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন এসডিই বিশ্বরূপ দাস।

# ভোট পরবর্তী হিংসায় নারী নির্যাতন দেশভাগের সময়ের থেকেও মারাত্মক, মনে করছে বিজেপি

কলকাতা, ২৮ জুন (হি.স.) :এ বার দলের কার্যকারিণী সমিতির বৈঠকে রাজনৈতিক প্রস্তাবে পশ্চিমবঙ্গের নারী নির্যাতনের অভিযোগকে বড় আকারে নিয়ে আসতে চাইছে বিজেপি। মঙ্গলবার দলের কার্যকারিণী বৈঠকে যে 'রাজনৈতিক প্রস্তাব' পেশ করা হবে, তাতেই ওই অভিযোগ আনতে চাইছে বিজেপি।

বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যে ভোট-পরবর্তী হিংসা নিয়ে সরব রাজ্য বিজেপি। এ নিয়ে রাজভবন থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সর্বত্র অভিযোগ জানিয়েছে গেরুয়া শিবির। গিয়েছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন থেকে আদালতে। সোমবার দুপুর পর্যন্ত খবর, খসড়া প্রস্তাবে বাংলার বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে দেশভাগের সময়ের তুলনা করা হয়েছে। বিজেপি সূত্রে খবর, প্রস্তাবে বলা হবে, ভোট পরবর্তী হিংসায় যে ভাবে নারী নির্যাতন হয়েছে তা দেশভাগের সময়ের থেকেও মারাত্মক।

সাম্প্রতিক কালে ধনকরও রাজ্যে ভোট-পরবর্তী সন্ত্রাস নিয়ে বারবার সরব হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠিতে রাজ্যপাল লিখেছিলেন, 'ভোটের পর বহু মানুষ হিংসার কবলে পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন। বিরোধীদের প্রচুর সম্পত্তি নষ্ট করা হয়েছে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো ঘটনা অব্যাহত। চলছে নারী নির্যাতনও রাজ্যের এই পরিস্থিতি নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও আপনি নীরব থেকেছেন।

# ভিলেজ কার্য্যালয়ে তালা দিয়ে রেগার কাজ বন্ধ করল বহিরাগতরা, কাঠগড়ায় তিপ্রা মথা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া,২৮ জুন।।** তিপ্রা মাথার নামধারী গাড়ি বোঝাই করে ৫০ অধিক বহিরাগত লোকে বন্ধ করে দিল প্রায় আড়াইশো পরিবারের এম জি এন রেগা। উক্ত ঘটনায় ঘট গোটা এলাকা জুড়ে বিরাজ করছে ক্ষোভ। একাংশ রেগা কর্মীরা বাহবা বাহবা দিচ্ছে। বহিরাগতরা ভিলেজ কার্যালয় তালা ঝুলিয়ে দেয়। ঘটনা তেলিয়ামুড়া মহাকুমার মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের মহারানীপুর এডিসি ভেলিজে সোমবার। সংবাদে জানা যায় মুঙ্গিয়াকামি ব্লক প্রশাসন থেকে এম জি এন রেগা প্রকল্পের মাধ্যমে ১৫ দিনের কাজের বরাদ্দ হয়। সে অনুসারে সেই পঞ্চায়েত সচিব এবং রেগা মাস্টার কয়েকদিন কাজও করে নেই। সোমবার কয়েকটি গাড়ি বোঝাই করে তিপ্রা মথার নাম নিয়ে রেগা শ্রমিকদের কাজ করতে বারণ করে। এক সময় রেগা শ্রমিকরা তাদের সামনে বিক্ষোভ দেখালেও পরে অবশ্যই রেগা শ্রমিকরা তাদের কথা মানতে বাধ্য হয়। পরে অবশ্যই কল্যাণপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনলেও এখন পর্যন্ত পঞ্চায়েত অফিসে তালা ঝুলানো রয়েছে। এদিকে ব্লক প্রশাসনের তরফ থেকে তদারকি এবং খোঁজখবর নেওয়ার জন্য কেউই যাননি বলে জানা যায়। এখন দেখার বিষয় আগামী দিনে ওই জাগাত শ্রমিকরা কি বাকি কাজ গুলি করতে পারবে।

**গন্ডাছড়া সংযোজন ঃ** রেগার কাজের দাবীতে প্রতিছড়ী ভিলেজ কার্যালয়ে তালা ঝুলালো তিপ্রামথা দলের সদস্যরা। রাজ্যে এডিসি নির্বাচনের ফলাফলের প্রকাশের পর থেকে এডিসি এলাকায় তিপ্রামথা দলের লোকজনেরা সঠিকভাবে কাজ পাচ্ছেনা বলে অভিযোগ। আবারো কোথাও কোথাও কাজ করলে সঠিকভাবে রেগার টাকা পাচ্ছেনা বলে অভিযোগ উঠেআসছে। এরইমধ্যে বগাফা ব্লকের অন্তর্গত পতিছড়ী ভিলেজ কার্যালয়ে রেগার কাজ সঠিকভাবে পাচ্ছেনা বলে অভিযোগকরে সোমবার ভিলেজ কার্যালয়ে তালা ঝুলালো তিপ্রা মথা দলের সদস্যরা। অফিসে বন্দীকরে রাখাহলো সেক্রেটারী সহ ভিলেজ কার্যালয়ে কর্মরত অন্যান্য কর্মীদের। পরবর্তী সময় এই ঘটনার খবরপেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় শান্তির বাজার থানার পুলিশ। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে অফিস কর্মীদের তালা বন্দী অবস্থা থেকে মুক্ত করলো পুলিশ।

# বাম বিধায়কের উপর হামলার প্রতিবাদে নানা জায়গায় বিক্ষোভ প্রদর্শন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৮ জুন।।** গত কালকে ৩৪ রাজনগর মন্ডলের সভাপতি সহ ভারতীয় জনতা পাটির কার্য্যকতাদের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে আজকে বিলোনিয়া মন্ডলের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করা হয়! সোমবার বিকেল তিনটা নাগাদ মিছিলটি বিলোনিয়ার মন্ডল কার্যালয় থেকে বের হয়ে বিলোনিয়ার বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করে, এরপর বিলোনিয়ার ১ নং বাজারে এসে পথ সভায় মিলিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ৩৫ বিলোনিয়া বিধানসভার বিধায়ক অরুন চন্দ্র ভৌমিক, দক্ষিণ জেলার জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিভীষণ চন্দ্র দাস, বিজেপির মন্ডল সভাপতি গৌতম সরকার সহ অন্যান্যরা।

**খোয়াই সংযোজন ঃ** পেট্রোপণ্য ও ভোজ্যতেল সহ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিরোধের দাবী সহ চার দফা দাবীর ভিত্তিতে ও রবিবার বিলোনিয়ার রাজনগরে বিধায়ক সুধন দাসের ওপর গেরুয়া বাহিনীর হামলা আক্রমণের বিরুদ্ধে খোয়াইয়ে সোমবার সি পি আই ( এম)র মিছিল।গর্জমান মিছিল বেলা সাড়ে দশটায় সিপিএম খোয়াই জেলা কার্য্যালয়ের সামনে থেকে বের হয়ে বনকর, জ্যোতি সিনেমা হল রোড, নিবেদিতা পার্ক, এন সি এভিনিউ, সুভাষপার্ক, বিবেকানন্দ সরণী হয়ে টি কে ডি কে রোড, লালছড়ায় গিয়ে পৌঁছানোর পরই শুরু হয় বৃষ্টি। পরে সপ্তপ্রদীপ কর্ণার হয়ে শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতন দ্বাদশ স্কুলের সামনের রাস্তা দিয়ে এসে আবার সিপিএম খোয়াই জেলা কার্য্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়। এদিনকার মিছিলে সামিল হন সিপিএম নেতা সুখেন্দু বিকাশ দে, বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস, সিপিএম নেতা বিদ্যুৎ ভট্টাচার্য, পলাশ ভৌমিক, শুক্লা সেনগুপ্তা , কানন দত্ত, নন্দলাল গোপ , বিষ্ণুজিৎ দস্তিদার সহ অন্যান্যরা।

**গন্ডাছড়া সংযোজন ঃ** সিপিআই(এম) বিধায়ক সুধন দাসের উপর আক্রমনের প্রতিবাদে গোটা রাজ্যের সাথে গন্ডাছড়া মহকুমাতেও সোমবার বিক্ষোভ কর্মসূচি সংগঠিত করা হয়। এদিন সিপিআই(এম) গন্ডাছড়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে গন্ডাছড়া থানার সামনে বিধায়ক সুধন দাসের উপর আক্রমনকারীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে প্রচন্ড ঝড় বৃষ্টির মধ্যেও বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম) রাজ্য কমিটির সদস্য ললিত ত্রিপুরা, গন্ডাছড়া মহকুমা সম্পাদক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, সিআইটিইউ গন্ডাছড়া মহকুমা সম্পাদক সুশান্ত হাজারি, নারী নেত্রী অর্চনা দাস, যুব নেতা বিশ্বজিত সরকার, শৈলেশ দাস প্রমুখ।

## কমে ৯৭৯

● প্রথম পাতার পর

শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৩২ কোটি ৩৬ লক্ষ ৬৩ হাজার ২৯৭ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে।

## কংগ্রেস

● প্রথম পাতার পর

নির্বাচন লড়াই করেছিল। আর এখন অধিকাংশ দলীয় কার্যালয় শাসকদল জোর করে কংগ্রেসের কাছ থেকে দখল করে নিজেদের কাজ করছে। গণতন্ত্র বলে কিছু নেই। লজ্জা থাকা দরকার মুখ্যমন্ত্রীর। রাজ্যপালের কাছে দাবি জানানো হবে বিজেপি থেকে সেসব দলীয় কার্যালয় পুনরায় কংগ্রেসকে হস্তান্তর করতে ব্যবস্থা নিতে হবে। কারণ কোনো সভ্যসমাজ এ ধরনের কার্যকলাপ মেনে নেবে না। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নৈতিক অধিকার হারিয়ে ফেলেছেন। কারণ তিনি যদি বলে থাকেন দলের কর্মীদের এ ধরনের সন্ত্রাসী মূলক কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য, তাহলে কর্মীরা কিভাবে এ ধরনের সন্ত্রাস করে রাজ্যের কংগ্রেস কার্যালয় দখল করে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি।

## মহিলা

● প্রথম পাতার পর

রুটিন তালাশি চালান জওয়ানরা। তখন ওই তিন মহিলার হেফাজত থেকে গাঁজাগুলি উদ্ধার করা হয়েছে। গাঁজাগুলি আগরতলা থেকে বিহারে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল তাদের, জানান আধিকারিকটি। বাজেয়াপ্তকৃত গাঁজাগুলির বাজারমূল্য এক লক্ষ টাকার বেশি হবে বলে জানান তিনি।

## মাধ্যমে

● আটের পাতার পর

অন্তত বাঙালিরা যদি একটু সমঝে বলে এবার।" এই বিতর্কের মাঝেই দেবাশিস মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, "ওঁর পুত্রও ইংরেজিতে "রে" উচ্চারণ করেন।

ছেলেবেলা থেকে শুনে আসা অসংখ্য রায়বাহাদুর আর রায়ের নাম শুনে আসা বাঙালির অনেকে স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিতে পারছেন না 'রে' কথাটা। পশ্চিমী ঘরানায় উচ্চারণে যাঁরায় গর্ব অনুভব করেন, তাঁদের কাছে এটা অবশ্য বিবেচ্য বিষয়ই নয়। তা না হতেই পারে! কিন্তু যাঁদের কানে গেঁথে আছে 'লাজে রাঙা হল কনে বৌ গো'-মত লোকগান, তাঁরা কি রে কথাটা মেনে নেবেন? তাঁদের ঠেঁটের আগায় চলে আসবে 'রায়বাঘিনী ননদী খোঁটা দিও না'।

## পূর্ব থানা ঘেরাও

● প্রথম পাতার পর

জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে সিপিআইএমের পক্ষ থেকে আগরতলা পূর্ব থানায় প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংগঠিত করা হয়। ঘটনার খবর পেয়ে পূর্ব থানায় বিক্ষোভ স্থলে ছুটে আসেন সিপিআইএম পশ্চিম জেলা কমিটির সম্পাদক রতন দাস সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। পশ্চিম জেলা সম্পাদক রতন দাস এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। ঘটনার সঙ্গে জড়িত বিজেপি আশ্রিত দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন তিনি। তিনি জানান জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট চার দফা দাবি নিয়ে পূর্ব অঞ্চল কমিটির পক্ষ থেকে যখন ধলেশ্বর সিপিআইএম অফিসের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ ও সংগঠিত করা হচ্ছিল তখন বিজেপি আশ্রিত দুস্কৃতিকারীরা আন্দোলনকারীদের উপর হামলা চালায়। তিনি বলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী এলাকায় এ ধরনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ খুবই উদ্বেগজনক। বিরোধীদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলন কর্মসূচি করতে দিচ্ছে না বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যপাল প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কোন ধরনের আক্রমণ সংঘটিত হবে না। কিন্তু তাদের সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হচ্ছে না বলে তিনি অভিযোগ করেন। রাজ্যকে সমাজবিরোধীদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। এ ধরনের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন সিপিআইএম পশ্চিম জেলা সম্পাদক রতন দাস। অবিলম্বে রাজ্যে আইনের শাসন ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি দাবি জানিয়েছেন।

রাজধানী আগরতলা শহরের ধলেশ্বরে সিপিআইএমের আন্দোলন কর্মসূচির উপর বিজেপি আশ্রিত সন্ত্রাসবাদীদের হামলার ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে সোমবার সিপিআইএম সাংবাদিক সম্মেলন করে। সাংবাদিক সম্মেলনের বিভাগীয় সম্পাদক শুভাশিস গাঙ্গুলী পরপর এসব হিংসাত্মক ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান। তিনি বলেন গতকাল রাজনগরে বিধায়ক সুধন দাসকেও রক্তাক্ত করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন পিপলস রিলিফ ভলান্টিয়ার্সরা এই সংকটময় মুহূর্তে মানুষের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন। সোমবার জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আন্দোলন করতে গিয়ে ধলেশ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন সিপিআইএম নেতা কর্মী সমর্থকরা। আক্রান্ত দলীয় কর্মী সমর্থকরা আত্মরক্ষার জন্য সিপিআইএমের পূর্বাঞ্চল অফিসে আসলে সেখানেও তাদের উপর দুর্বৃত্তরা আক্রমণ চালায়। পার্টি অফিসে তারা ভাঙচুর চালায় বলে তিনি অভিযোগ করেন।

সিপিআইএম সদর বিভাগীয় সম্পাদক শুভাশিস গাঙ্গুলী আরো অভিযোগ করেন, রাম ঠাকুর সংঘ সংলগ্ন এলাকায় সিপিআইএম দক্ষিণাঞ্চল কমিটির আন্দোলন কর্মসূচির ওপর বিজেপি আশ্রিত দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়েছে। সেখানে দুজন নেতা প্রাপ্ত হয়েছেন। শুভাশিস বাবু আরো বলেন, বিজেপি যেখানে স্লোগান তুলেছে এবং রাজ্যে জরুরি অবস্থা ফিরিয়ে আনতে দেওয়া হবেনা ঠিক সেই সময়ে একের পর এক ঘটনা কিসের ইঙ্গিত বহন করছে। এই রাজ্যে গণতান্ত্রিক উপায়ে বিরোধী দলকে আন্দোলন করতে দিচ্ছে না বলে তিনি অভিযোগ করেন।বিরোধী দল সিপিআইএম এসব হামলা হুজ্জোতি উপেক্ষা করে আন্দোলন কর্মসূচি অব্যাহত রাখবে বলেও পাল্টা হুঁশিয়ার দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

## বুথস্তরের

● প্রথম পাতার পর

কথাও উল্লেখ করেন দেব। তিনি বলেন, '২ লক্ষ ৩০ হাজার কৃষক লাভান্বিত হচ্ছেন। এখনও পর্যন্ত এই প্রকল্পে ত্রিপুরায় এসেছে ৩১৫ কোটি টাকা। আমাদের মতো ছোট রাজ্যের ক্ষেত্রে যা বিরাট ব্যাপার। তা ছাড়া ধানের সহায়ক মূল্য বাবদ ১০৯ কোটি টাকা এসেছে ত্রিপুরায়। ডিসেম্বর থেকে ধানের সহায়ক মূল্য কুইন্টাল প্রতি ১৯৪০ টাকা করে পাবেন কৃষকরা। আগেকার সরকারের সময়ে এমএসপি-র ব্যাপারই ছিল না। মুখে কৃষকদের কথা বললেও সবচেয়ে বেশি যদি কৃষক আর শ্রমিকদের কেউ শোষন করে থাকে তাহলে সেটা কমিউনিস্ট পার্টি। দিল্লিতে কৃষকদের নামে আন্দোলন চালালেও ত্রিপুরা থেকে এক জন কৃষককেও সেখানে নিয়ে যেতে পারেনি। কারণ আজকে ত্রিপুরার কৃষকরা সবুজ ক্ষেতে তাঁদের সোনার ফসল ফলাচ্ছেন এবং লাভান্বিত হচ্ছেন।'

তেইশের মহড়া যখন শুরু হয়ে গিয়েছে তখন এদিন আঠারোর ভোটের জয়কে ঐতিহাসিক বলে উল্লেখ করেন বিপ্লব দেব। তিনি বলেন, 'ত্রিপুরা প্রদেশের কার্যকর্তারা ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণের সাক্ষী। কারণ অতি কম সময়ের মধ্যে আমরা ত্রিপুরায় বিরোধী দল থেকে সরকারের দায়িত্বে এসেছি। আগে একটাও জেলা পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েত ছিল না ভারতীয় জনতা পার্টির। কিন্তু সমস্ত জেলা পরিষদ, সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতি, প্রায় সব গ্রাম পঞ্চায়েত আজকে আমাদের। দুটি লোকসভার দুটিতেই ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিনিধি।'

সিপিএমের সমালোচনা করে বলেন ওরা পিছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারে এসেছে সামন দিয়ে, মানুষের হৃদয় জয় করে। মানুষ যে দায়িত্ব দিয়েছে সরকার সেই মতো কাজ করছে।

আমরা যখন সরকারে এলাম তখন নিন্দুকদের কেউ কেউ বলেছিল, প্রথমবার বিধায়ক হয়েই মন্ত্রী, কোনও অভিজ্ঞতা নেই। কাদের থেকে অভিজ্ঞতা নেব, চোরেদের থেকে? আগের সরকারের দু'নম্বর মন্ত্রীকে জেলে পুড়তে হয়েছে, তৎকালীন মুখ্যসচিবকে জেলে পুড়তে হয়েছে। ভগবানের আশীর্বাদে এমন অভিজ্ঞতা আমাদের হয়নি।

## পেঁচারথলে

● প্রথম পাতার পর

বলে অভিযোগ।পেঁচারথল এলাকা সহ সেখানকার জাতীয় সড়ক রীতিমতো দখল নেয় মথার কর্মীরা।

পরিস্থিতি মোকাবেলায় ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় পুলিশ টিএসআর ও অতিরিক্ত নিরাপত্তা কর্মী।ছুটে আসেন জেলা পুলিশ সুপারও।দুই রাজনৈতিক দলের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া উত্তপ্ত পরিস্থিতি সামলাতে একটা সময় টিআর গ্যাসের সেল ফাটাতে হয় পুলিশকে।অবশ্য তিপ্রা মথার কর্মীদের ভয়ে একটা সময় পিছু হটে বিজেপি কর্মীরা। অন্যদিকে তিপ্রামথার কর্মীদের দিকে পাল্টা মারধোরের অভিযোগ তুলে বিজেপিও।অবশ্য আক্রান্ত বিএসি চেয়ারম্যান দাবি করেন বিষয়টি প্রথমে রাজনৈতিক না থাকলেও পরে ঘটনার সাথে রাজনৈতিক রং জড়ানোর চেষ্টা হয়। ঘটনার পর অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল করে পেঁচারথল থানায় হাজির হয় মথার কর্মী সমর্থকেরা।তারা ১২ জন বিজেপি কর্মীর নামে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে।আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার না করলে আন্দোলনে নামার হুশিয়ারী দেন মথার নেতৃত্ব।সব মিলিয়ে দুই রাজনৈতিক দলের সংঘর্ষে উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজ করছে এলাকায়।ঘটনায় তীব্র আতঙ্কে ভূগছেন এলাকার মানুষ।এদিকে পুলিশ শান্তি বজায় রাখতে তৎপর।এলাকায় মোতায়েত করা হয়েছে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী।ঘটনাকে ঘিরে থমথমে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে গোটা এলাকায়।

## আহত আট

● প্রথম পাতার পর

সংঘর্ষে দু"পক্ষের মধ্যে মোট ৮ জন আহত হয়। জানা গেছে ,দুই পক্ষ থেকেই মামলা ও পাল্টা মামলা করা হয় কলমচৌড়া থানায়। বাড়ির মালিক আবুল কাশেম তার পুত্র সন্তানদের নিয়ে থানায় মামলা করতে গেলে তাদের মোট চার জনকে আটক করে রাখে বলে অভিযোগ। এ ব্যাপারে কলমচৌড়া থানায় মামলা দায়ের করা হলেও এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার সংবাদ নেই। এলাকাবাসী অভিযোগের আঙুল তুলেছেন পুলিশের বিরুদ্ধে। পুলিশ সবকিছু জেনেশুনে আইনানুগ কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে অভিযোগ। পুলিশ এবং বিএসএফকে ম্যানেজ করে এভাবে কাঁটাতারের বেড়া কেটে বাংলাদেশে গরু পাচার করা হচ্ছে। সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী নিরীহ মানুষ গরু পাচারে সাহায্য করতে অস্বীকার করলেই তাদের উপর হামলা সংগঠিত করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ।

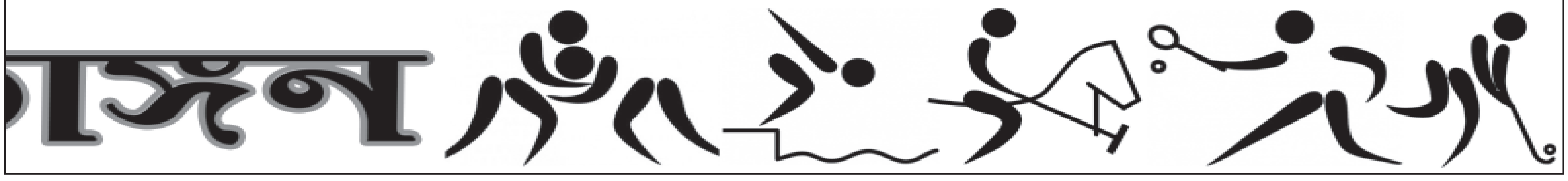

# শ্যুটিং বিশ্বকাপে ২৫ মিটারে পিস্তল ইভেন্টে দেশকে সোনা এনে দিলেন রাহি সর্নোবত

জাগ্রেব, ২৮ জুন (হি.স.) : টোকিও অলিম্পিক্সের ঠিক আগেই আইএসএসএ শ্যুটিং বিশ্বকাপে ২৫ মিটারে পিস্তল ইভেন্টে দেশকে সোনা এনে দিলেন রাহি সর্নোবত।ক্রোয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত আইএসএসএফ শ্যুটিং বিশ্বকাপে ২৫ মিটারে পিস্তল ইভেন্টে সোনা পেয়ে নিজের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নিলেন রাহি। একই সঙ্গে দেশকেও গর্বিত করলেন। এই বিশ্বকাপে রাহি সর্নোবতই ভারতকে প্রথম সোনা এনে দিলেন। এর আগে ভারত একটি রূপো এবং দু'’টি ব্রোঞ্জ পেয়েছিল।

৫৯১ পয়েন্ট পেয়ে এই ইভেন্টের ফাইনালের জন্য রাহি যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। রবিবার এবং সোমবারের র‍্যাপিড ফায়ার রাউন্ডে যথাক্রমে ২৯৫ ও ২৯৬ পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেছিলেন তিনি। ফাইনালেও বাজিমাত করেন ৩০ বছরের রাহি। বিশ্বকাপের ২৫ মিটার পিস্তল ইভেন্টের ফাইনালে ৩৯ পয়েন্ট পেয়ে সোনার হাসি হাসলেন রাহি। রাহি এর আগেও বিশ্বকাপ থেকে দু'’টি সোনা এবং একটি ব্রোঞ্জ পেয়েছিলেন। ২০১০ এবং ২০১৪ কমনওয়েলথ গেমসেও সোনা জিতেছিলেন মহারাষ্ট্রের শ্যুটার। এমন কী ২০১৯-এ জার্কাতা এশিয়ান গেমসের ২৫ মিটার পিস্তল ইভেন্টেও সোনা পেয়েছিলেন রাহি।

এ দিন রাহির চেয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকা ফ্রান্সের মাথিলদে লামোলে অনেকটা পিছনেই শেষ করেছেন। তাঁর সংগ্রহ ৩১ পয়েন্ট। রাহির এই সাফল্যে তাঁকে নিয়ে নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে ভারত। অলিম্পিক্সে তাঁর গলায় পদক উঠতে দেখার অপেক্ষায় দেশবাসী।

এদিকে, মনু ভাকের আবার মোট ৫৮৮ পয়েন্ট নিয়ে ফাইনালে উঠেছিলেন। রবিরার এবং সোমবারের র‍্যাপিড ফায়ার রাউন্ডে যথাক্রমে ২৯২ এবং ২৯৬ পেয়েছিলেন মনু। তবে ফাইনালে নিরাশ করেন তিনি। মনু আবার ১১ পয়েন্টের বেশি পাননি।

# জৈব সুরক্ষা বলয়ের নিয়ম ভাঙায় সাসপেন্ড করা হল শ্রীলঙ্কার তিন ক্রিকেটারকে

লন্ডন, ২৮ জুন (হি.স.) : সাসপেন্ড ইংল্যান্ড সফররত শ্রীলঙ্কার তিন ক্রিকেটার। জৈব সুরক্ষা বলয়ের নিয়ম ভাঙায় তিন ক্রিকেটার কুশল মেন্ডিস, নিরোশান ডিকওয়েলা এবং দনুষ্কা গুনাথিলাকাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। এবং ইংল্যান্ড থেকে সোজা দেশে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে।

রবিবার রাতে এক জনৈক ব্যক্তি ডারহ্যামের রাস্তায় শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটারদের দেখতে পেয়ে, তাদের ভিডিয়ো করে সেটা সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়ার পর থেকেই সমালোচনার ঝড় বয়ে চলেছে। এই ঘটনার পরেই তদন্ত শুরু করে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট ম্যানেজমেন্ট। দোষ প্রমাণ হওয়ায় তিন ক্রিকেটারকেই সাসপেন্ড করা হয়। শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট বোর্ডের সচিব মোহন দি সিলভা বলেছেন, জৈব সুরক্ষা বলয়ের নিয়ম ভাঙার জন্য কুশল মেন্ডিস, দনুষ্কা গুনাথিলাকা এবং নিরোশান ডিকওয়েলাকে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ডের কার্যনির্বাহী কমিটি সাসপেন্ড করেছে এবং তিন জনকেই শ্রীলঙ্কায় ফিরিয়ে আনা হচ্ছে।’রবিবার গভীর রাত থেকেই একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। যেখানে দেখা গিয়েছে, বেশি রাতে শ্রীলঙ্কার দুই ক্রিকেটার কুশল মেন্ডিস এবং নিরোশান ডিকওয়েলা ডারহ্যামের রাস্তায় বসে রয়েছেন। সম্ভবত তারা সেলিব্রেশন করতে বেড়িয়েছিলেন। ভিডিয়োতে দুই ক্রিকেটারকে দেখা গেলেও, তদন্তে জানা যায়, এঁদের সঙ্গে দনুষ্কাও ছিলেন। স্বভাবতই জৈব সুরক্ষা বলয়ের নিয়ম ভাঙার অভিযোগে তিন জনকেই কঠোর শাস্তি পেতে হল।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হওয়ার পরেও তাঁদের এই আচরণে ক্ষুব্ধ শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট ম্যানেজমেন্ট। প্রশ্ন উঠে গিয়েছে তাঁদের দায়বদ্ধতা নিয়েও।

# কোপায় ইকুয়েডরের বিরুদ্ধে ড্র করল ব্রাজিল

ব্রাসিলিয়া, ২৮ জুন (হি.স.) : কোপা আমেরিকায় ব্রাজিলের জয়রথ থামিয়ে দিল ইকুয়েডর। টানা ১১ ম্যাচ পর জিততে পারল না ব্রাজিল। রবিবার কোপার গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ইকুয়েডরের বিরুদ্ধে ১-১ গোলে অমীমাংসিত ম্যাচ শেষ হল।

পরের রাউন্ডে যাওয়া নিশ্চিত হয়ে যাওয়া এই ম্যাচে অনেককে বিশ্রাম দিয়েছিলেন ব্রাজিলের কোচ তিতে। তার মধ্যে ছিলেন নেমারও। প্রথম একাদশে সুযোগ পান গ্যাব্রিয়েল বারবোসা, এভার্টন, ডগলাস লুইস, ফ্যাবিনহোর মতো ফুটবলাররা। আক্রমণভাগে লুকায় পাকুয়েতা ভাল খেললেও বাকিরা সে ভাবে সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ। তাও এডের মিলিটাওয়ের গোলে প্রথমার্ধে এগিয়ে যায় ব্রাজিল।

দ্বিতীয়ার্ধে সমতা ফেরান অ্যাঞ্জেল মিনা। ব্রাজিলকে দ্বিতীয়ার্ধে কিছুটা ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। শেষমেশ ডগলাসের বদলে কাসেমিরো নামায় খেলায় গতি আসে। কিন্তু জয়সূচক গোল খুঁজে পায়নি ব্রাজিল। যোগ্যতা অর্জন নিশ্চিত হয়ে যাওয়ায় ইকুয়েডরকেও খুব বেশি আক্রমণে উঠে আসতে দেখা যায়নি। ব্রাজিলের গ্রুপের অন্য ম্যাচে পেরু ১-০ ব্যবধানে হারিয়েছে ভেনেজুয়েলাকেও। ফলে গ্রুপে সবার তলায় শেষ করে বিদায় নিল ভেনেজুয়েলা। ব্রাজিলের সঙ্গেই গ্রুপ থেকে যোগ্যতা অর্জন করল কলম্বিয়া, ইকুয়েডর এবং পেরু।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

# ভারত থেকে আমিরশাহীতে সরল টি-২০ বিশ্বকাপ, ঘোষণা বোর্ড সচিব জয় শাহের

মুম্বই, ২৮ জুন (হি.স.) : প্রত্যাশামতোই ভারত থেকে সরে যাচ্ছে আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপ। করোনা আবহে ক্রিকেটের এই ছোট ফরম্যাটের টুর্নামেন্ট হবে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে। সোমবারই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড(বিসিসিআই)-র পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা আইসিসিকে এই ব্যাপারে জানিয়ে দেওয়া হবে। এদিন বোর্ড সচিব জয় শাহ এমনটাই জানিয়েছেন। যদিও সেখানে বিশ্বকাপ হলেও আয়োজনের দায়িত্ব থাকবে বিসিসিআইয়ের কাঁধেই।

করোনা আবহে ভারতে টি-২০ বিশ্বকাপের আয়োজন করা সম্ভব হবে? এই নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে ২৮ জুন পর্যন্ত ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ডকে সময় দিয়েছিল আইসিসি। এদিনই শেষ হচ্ছে সেই সময়সীমা। এই প্রসঙ্গে জয় শাহ বলেন, ”আইসিসিকে আমরা আজই জানিয়ে দেব ভারত থেকে টি-২০ বিশ্বকাপ সরিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। খুব শীঘ্রই আইসিসি সূচি জানিয়ে দেবে।”

গতবছরই ভারতে আয়োজিত হওয়ার কথা ছিল ছোট ফরম্যাটের বিশ্বকাপের। কিন্তু করোনা আর লকডাউনের জেরে তা পিছিয়ে যায়। প্রথমে অস্ট্রেলিয়া তা আয়োজনের প্রস্তাব দিলেও বিসিসিআই আয়োজনের দায়িত্ব নিজের হাতেই রেখেছিল। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আইসিসি”র কাছ থেকে অতিরিক্ত সময়ও চেয়ে নিয়েছিলেন বোর্ড সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বিসিসিআইয়ের আর্জিতে সাড়া দিয়ে বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা জানায়, ২৮ জুনের মধ্যে নিজেদের সিদ্ধান্তের কথা জানাতে হবে ভারতীয় বোর্ডকে। সেই মতোই এদিন বোর্ডের বিশ্বকাপ আমিরশাহীতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা জানাবে বিসিসিআই।

# ইউরোর প্রি-কোয়ার্টারে সম্মুখ সমরে স্পেন-ক্রোয়েশিয়া

লন্ডন, ২৮ জুন (হি.স.) : ইউরোর প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের সম্মুখ সমরে স্পেন-ক্রোয়েশিয়া। শেষ ষোলো থেকে ইতিমধ্যেই বিদায় নিয়েছে পর্তুগাল। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের বিদায়ে সাবধানী ক্রোয়েশিয়া। এছাড়া গ্রুপ পর্বে দুরন্ত ছন্দে থাকা নেদারল্যান্ডসও নকআউট পর্বে বিদায় নিয়েছে। এই অবস্থা সোমবার রাতে আরও একটি হাইভোল্টেজ ম্যাচ। শেষ আটে ওঠার দ্বৈরথে মুখোমুখি হচ্ছে স্পেন এবং ক্রোয়েশিয়া।

গ্রুপ ই থেকে সুইডেনের পর দ্বিতীয় হয়ে নকআউটের টিকিট হাতে পেয়েছে স্পেন। তবে কোয়ালিফাই করার জন্য গ্রুপের শেষ ম্যাচ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে লুইস এনরিকের শিষ্যদের। শেষ ম্যাচে স্লোভাকিয়াকে গোলের মালা পরিয়ে ছন্দে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছে স্প্যানিশ আর্মাডা। ডেভিড ভিয়া, ফার্নান্দো তোরেসের মতো তারকাদের বিদায়ের পর সেরকম ভালো মানের স্ট্রাইকার অভাব ভোগাচ্ছে স্প্যানিয়ার্ডদের। যদিও শেষ ম্যাচের স্লোভাকিয়াকে পাঁচ গোল দেওয়ায় দলের আত্মবিশ্বাস এখন তুঙ্গে। পাশাপাশি ক্রোটদের মাথায় রাখতে হবে, চলতি ইউরোয় এখনও পর্যন্ত অপরাজিত স্পেন।

আর হার দিয়ে এবারের প্রতিযোগিতা শুরু করেছিল ক্রোয়েশিয়া। পরের ম্যাচে ড্র। গ্রুপ ডি”র শেষ ম্যাচ জিতে ইংল্যান্ডের পরে অবস্থান নিয়ে নকআউটে উঠেছেন ডালিচের শিষ্যরা। শেষ ম্যাচে জেতায় আত্মবিশ্বাসের খামতি নেই ক্রোটদের দলেও। কিন্তু স্কটল্যান্ডের বিরুদ্ধে জয় পাওয়া ম্যাচে একটি গোল করার পাশাপাশি আর একটি গোল করিয়েছিলেন পেরিসিচ। কিন্তু সম্প্রতি কোভিড রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে তাঁর। এই মুহূর্তে ক্রোয়েশিয়ার অন্যতম সেরা স্ট্রাইকার পেরিসিচের অভাব ভোগাতে পারে ক্রোটদের। তাছাড়া ক্রোয়েশিয়ার শিবির অনেকটাই নির্ভরশীল অধিনায়ক লুকা মদ্রিচের ওপর। রিয়ালের এই তারকা ছাড়া কোভাচিচ, লভরেনের মতো দু-একজন পরিচিত লাভ করেছে ইউরোপিয়ান ফুটবলে। এই অবস্থায় বড় ম্যাচে বাকিরা স্নায়ুর চাপ কতটা সামলে উঠতে পারেন, সেটাই দেখার।

# বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে হেরে ইউরো কাপ জয়ের স্বপ্নভঙ্গ পর্তুগালের

সেভিলা, ২৮ জুন (হি.স.) : রবিবার রাতে বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে হেরে ইউরো কাপ জয়ের স্বপ্নভঙ্গ হল পর্তুগালের। প্রায় ২৫ গজ দূর থেকে ডান পায়ের বাঁক খাওয়ানো শটে বল জালে জড়িয়ে দিলেন বেলজিয়াম তারকা থোগ্যান হ্যাজার্ড।

এক দিকে ফিফা ক্রমতালিকায় শীর্ষে থাকা রোমেলু লুকাকুরা। বিপক্ষে গত বারের ইউরো চ্যাম্পিয়ন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোরা।

বেলজিয়ামের কাছে ০-১ ব্যবধানে হেরে বিদায় নেওয়ার মুহূর্তে মাথা ঠিক রাখতে পারলেন না পর্তুগিজ মহাতারকা। ফের একবার রাগের মাথায় ছুঁড়ে ফেললেন অধিনায়কের আর্মব্যান্ড। শুধু তাই নয়, ম্যাচ শেষে টানেলে ফেরার পথে লাথিও মারলেন তাতে।

গ্রুপ অফ ডেথ থেকে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছিলেন রোনাল্ডোরা। এই ইউরোয় পাঁচটি গোলও তিন করেছেন। ছুঁয়ে ফেলেছেন ইরানের আলি দায়িকে। দেশের হয়ে যুগ্মভাবে সর্বোচ্চ গোলদাতা এখন রোনাল্ডো ও দায়ি। তবে বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে আলি দায়িকে টপকে যেতে পারলেন না সিআর সেভেন। ৪২ মিনিটে থোগ্যান হ্যাজার্ডের গোলেই স্বপ্নভঙ্গ হল বিশ্বের অন্যতম সেরা ফুটবলারের।

এই ম্যাচকে কেন্দ্র করে আগ্রহ তুঙ্গে ছিল ফুটবলপ্রেমীদের। পর্তুগাল কোচ ফার্নান্দো স্যান্টোস আগের ম্যাচের মতোই ৪-৩-৩ ছকে দল সাজিয়েছিলেন। বেলজিয়ামের স্পেনীয় কোচ রবের্তো মার্তিনেস বেছে নিয়েছিলেন ৩-৪-২-১ ছক। সামনে একা লুকাকু। একটু পিছন থেকে কেভিন দ্য ব্রুইন ও থোগ্যান হ্যাজার্ড।

দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হওয়ার তিন মিনিটের মধ্যেই গোড়ালিতে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়ে দ্য ব্রুইন। মনে হয়েছিল, পর্তুগালের পক্ষে এ বার খেলাটা সহজ হবে। কিন্তু এডেন একাই ঢেকে দিল দ্য ব্রুইনের অভাব। শেষ আটে ইতালির বিরুদ্ধে খেলতে হবে বেলজিয়ামকে। আরও একটা রুদ্ধশ্বাস ম্যাচের অপেক্ষায় ফুটবল বিশ্ব।

# প্রি-কোয়ার্টারে মুখোমুখি জার্মানি ও ইংল্যান্ড

লন্ডন, ২৮ জুন (হি.স.) : মঙ্গলবার ইউরো কাপের প্রি-কোয়ার্টারে মুখোমুখি জার্মানি ও ইংল্যান্ড। ১৯৬৬-তে এই ওয়েম্বলিতে ততকালীন পশ্চিম জার্মানিকে হারিয়ে বিশ্বকাপ জিতেছিল ইংল্যান্ড। কিন্তু তারপর থেকে জার্মানির মুখোমুখি হলেই হারের মুখ দেখতে হয়েছে তাদের। ১৯৯৬ ইউরোতে জার্মানির কাছে পেনাল্টি শুট-আউটে হেরে যায় ইংল্যান্ড। এখনকার ইংল্যান্ডের কোচ সাউথগেটই সেদিন পেনাল্টি মিস করেছিলেন।

# ইউরোর প্রি-কোয়াটার্সে সুইৎজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ফ্রান্স

বুদাপেস্ট, ২৮ জুন (হি.স.) : সোমবার রাতে ইউরোর প্রি-কোয়াটার্স ফাইনালে সুইৎজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে ফ্রান্স তারকা এমবাপের চোটে উদ্বেগ বাড়িয়েছে ফরাসি কোচ দিদিয়ে দেশঁ-র। শেষ ষোলোর ম্যাচের আগেই একাধিক চোটে জর্জরিত গতবারের রানার্স ফ্রান্স শিবির।

ফ্রান্স শিবিরে খরব, তিনিও হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছেন। সুইসদের বিরুদ্ধে তাঁর মাঠে নামাও প্রশ্নের মুখে। দিনিয়ের পরিবর্তে বাঁ-প্রান্তে খেলানো যেতে পারে আদ্রিয়াঁ রাবিয়োকে। অথচ তিনিও পুরোপুরি ফিট নন। গোড়ালিতে চোট নিয়েই বেশ কয়েকটি ম্যাচে খেলছেন তিনি। সুইসদের বিরুদ্ধে তাঁকে পাওয়া যায় কি না দেখার। এছাড়া বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের শিবিরে রক্ষণ ভাগের ফুটবলার লুকা এহনান্দেজের হাঁটুতে চোট আছে। পর্তুগালের বিরুদ্ধে তাঁর পরিবর্তে লেফ ব্যাকে নামানো হয় লুকা দিনিয়েকে।

একাধিক চোট থাকা সত্ত্বেও সুইসদের বিরুদ্ধে এগিয়ে দেশঁর দলই। তবে সুইসদের রক্ষণ ভাগের খেলোয়াড় রিকার্দো রদ্রিগেজ বলেছেন, “প্রতিযোগিতার নক-আউট ম্যাচের ফল আগে থেকে নির্ধারণ করা যায় না। আমরা মরিয়া চেষ্টা করব। ম্যাচ জিতে মাঠ ছাড়তে চাই।”

## বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, শ্রম দপ্তর কর্তৃক ‘ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস্ কোড্ রুলস্, ২০২১’-এর খসড়া বিধি ত্রিপুরা সরকারাধীন শ্রম দপ্তরের পোর্টালে উপলব্ধ করা হইয়াছে। তথাপি উক্ত খসড়া বিধি সম্পর্কে কাহারো কোনো অভিমত/ পরামর্শ/আপত্তি থাকিলে তাহা, সেই খসড়া বিধি প্রকাশের ৪৫ দিনের মধ্যে মাননীয় সচিব, শ্রম দপ্তর, ত্রিপুরা সরকারের নিকট lctripura.agt@gmail.com-এ প্রেরণ করিতে আহ্বান করা হইতেছে।

স্বাক্ষর
(ডঃ নরেশবাবু এন, IFS)
শ্রম কমিশনার
শ্রম দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার

ICA-D-419/21

## বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, সিপাহীজলা জেলার অন্তর্গত ০৭টি ব্লকের অধীনে যে সমস্ত .... বেনেফিসিয়ারিদেরকে চিহ্নিত করার জন্য বিগত ২৮ থেকে ৩০ শে জুন, ২০২১ পর্যন্ত সমস্ত ব্লকে শুনানি () করা হয়েছিল। এর মধ্যে যদি কোনো বেনেফিসিয়ারিদের দাবি এবং আপত্তি অসম্পন্ন থাকে তাহলে ০১.০৭.২০২১ থেকে ০৩.০৭.২০২১ এবং ০৫.০৭.২০২১ থেকে ০৮.০৭.২০২১ তারিখে সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ০৩.০০টা পর্যন্ত সিপাহীজলা জেলা অফিসে শুনানিতে () উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

Sd/- Illegible
VISHWASREE B., IAS)
District Magistrate & collector
Sepahijala District, Bishramganj, Tripura

ICA-D-424/21

No.F.1(2)/SDM/UDP/BEUP/33-KBN-SHAL/2021-22/581
Dated, the th June, 2021.

**PRESS NOTICE INVITING QUOTATION**

On behalf of the Government of Tripura, the undersigned is hereby invited the Sealed Quotation in prescribed format from the reputed & Authorized Dealers / Supplier / Farm / Agency / Co-Operative Society having valid Trade license, GST Registration with Clearance Certificate, Forest & Furniture License and Bank details for supply of 195 (One hundred ninety five) nos Wooden Joint Benches for 7 (seven) nos Higher Secondary & 12 (twelve) Nos High School under 33- Kakraban-Shalgarah (SC) Assembly Constituency of BEUP Scheme during the Financial Year, 2021-22. The details of require materials, prescribes format of the quotation and other term & condition of the quotation including D-Call Amount can be seen from the Notice Board of Office of the Sub-Divisional Magistrate, Udaipur, Gomati District and State Government portal. If any bidders interested, he / she may collect the prescribed format from the In-Charge of Nazarat Section of this office at free cost.

The interest bidders are hereby requested to submit their Quotation document as per prescribed Format in gala sealed envelop (kham) by indicating the price in words & figures along with necessary documents will be dropped in Tender Box to the Office of the undersigned **w.e.f. 25th June, 2021 to 16th July, 2021 up to 3.00 PM except Govt Holiday. The same will be opened on 16th July, 2021 at 4.00 PM** in presence of authorized bidders or representative of the bidders.

**Sd/- (A. Roy)**
**Sub-Divisional Magistrate**
**Udaipur, Gomati District.**

**ICA-C-1143/21**

NO. 629/TENDER/MT/SD/2021. Dated 23/06/2021.

**RE-TENDER NOTICE**

IN CANCELATION OF THE EARLIER TENDER NOTICE NO.455/ TENDER/MT/SD/2021, DATED 13-05-2021. THE UNDERSIGNED ON BEHALF OF THE HON’BLE GOVERNOR OF TRIPURA INVITES FRESH SEALED COVERED TENDER’S FROM THE BONAFIDE REGISTERED FIRMS / SUPPLIERS FOR SUPPLY OF SPARE PARTS/ BATTERY RE-CONDITION/ JOB WORKS/ TYRE RE-TRADING ETC OF SOUTH TRIPURA DISTRICT DURING THE YEAR 2021-2022. THE DATE OF RECEIPT OF TENDERS IS ON ANY WORKING DAY IN BETWEEN 10:30 AM TO 04:30 PM UP TO **14/07/2021.** LIST OF M.T ITEMS ALONG WITH THE TERMS AND CONDITION MAY BE COLLECTED ON ANY WORKING DAY FROM THE M.T SECTION BELONIA (NEAR OLD NAGAR PANCHYAT OFFICE/NEAR BELONIA GOVT. ENGLISH MEDIUM SCHOOL/POLICE LINE/SP SOUTH OFFICE, SOUTH TRIPURA DISTRICT) BETWEEN 10:30 AM TO 04:30 PM. UP TO 14/07/2021. TENDER WILL BE OPENED (IN PRESENCE OF BIDDER OR REPRESENTATIVES IF PRESENT) ON **15/07/2021 AT 11:00 HRS.**

DETAILED RE-TENDER NOTICE MAY ALSO BE SEEN AT WEB SITE: **south.tripurapolice.gov.in**

**Sd/- Illegible**
**SUPERINTENDENT OF POLICE**
**SOUTH TRIPURA DISTRICT**

**ICA-C-1131/21**

**PNIe-T NO: 10/EE-BSLD/PWD/2021-22, Dated, 23/06/2021.**

The Executive Engineer, Bishalgarh Division, PWD(R&B), Gukulnagar, Bishalgarh, Sepahijala, Tripura invites on behalf of the ‘Governor of Tripura’ percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking/enterprise and eligible Contractors/Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/ Other State PWD up to 3.00 P.M. on 23-07-2021 for the following work:

| Sl No | DNIT No | Estimated Cost | Earnest Money | Time of completion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DNIT NO:06/CE/PWD (R&B)/SE(P&DU)/2021-22 | Rs. 1,86,07,563/- | Rs. 1,86,076/- | 8(Eight) months |
| 2 | DNITNO:50/R/DNIe-T/ SE-IV/PWD(R&B)/2021-22 | Rs. 1,44,80,267/- | Rs. 1,44,803/- | 6(Six) months |
| 3 | DNIT NO:49/R/DNIe-T/ SE-IV/PWD(R&B)/2021-22 | Rs. 76,09,926/- | Rs. 76,099/- | 180 (one eighty) days |

For details visit website https://tripuratenders.gov.in. / pwdbishalgarhdivision@gmail.com.

**Sd/- (Er. Sanjoy Sarkar)**
**Executive Engineer,**
**Bishalgarh Division, PWD(R&B)**
**Sepahijala, Tripura.**

**ICA-C-1138/21**

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

লাদাখে সেনা জওয়ানদের সাথে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। ছবি-পিআইবি।

# টিকা নিয়ে ১৩ হাজার ফুট উচ্চতায় স্বাস্থ্যকর্মীরা

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন (হি.স.) : করোনা রোধে কেন্দ্র সরকার সারা দেশে ১৮ বছরের ঊর্ধে সকলকে টিকা দেওয়ার কর্মসূচি নিয়েছে। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে টিকা নিয়ে ১৩ হাজার ফুট উচ্চতায় স্বাস্থ্যকর্মীরা। অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খাণ্ডুর টুইটে দেখা যাচ্ছে গাধার পিঠে টিকার বাক্স নিয়ে ১৩ হাজার ফুট উচ্চতায় তিব্বত সীমান্তে স্বাস্থ্যকর্মীরা।

১৮০ কিলোমিটার পেড়িয়ে উচ্চতা ১৩ হাজার ফুট। পৌঁছে দিতে হবে কোভিড টিকা। তবে এক্ষেত্রে দুরত্ব বা উচ্চতা কোনটাই কোনও বাধা নয়। কারন স্বাস্থ্যকর্মীরা এই অসম্ভবকে সম্ভব করছেন অরুণাচল প্রদেশে। সে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খাণ্ডুর টুইট করা একটি ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, গাড়িতে চেপে কিছু রাস্তা গেলেও অনেকটাই পায়ে হেঁটে ও গাধার পিঠে জিনিসপত্র চাপিয়ে যাত্রা করতে হচ্ছে স্বাস্থ্য কর্মীদের। এই ভিডিয়োটি টুইট করে পেমা লিখেছেন, দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করার জন্য এই ইচ্ছাশক্তি অবাক করার মতো। তিনি বলেছেন, তিববত সীমান্তে একটি গ্রামে টিকাকরণ কর্মসূচি চালাতে যাচ্ছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। এটি তারই ভিডিয়ো।

তার পরের একটি ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, এক ব্যক্তি পিপিই কিট পরে টিকাকরণের কাজ করছেন। পেমা উল্লেখ করছেন, অরুণাচল সরকার ব্রোকপা উপজাতির ১০০ শতাংশ টিকাকরণের কাজ করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। টোপগে এলাকার ১৩৩ ফুট উঁচুতে অবস্থিত এই গ্রামে তাই টিকা পৌঁছে দিচ্ছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। ইতিমধ্যে প্রায় ২ হাজার মানুষ এই ভিডিয়োটি দেখেছেন। অরুণাচল প্রদেশে এমনিতেই দেশীয় গড়ের থেকে টিকাকরণের হার বেশি। সে রাজ্যে ৭ হাজার ৮০০-এর থেকে বেশি মানুষের টিকাকরণ হয়েছে গত রবিবার।

# কাশ্মীরে ২ শিখ তরুণীর ‘ধর্মান্তরণ’ প্রতিবাদে দিল্লিতে শিখ সংগঠনগুলির

জম্মু ও নয়াদিল্লি, ২৮ জুন (হি.স.) : কাশ্মীরে দুই শিখ তরুণীকে জোর করে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে সোমবার নয়াদিল্লিতে বিক্ষোভ দেখায় শিখ সংগঠনগুলি। এবার মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশের আদলে কেন্দ্রশাসিত জম্মু ও কাশ্মীরে ধর্মান্তরণ বিরোধী আইন প্রণয়নের দাবি জানিয়েছে শিখ সম্প্রদায়।

রবিবার শ্রীনগরে অকালি নেতা সিরসা বলেন, “বন্দুক দেখিয়ে দুই শিখ তরুণীকে অপহরণ করা হয়। তারপর অন্য ধর্মের এক বৃদ্ধের সঙ্গে তাঁদের জোর করে বিয়ে দেওয়া হয়। এই বিষয়ে কড়া পদক্ষেপের আরজি জানিয়ে আমরা কেন্দ্র সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছি।” তিনি আরও বলেন, “স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আমাদের জানিয়েছেন যে গতকাল থেকেই তিনি কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নরের সঙ্গে আলোচনা করছেন। তিনি কড়া পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন। এদিকে, এই ঘটনায় কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহার সঙ্গে দেখা করেন ‘শিখ গুরুদ্বার ম্যানেজমেন্ট কমিটি’র প্রতিনিধিরা। অপহৃত দুই তরুণীর নিরাপদে মুক্তির দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ধর্মান্তকরণ ইস্যুতে এবার সম্পূর্ণ ইউ-টার্ন নিয়েছেন অকালি নেতা সিরসা। কয়েক দিন আগেও নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে সরব হয়েছিলেন তিনি। কৃষক আন্দোলনের মঞ্চ থেকে উত্তরপ্রদেশে ধর্মান্তরণ বিরোধী আইনের বিরোধিতা করেছিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, তাঁর পালটা যুক্তি ছিল যে কোনও ধর্ম দুর্বল হলে তবেই সেখান থেকে ধর্মান্তরণ হয়। কিন্তু এবার কাশ্মীরে শিখ তরুণীর ধর্মান্তরণের ঘটনায় সম্পূর্ণ উলটো সুরে কথা বলতে শুরু করেছেন তিনি। একই সঙ্গে উত্তরপ্রদেশের মতোই আইনের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

# পুষ্কর থেকে আজমের, ধর্মীয় স্থান খুলে গেল রাজস্থানে

জয়পুর, ২৮ জুন (হি.স.): করোনার প্রকোপ অনেকটাই কমেছে মরুরাজ্য রাজস্থানে। করোনার আগ্রাসন কমতেই রাজস্থানে খুলে দেওয়া হল বিভিন্ন ধর্মীয় স্থান। সোমবার থেকেই খুলে দেওয়া হয়েছে পুষ্করের ব্রহ্মা মন্দির, খুলেছে আজমের শরীফ দরগাও। এছাড়াও অন্যান্য ধর্মীয় স্থানও সোমবার থেকে ভক্তদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। মন্দির, দরগা অথবা অন্যান্য ধর্মীয় স্থান খুললেও, কঠোর করোনা-বিধি মেনে চলতে হচ্ছে ভক্তদের। ৭৫ দিন বন্ধ থাকার পর সোমবার থেকেই খুলেছে পুষ্করের ব্রহ্মা মন্দির। এদিন ব্রহ্মা মন্দিরে পূজার্চনা করার পর উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজের বাসিন্দা একজন ভক্ত জানিয়েছেন, ’আমরা প্রয়াগরাজ থেকে এসেছি, রবিবার পর্যন্ত মন্দির বন্ধ থাকায় হতাশ হয়েছিলাম। সরকারের ঘোষণার পর, আমরা মন্দির দর্শন করতে পেরেছি এবং আমরা ভীষণ খুশি।’ কোভিড বিধি মেনে আজমের শরীফ দরগাও খুলে দেওয়া হয়েছে। ভক্তদের জন্য মাস্ক বাধ্যতামূলক, মানতে হবে সামাজিক দূরত্ববিধি।

# সরকারের উচিত বদলা নেওয়া, জম্মু বিস্ফোরণ নিয়ে দাবি ওয়েইসির

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন (হি.স.) : সরকারের উচিত বদলা নেওয়া, যেমনটা পুলওয়ামা হামলার পর করা হয়ছিলউ জম্মুর বায়ুসেনা ঘাঁটিতে বিস্ফোরণের ঘটনায় এভাবেই সরাসরি পাকিস্তানের জঙ্গি ঘাঁটিতে হামলার দাবি জানালেন এআইএমআইএম সুপ্রিমো আসাদউদ্দিন ওয়েইসি।

“ড্রোনগুলি অনেক দূর থেকে এসেছে। ফলে সেগুলি যে আমেরিকা বা চিনে তৈরি তা স্পষ্ট। পুলওয়ামার মতোই জম্মুর বায়ুসেনা ঘাঁটিতে হামলা চালানো হয়েছে।” কেন্দ্রের মোদি সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগে তিনি আরও বলেন,”পাকিস্তানের সঙ্গে তাঁরা কী আলোচনা করছেন? এবার কি হামলার পালটা জবাব দেবে মোদি সরকার? সরকারের উচিত বদলা নেওয়া, যেমনটা পুলওয়ামা হামলার পর করা হয়ছিল।” বলে রাখা ভাল, ২০১৯ সালে কাশ্মীরের পুলওয়ামায় সিআরপিএফ কনভয়ে আত্মঘাতী হামলা চালায় এক জঙ্গি। ওই হামলায় শহিদ হন ৪০ জন সেনা। তারপরই পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জঙ্গি ঘাঁটিগুলিতে বোমাবর্ষণ করে ভারতীয় বায়ুসেনা। তারপর অভিনন্দন বর্তমানের লড়াইয়ের সেই ইতিহাস সবার জানা। সব মিলিয়ে সেবার পাকিস্তানকে উচিত শিক্ষা দেয় ভারত।

উল্লেখ্য, গত শনিবার রাত দু’টো নাগাদ জম্মু বিমানবন্দরে বায়ুসেনা নিয়ন্ত্রিত টেকনিক্যাল এরিয়ায় জোড়া বিস্ফোরণ হয়। সূত্রের খবর, এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত একজন জেহাদিকে গ্রেপ্তার করে জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ। চলছে জিজ্ঞাসাবাদ। তার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ আইইডি উদ্ধার হয়েছে। বিমানবন্দরে কোনও জঙ্গি সংগঠনের বড়সড় নাশকতার ছক ছিল কি না তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

# ধূসর তালিকা থেকে সরছে না পাকিস্তানের নাম ক্ষোভ উগরে চক্রান্তের ইঙ্গিত পাক বিদেশমন্ত্রীর

ইসলামাবাদ, ২৮ জুন (হি.স.): ‘ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স’ (এফএটিএ) পাকিস্তানকে ধূসর তালিকায় রেখে দেওয়ায় ক্ষুব্ধ ইমরান প্রশাসন। পাক বিদেশমন্ত্রী শাহ মাহমুদ কুরেশি এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করে জানিয়েছেন, পাকিস্তানকে এখনও ধূসর তালিকায় রেখে দেওয়ার কোনও অর্থ নেই।

পাক বিদেশমন্ত্রী জানিয়েছেন, কেবল ধূসর তালিকা থেকে বেরনোর জন্যই নয়, পাকিস্তান গত ২ বছরে অর্থ তছরূপ ও সন্ত্রাসবাদে আর্থিক মদতের বিষয়ে যা পদক্ষেপ করেছে, সবই স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে। এবং যেখানে ২৭টির মধ্যে ২৬টি শর্তই ইতিমধ্যে পূরণ করেছে ইসলামাবাদ, তারপরও তাদের ধূসর তালিকায় রেখে দেওয়ার কোনও যুক্তি নেই। তাঁর অভিযোগ ‘অন্য কোনও শক্তি’র প্রভাবেই পাকিস্তানকে ওই তালিকা থেকে বেরতে দেওয়া হচ্ছে না। তবে সেই শক্তি বলতে তিনি ভারত কিংবা আমেরিকার মতো কোনও দেশকে নিশানা করলেন কিনা তা স্পষ্ট হয়নি। সেই সঙ্গে তিনি কটাক্ষ করে বলেন, তাঁর সংশয় হচ্ছে এফএটিএ কোনও প্রযুক্তিগত সংস্থা নাকি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। পাক বিদেশমন্ত্রীর এহেন মন্তব্য থেকে পরিষ্কার, এই সিদ্ধান্তকে একেবারেই মেনে নিতে পারছেন না তাঁরা। অভিযোগ আনতে চাইছেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই পাকিস্তানকে এখনও ওই তালিকাভুক্ত করে রাখা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের জুন মাসে ধূসর তালিকাভুক্ত করা হয় ইমরান খানের দেশকে। সেই সঙ্গে তাদের নির্দেশ দেওয়া হয় ২০১৯ সালের মধ্যে সন্ত্রাসে আর্থিক মদত দেওয়া ও আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ থেকে মুক্ত হতে অ্যাকশন প্ল্যানগুলি মেনে চলতে। পরে করোনা পরিস্থিতিতে এই ডেডলাইন পরে আরও বাড়িয়ে দেওয়া হয়।

তারপর থেকেই ইমরান প্রশাসন মরিয়া হয়ে চেষ্টা করেছে ওই তালিকার ছায়া থেকে বেরিয়ে আসার। কিন্তু প্যারিস স্থিত এফএটিএ -এর একের পর এক বৈঠকের পরও কাটেনি বিপদ। ধূসর তালিকা থেকে আর বেরনো হয়নি ইসলামাবাদের। এই পরিস্থিতিতে এবারের বৈঠককে ঘিরে ক্রমশ আশা জেগেছিল।

কিন্তু সেই আশায় জল ঢেলে দিয়েছে আন্তর্জাতিক সংস্থাটি। জানিয়ে দিয়েছে, একটি শর্ত এখনও বাকি রয়েছে। আর সেই শর্ত হল, জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তইবার প্রতিষ্ঠাতা হাফিজ সইদ, সংগঠনের কমান্ডার জাকিউর রহমান লকভি এবং জইশ-ই-মহম্মদ প্রধান মাসুদ আজহারের মত কুখ্যাত জঙ্গিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া। কিন্তু এত বছরেও তা করে উঠতে পারেনি পাকিস্তান।

# লন্ডনের এলিফ্যান্ট অ্যান্ড ক্যাসেল রেলস্টেশনে বড়সড় অগ্নিকান্ড

লন্ডন, ২৮ জুন (হি.স.) : লন্ডনের এলিফ্যান্ট অ্যান্ড ক্যাসেল রেলস্টেশনে বড়সড় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। মুহূর্তে স্টেশন থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে কালো ইঞ্জিন পৌঁছেছে। প্রায় ১০০ জন দমকল কর্মীর প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হচ্ছে।

আচমকা কিভাবে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে গিয়েছে ,তা নিয়ে রয়েছে জল্পনা। টেমস নদীর দক্ষিণে এই স্টেশনে অগ্নিকাণ্ড ঘিরে এখনও কোনও হতাহতের খবর নেই। এই এলাকায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা যেমন একটি কঠিন বিষয় ,তেমনই রয়েছে চিন্তা। এই এলাকাতেই রয়েছে বিখ্যাত লন্ডন আই। সেই সমস্ত দিক খেয়াল রেখে অগ্নিনির্বাপণ পরিস্থিতি সামলাতে হচ্ছে দমকল কর্মীদের।

দমকলের তরফে জানানো হয়েছে, আর্চের নিচের অংশে তিনটি কমার্শিয়াল ইউনিট সম্পূর্ণ অগ্নিদগ্ধ। আগুনে ভস্মীভূত হয়েছে ৪ টি গাড়ি। ঘটনাস্থলের কাছেই ছিল একটি টেলিফোন বক্স। সেটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই এলাকাবাসীকে ঘরের দরজা, জানালা বন্ধ করতে বলা হয়েছে। লন্ডনের এই জংশন স্টেশনটি একটি বড় জনবহুল এলাকা। এখানে কীভাবে অগ্নিকাণ্ড ঘটে গিয়েছে, তা নিয়ে রয়েছে সংশয়। এই স্টেশনের সঙ্গে দক্ষিণ লন্ডন ও উত্তর লন্ডনের যোগ রয়েছে। ফলে এমন এক জায়গায় অগ্নিকাণ্ড রীতিমতো ত্রস্ত করেছে মানুষকে।

# বিশালগড় প্রেসক্লাবের নব নিযুক্ত কমিটির সদস্যরা সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন মহকুমা শাসকের সাথে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৮ জুন।।** সোমবার বিশালগড় প্রেসক্লাবের নবনির্বাচিত কার্যকরী কমিটির সদস্যরা বিশালগড় মহাকুমা শাসক জয়ন্ত ভট্টাচার্যের সাথে সৌজন্য মূলক সাক্ষাৎ করেন। বিশালগড় প্রেসক্লাবের প্রতিনিধিদলে ছিলেন বিশালগড় প্রেসক্লাবের সভাপতি ভবতোষ ঘোষ, সহ-সভাপতি সমীর ভৌমিক, বিশালগড় প্রেসক্লাবের সম্পাদক তাজুল ইসলাম, কোষাধক্ষ্য মান্নান হক কার্যকরী কমিটির সদস্য হারাধন দেবনাথ ও অজয় পাল। বিশালগড় মহাকুমা শাসকের নিকট জায়গা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। দীর্ঘ বাম শাসন থেকেই বিশালগড় প্রেসক্লাবের জায়গা নিয়ে তালবাহানা চলছিল। বর্তমানে নতুন বিজেপি সরকার আসার পর সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক এর সাথে বিশালগড় প্রেসক্লাবের প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ হয়, সেই নিরিখে সোমবার বিশালগড় মহকুমা শাসক জয়ন্ত ভট্টাচার্য সাথে বিশালগড় প্রেস ক্লাবের সদস্যরা জায়গা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করেন। বিশালগড় প্রেসক্লাবের নতুন কমিটির এক নামের তালিকা বিশালগড় মহকুমা শাসকের হাতে তুলে দিয়ে আসেন ।পরবর্তী সময়ে বিশালগড় থানায় গিয়ে বিশালগড় থানার আধিকারিক বিজয় দাসের সাথে সাক্ষাৎ করেন বিশালগড় প্রেসক্লাবের প্রতিনিধি দল। প্রেসক্লাবের প্রতিনিধিদলে ৬ জন ছিলেন। পুলিশ আধিকারিক বিজয় দাস আলোচনা করতে গিয়ে পুলিশ এবং সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের মধ্যে মিলেমিশে কাজ করার জন্য আবেদন রাখেন ।বিশালগড় প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে প্রেস ক্লাবের সদস্যদের নামের তালিকা তুলে দিয়ে আসেন।

# লাদাখ কাঁপল মৃদু ভূমিকম্পে, তীব্রতা মাত্র ৪.৬

লেহ, ২৮ জুন (হি.স.): মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখ। সোমবার সকালে লাদাখে হালকা তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.৬। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, সোমবার সকাল ৬.১০ মিনিট নাগাদ মৃদু তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় লাদাখে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.৬। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি আরও জানিয়েছে, ভূমিকম্পের উতসস্থল ছিল লাদাখের লেহ থেকে ৮৬ কিলোমিটার পূর্ব-উত্তর-পূর্বে, ভূপৃষ্ঠের ১৮ কিলোমিটার গভীরে। ৩৪.৪৯ অক্ষাংশ এবং ৭৮.৪৩ দ্রাঘিমাংশ। এদিনের ভূকম্পনে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

# অসুস্থ কবির সুমন, ভর্তি এসএসকেএম হাসপাতালে

কলকাতা, ২৮ জুন (হি. স.): করোনা আবহের মাঝেই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন গায়ক কবির সুমন। অসুস্থ হয়ে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি কবির সুমন। এসএসকেএম হাসপাতালে উডবার্ন ওয়ার্ডের ১০৩ নম্বর কেবিনে ভর্তি আছেন কবির সুমন।

একেই করোনা হানায় নাস্তানাবুদ শহরবাসী। সংক্রমণ ঠেকাতে ইতিমধ্যেই রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে লকডাউন। কিন্তু লকডাউন আবহের মাঝেই এবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন কবির সুমন। জানা গিয়েছে, রবিবার গভীর রাতে হঠাৎ অসুস্থ বোধ করেন কবীর সুমন।

# রহিমপুরে বিজেপির জনসভা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২৮ জুন।।** বক্সনগর বিজেপির উদ্যোগে সিপিএমের হামলাও কুৎসা অপপ্রচারের বিরুদ্ধে রহিমপুর বাজারে সোমবার বিকেল ৩ ঘটিকার সময় এক পথসভা ও মিছিল সংঘটিত হয়। এই সভায় সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রহিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শাসকদলীয় প্রধান আক্তার হোসেন ।প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পৃথিবীর রাজ্য কমিটির সদস্য বাহারুল ইসলাম মজুমদার,প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পৃথিবীর রাজ্য সংখ্যালঘু নেতা তফাজ্জল হোসেন, উপস্থিত ছিলেন মন্ডল সভাপতি সুভাষ সাহা, বিশিষ্ট সমাজসেবক সঞ্জয় সরকার, এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ২০ বকসনগর যুব মোর্চার সভাপতি জিমুল হক। প্রথমে রহিমপুর বাজারের অলিগলি বিভিন্ন রাস্তা সুবিশাল মিছিল এর মধ্যে দিয়ে পরিক্রমা করেন। পরে পার্টি অফিসের সামনে পথসভার কাজ শুরু করেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে বাহারুল ইসলাম মজুমদার রাজ্যের উন্নয়নমূলক কর্মসূচী করে তুলে ধরেন। তারপর রাজ্যের সংখ্যালঘু নেতা তোফাজ্জল হোসেন বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন সিপিএম চিনের দালাল তারা দেশের নুন খেয়ে বিদেশের গুন গায়। তাদের ২৫ বছর শাসনে রাজ্যের উন্নয়ন কে ৫০ বছর পিছিয়ে রেখেছে। তিনি তথ্য দিয়ে বলেন সিপিএম শাসনের বক্সনগর এর দশটি খুন হয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর তিন বছর শাসনে একজনও খুন হয়নি বলে জানান। পুরা সন্ত্রাস দেশ দ্রোহী ও কুৎসা রটিয়ে রাজনীতি করে।

# রে না রায়, ওয়েব সিরিজের পথ ধরে বিতর্ক সামাজিক মাধ্যমে

**।। অশোক সেনগুপ্ত।। কলকাতা, ২৮ জুন।।** কথাটা ”রে” নয় , ”রায়”। সামাজিক মাধ্যমে এই মন্তব্য করে বিতর্ক তৈরি করেছেন সত্যজিৎ-গবেষক দেবাশিস মুখোপাধ্যায়।

সত্যজিৎ রায়ের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেয়েছে ”রে”। সত্যজিতের চারটি জনপ্রিয় ছোটগল্প নিয়েই নেটফ্লিক্সের এই অ্যান্থলজি সিরিজ। গল্পগুলি বিপিনবাবুর স্মৃতিভ্রম, বহুরূপী, স্পটলাইট এবং বারীন ভৌমিকের ব্যারাম। এই চার গল্পের ওপরেই ভিত্তি করে যথাক্রমে তৈরি হয়েছে এই ”রে” সিরিজের ” ফরগেট মি নট”,” বহুরূপীয়া”, ”স্পটলাইট” এবং ”হাঙ্গামা হ্যায় কিউঁ বরপা’।

দু”বছর আগে বিশ্বের অন্যতম সেরা প্রকাশক পেঙ্গুইন র‍্যান্ডম হাউসের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে ‘সোসাইটি ফর দ্য প্রিজারভেশন অফ সত্যজিৎ রায় ফিল্মস’-এর। এই সংস্থা রে সোসাইটি নামেই বেশি পরিচিত। এই নামকরণ নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল কিনা, জানা নেই। এবার প্রশ্ন উঠেছে।

গবেষণাধর্মী এবং অনুসন্ধিৎসুমূলক লেখার পাঠকদের কাছে পরিচিত দেবাশিস মুখোপাধ্যায়। ফেসবুকে তিনি লিখেছেন, “একবার (সত্যজিৎ রায়কে) প্রশ্ন করেছিলাম, ‘আপনি ইংরেজিতে আরএওয়াই ”রে” লেখেন কেন‘? উত্তরে পাল্টা প্রশ্ন করে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ”রায় বানানটা ইংরেজিতে কী লিখবো?”

শতবর্ষ যথাযথ ভাবে পালন করতে গেলে একটা ‘ট্রিবিউট’ অবশ্যম্ভাবী। বিশেষত, যদি শতবর্ষটা সত্যজিৎ রায়ের মতো একজন দীর্ঘ (আক্ষরিক ও রূপক দুই অর্থেই) মানুষের হয়ে থাকে, যাঁর ছায়া ভারতীয় চলচ্চিত্রে এবং বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি বিশেষ ধারায় প্রলম্বিত। সেই হিসেবে ‘রে’ (নাকি ‘রায়’) নামক ওয়েব সিরিজটি ভারতীয় চলচ্চিত্রের সেই প্রগাঢ় পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য। সত্যজিতের চারটি গল্প অবলম্বনে চারটি মধ্যম দৈর্ঘ্যের ছবি নিয়ে তৈরি অ্যান্থোলজি সিরিজের মধ্যে যে চারটি ছবি রয়েছে, তার পরিচালক তিন জন। সৃজিত মুখোপাধ্যায়, অভিষেক চৌবে এবং ভাসান বালা। এর মধ্যে সৃজিত পরিচালনা করেছেন দু’টি।

সোমবার বেলা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত দেবাশিসবাবুর ফেসবুক পোস্টে মন্তব্য করেছেন ৫১ জন। সাড়া দিয়েছেন এর প্রায় তিন গুন। অভিজিৎ মল্লিক লিখেছেন, “অস্কার পুরস্কার প্রদানের সময় অড্রে হেপবার্ন সত্যজিৎ রায়-ই বলেছিলেন!“ প্রতিক্রিয়ায় অভিজিৎ সিংহরায় লিখেছেন, “আমি সত্যি অভিভূত হয়েছিলাম শুনে। স্বর্ণাভ ঘোষ আবার ১৯৯২-এর অস্কার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের ইউটিউব পেশ করে লিখেছেন, এই দাবি সঠিক।

বিতর্কে সবচেয়ে মূল্যবান রায়-পরিবারের অন্যতম শরিক, রাজ্যের প্রাক্তন বরিষ্ঠ আমলা তথা লেখক-গবেষক প্রসাদরঞ্জন রায়ের মন্তব্য। তিনি লিখেছেন, “আমাদের পরিবারের সকলে আরএওয়াই লেখেন। কিন্তু উচ্চারণটা বাংলার মতই রায় হয়।“ প্রিয়ব্রত সাহা লিখেছেন, “বাঙালিদের মুখে এই রে আর টেগোর শুনলে খুব বিরক্তি লাগে। সত্যজিৎ রায় নিজেও পছন্দ করতেন না এটা আজ জানলাম।“

রাখি মিত্র মুস্তাফি লিখেছেন, “এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাটা খুব দামি। এটা শুধু পোস্ট নয়, ”রায়দান”।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা পরিস্থিতি নিয়ে উচ্চ পদস্থ আধিকারীকদের সাথে বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী ডাঃ হর্ষবর্ধন। ছবি-পিআইবি।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।